



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
February 2019

"মিষ্টি বাচ্চারা- তোমাদের মোহের তার এখন ছিন্ন হয়ে যাওয়া চাই, কারণ এই সমগ্র দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে, এই পুরানো দুনিয়ার কোনো জিনিসেই যেন রুচি না থাকে"

প্রশ্ন :- যে বাচ্চারা আধ্যাত্মিক (রুহানী) নেশায় আক্লত থাকে, তাদের টাইটেল (উপাধি) কি হবে ? কোন্ বাচ্চাদের এই নেশা চড়ে ?

উত্তর :- আধ্যাত্মিক নেশায় থাকা বাচ্চাদের বলা হয় - 'মস্ত কলন্দর' (রুহানী নেশায় মত্ত), সে-ই ময়ুর মুকুটধারী (কলংঙ্গীধর) হয়ে যায় । আধ্যাত্মিক নেশায় বঁদু তারাই থাকবে, যারা রুদ্র মালায় গাঁথা পড়বে। নেশা সেই বাচ্চাদেরই থাকবে, যাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে এখন আমাদের প্রকৃত গৃহে ফিরতে হবে।

তারপর আবার নতুন দুনিয়াতে আসতে হবে।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের (রুহানী) পিতা আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের সাথে অন্তরঙ্গ বার্তালাপ করছেন। একে বলা হয়ে থাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আত্মাদের প্রতি । আত্মা হল জ্ঞানের সাগর। মানুষ কখনো জ্ঞানের সাগর হতে পারে না। মানুষ হল ভক্তির সাগর। মানুষ তো সবাই । যে ব্রহ্মা বৎস ব্রাহ্মণ হয়, সে জ্ঞান-সাগরের থেকে জ্ঞান নিয়ে মাষ্টার জ্ঞান সাগর হয়ে যায়। তারপর দেবতাদের না ভক্তি থাকে, না জ্ঞান থাকে। দেবতারা এই জ্ঞান জানে না। জ্ঞানের সাগর হলেন একজনই - পরমপিতা পরমাত্মা, সেই জন্য ঔঁনাকেই হীরের মতো বলা হবে। উনিই এসে কড়ির থেকে হীরা, পাথর সম বুদ্ধি থেকে দৈবী বুদ্ধির (পারস বুদ্ধি) বানান । মানুষের কিছুই জানা নেই। দেবতারাি আবার এসে মানুষে পরিণত হয়। দেবতারা গড়ে ওঠে শ্রীমতের দ্বারা। অর্ধ-কল্প সেখানে (সত্যযুগে) কারোরই মতের দরকার নেই। এখানে তো অনেক গুরু মত নিতে থাকে। এখন বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন যে তোমরা সঙ্কর থেকে শ্রীমত প্রাপ্ত করো। শিখরা বলে সঙ্কর অকাল বা মৃত্যুঞ্জয়। এর অর্থও জানে না। ডাকও দেয়, সঙ্কর অকালমূর্ত অর্থাৎ সঙ্গতি করেন যিনি, তিনি অকালমূর্তি (কাল বা মৃত্যু যাকে নিতে পারে না)। অকালমূর্ত পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয়। সঙ্কর আর গুরুর মধ্যেও রাত দিনের পার্থক্য। তাই একে ব্রহ্মার দিন আর রাত বলে দেয়। ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত, তো অবশ্যই বলা হবে, ব্রহ্মা পূর্ণজন্ম নেন। যিনি ব্রহ্মা তিনিই বিষ্ণু হন। তোমরা শিববাবার মহিমা কর। ঔঁনার হীরে তুল্য জন্ম।

এখন তোমরা বাচ্চারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পবিত্র হও। তোমাদের পবিত্র হয়ে আবার এই জ্ঞান ধারণ করতে হবে। কুমারীদের তো কোনো বন্ধন নেই। ওদের শুধু মাত্র মা-বাবা বা ভাই-বোনের স্মৃতি থাকে। আবার স্বশুরবাড়ী গেলে দুটো পরিবার হয়ে যায়। এখন বাবা তোমাদের বলেন অশরীরী হয়ে যাও। এখন তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। তোমাদের পবিত্র হওয়ার যুক্তিও বলছি। একমাত্র আমিই হলাম পতিত-পাবন। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি যে তোমরা আমাকে স্মরণ করলে এই যোগ অগ্নি দ্বারা তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। যেমন পুরানো সোনা আগুনে ফেললে ওর থেকে খাদ বের হয়ে যায়, আর সত্যিকারের সোনা থেকে যায়। এটাও হল যোগ অগ্নি। এই সঙ্গমেই বাবা এখানে রাজযোগ শেখান, সেইজন্য ঔঁনার অনেক মহিমা। রাজযোগ যা ভগবান শিখিয়েছিলেন সেটাই সবাই শিখতে চাইছে। বিলেত থেকেও সন্ন্যাসীরা অনেককে নিয়ে আসে। ওরা ভাবে এরা

সন্ন্যাস নিয়েছে। এখন তো তোমরাও সন্ন্যাসী। কিন্তু অনন্তর (বেহদ) সন্ন্যাসকে কেউই জানে না। অনন্তর (বেহদ) সন্ন্যাস তো একমাত্র বাবা-ই শেখান। তোমরা জানো এই পুরানো দুনিয়া শেষ হতে চলেছে। এই দুনিয়ার কোনো জিনিসের প্রতি আমাদের রুচি থাকে না। অমুকে শরীর ছেড়েছে, গিয়ে দ্বিতীয় শরীর নেয় ভূমিকা পালন করার জন্য, আমরা তবে কাঁদব কেন ! মোহের তার ছিন্ন হয়ে যায়। আমাদের এখন নতুন দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক তৈরী হয়েছে। এরকম বাচ্চারাই মস্ত কলঙ্গীধর (ময়ূর মুকুটধারী) হয়। তোমাদের মধ্যে রাজা হওয়ার নেশা রয়েছে। ব্রহ্মা বাবার মধ্যেও তো নেশা রয়েছে না যে আমি সত্যযুগে গিয়ে ময়ুমুকুটধারী (কলঙ্গীধর) হব, ফকির থেকে আমি হব। ভিতরে ভিতরে এই নেশা চড়তে থাকে। সেইজন্যই তো মস্ত কলন্দর (মস্ত ফকির / আধ্যাত্মিক নেশায় যিনি মত্ত) বলে। ব্রহ্মা বাবার তো সাক্ষাৎকারও হয়। যেমন ওনার নেশা চড়ে থাকে, তোমাদেরও তেমন নেশা চড়া চাই। তোমরাও রুদ্র মালাতে গাঁথা পড়বে। যাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায়, তাদের নেশা চড়বে। আমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের এখন ফিরতে হবে নিজ নিকেতনে। আবার নতুন দুনিয়াতে আসব। এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে যারা ব্রহ্মা বাবাকে দেখবে, তারা শিশু কৃষ্ণকে দেখতে পাবে। কত সুন্দর সে। কৃষ্ণ তো এখানে থাকেই না। তাকে দর্শন করবার জন্য মানুষ কত উদ্বেল হতে থাকে। দোলনা বানায়, তাকে দুধ পান করায়। ওটা তো জড় চিত্র, এতো রিয়েল হল না! এনারও এই অটল বিশ্বাস আছে যে আমি বালক হব। তোমরা বাচ্চারাই দিব্য দৃষ্টিতে ছোট বাচ্চা দেখ। এই চোখে তো দেখতে পাবে না। আত্মার যখন দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হয় তখন শরীরের বোধ থাকে না। ঐ সময় নিজেকে মহারানী আর ওনাকে (কৃষ্ণকে) বাচ্চা মনে হবে। এই সাক্ষাৎকারও এই সময়ে অনেকেরই হয়ে থাকে। অনেকের সাদা পোশাক পরিহিতরও সাক্ষাৎকার হয়। তাকে আবার বলে তুমি এদের কাছে যাও, জ্ঞান নাও তবে এরকম প্রিন্স হবে। এ তো যাদু হয়ে গেল, তাই না ! সওগাত খুব ভালো করেন। কড়ি নিয়ে হীরা-মোতি দেন। তোমরা হীরের মতো হও। তোমাদের শিববাবা হীরের মতো তৈরী করেন, সেইজন্য তিনি মহান। মানুষ না বোঝার জন্য যাদু- যাদু বলে দেয়। যে আশ্চর্যবৎ ভাগ্যি (আশ্চর্য ভাবে চলে যায়) হয়ে যায়, সে গিয়ে উল্টো পাল্টা কথা বলতে থাকে। এরকম ভাবে অনেকে বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায়। এরকম বিশ্বাসঘাতক হলে উঁচু পদ পেতে পারে না। তাদের বিষয়েই বলা হয় গুরুর নিন্দক কোথাও স্থান পায় না। এখানে তো সত্যিকারের বাবা আছেন। এটাও তোমরা এখন বোঝো। মানুষ তো বলে দেয় তিনি যুগে-যুগে আসেন। আচ্ছা, যুগ হল চারটি, তাহলে ২৪ অবতার কি ভাবে বলা যায় ? আবার বলে, নুড়ি-পাথর, প্রতিটি কণায়- কণায় পরমাত্মা আছেন, তবে তো সবাই পরমাত্মা হয়ে গেল ! বাবা বলেন আমি কড়ি থেকে হীরা করতে পারি, আমাকে আবার নুড়ি-পাথরে রেখে দিল। সর্বব্যাপী হয়ে গেলে, সব কিছুতে থাকলে তবে তো কোনো ভ্যালু থাকল না। আমার কিরকম অপকার করে। বাবা বলেন এটাও ড্রামাতে স্থির হয়ে আছে। যখন এরকম হয়ে যায় তখন বাবা আবার এসে উপকার করেন অর্থাৎ মানুষকে দেবতা বানান।

ওয়ার্ল্ড এর হিস্ট্রি- জিওগ্রাফি আবার পুনরাবৃত্তি (রিপিট) হয়। সত্যযুগে আবার এই লক্ষ্মী-নারায়ণই আসবে। ওখানে শুধু ভারতই থাকে। শুরুতে খুবই কম দেবতার থাকে আবার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে পেতে পাঁচ হাজার বছরে কতো হয়ে গেল। এখন এই জ্ঞান আর কারোর বুদ্ধিতে নেই। বাকীটা হল ভক্তি। দেবতাদের চিত্র দেখে দেবতাদের মহিমা গায়। এটা বুঝতে পারে না যে এরা চৈতন্য রূপে ছিল, কোথায় গেল তারা ? চিত্রকে পূজা করে কিন্তু তারা গেল কোথায় ? এই দেবতাদেরকেও তমোপ্রধান হয়ে আবার সতোপ্রধান হতে হবে। এটা কারও বুদ্ধিতেই দেয় না। এরকম

তমোপ্রধান বুদ্ধিকে আবার সতোপ্রধান করে তোলা বাবার-ই কাজ। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ অতীত (পাস্ট) হয়ে গেছে, সেই জন্য এদের মহিমা হয়। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ হল একমাত্র ভগবান। বাকী সবাই তো পুনর্জন্ম নিতে থাকে। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ বাবা-ই সবাইকে মুক্তি-জীবনমুক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি না এলে তো আরও-ই কানাকড়ি মূল্যের (ওয়ার্থ নট এ পেনী), তমোপ্রধান হয়ে যেত। যখন এরা রাজ্য করত তখন অতি মূল্যবান (ওয়ার্থ পাউন্ড) ছিল। ওখানে (সত্যযুগে) কোনো পূজা ইত্যাদি করা হত না। পূজ্য দেবী-দেবতারাই পূজারী হয়ে গেছে, বাম মার্গে গিয়ে বিকারী হয়ে গেছে। এটা কারোরই জানা নেই যে এরাই একদিন সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল। তোমাদের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও এই কথা নম্বর ক্রম অনুযায়ী বুঝতে পারে। নিজেই সম্পূর্ণ বুঝতে পারে না তো অপরকে কি বোঝাবে? নাম হল ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, বোঝাতে না পারলে তো ক্ষতি হয়ে যাবে। এই জন্য বলা উচিত আমি বড় বোনকে ডাকছি, তিনি আপনাকে বোঝাবেন। ভারতই হীরের মতো ছিল, এখন কড়ির মতো। ভিথারী (বেগর) ভারতকে মুকুটধারী কে বানাবে ? লক্ষ্মী-নারায়ণ এখন কোথায়, হিসেব দাও ? বলতে পারবে না। তারা হল ভক্তির সাগর, সেই নেশাতেই মত্ত। তোমরা হলে জ্ঞান সাগর। ওরা তো শাস্ত্রকেই জ্ঞান মনে করে। বাবা বলেন শাস্ত্রতে আছে ভক্তির নিয়ম কানুন। তোমাদের মধ্যে যত জ্ঞানের শক্তি বাড়তে থাকবে, তোমরা ততই চুষকে পরিণত হবে। তখন সবাই আকৃষ্ট হবে, এখন হচ্ছে না। তবুও যার যতটা যোগ, যতটা শক্তি, সেই অনুসারেই বাবাকে স্মরণ করে। এমন নয় যে, সব সময়ই বাবাকে স্মরণ করছে। তবে তো এই শরীরও থাকবে না (কর্মাভীত হয়ে যাবে)। এখন তো অনেকেই ঈশ্বরীয় বার্তা দিতে হবে, বার্তা বাহক (পয়গম্বর) হতে হবে। তোমরা বাচ্চারাই পয়গম্বর হয়ে থাকো আর কেউ হয় না। ক্রাইস্ট প্রমুখরা এসে ধর্ম স্থাপন করে, ওদের পয়গম্বর বলা যায় না। সে শুধু খ্রিস্টিয়ান ধর্ম স্থাপন করেছে আর কিছু করেনি। সে কারো শরীরে এসে ধর্ম স্থাপন করে, তারপর তার অনুসরণকারীরা আসে। এখন তো এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। পরবর্তী কালে তোমাদের সবকিছুর সাক্ষাৎকার হবে - আমরা কে কি হব, এই এই বিকর্ম আমরা করেছি। সাক্ষাৎকার হতে দেবী হয় না। কাশী কলবট খেত (কাশীতে একটা বিষধর সাপ ভর্তি কুঁয়োতে সাক্ষাৎকার না হলে ঝাঁপ দিত) একদম দাঁড়ানো অবস্থায় কুয়োতে ঝাঁপ দিত। এখন তো সরকার সেই কুঁয়ো বন্ধ করে দিয়েছে। তারা ভাবত আমরা মুক্তি পাবো। বাবা বলেন মুক্তি তো কেউ পেতে পারে না। অল্প সময়ে যেমন সমস্ত জন্মের শাস্তি পেয়ে যাওয়া যায় আবার নতুন করে হিসাব নিকাশ শুরু হয়। ফিরে কেউই যেতে পারে না। কোথায় গিয়ে থাকবে ? আত্মাদের বৃক্ষের শ্রেণীই নষ্ট হয়ে যাবে। আত্মারা নম্বর অনুযায়ী আসবে আবার যাবে। বাচ্চাদের সাক্ষাৎকার হলে তখন এই কল্প বৃক্ষের চিত্র ইত্যাদি তৈরী করে। ৮৪ জন্মের সমস্ত সৃষ্টি-চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান তোমরা প্রাপ্ত করেছ। আবার তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। কেউ অনেক মার্কস পেয়ে পাশ করে কেউ কম। একশ' মার্কস তো কারোরই হয় না। ১০০ হয়ই বাবার। এ তো কেউ হতে পারে না। অল্প-অল্প পার্থক্য হয়ে যায়। একরকমও হতে পারে না। কতো শত মানুষ, সবার বৈশিষ্ট্য (ফিচার্স) যার-যার নিজের মতো। আত্মারা সবাই হল কতো ছোট বিন্দু। মানুষ কতো বড় বড়, কিন্তু আকৃতি একের সাথে অপরের মেলে না। যত আত্মারা আছে, ততটাই আবার হবে, তবে তো ওখানে (পরমধামে) ঘরে থাকবে। এও ড্রামাতে নিহিত রয়েছে। এতে সামান্যতমও ফারাক হতে পারে না। এক বার যে শুটিং হয়েছিল সেটাই আবার দেখতে পাওয়া যাবে। তোমরা বলবে ৫ হাজার বছর পূর্বেও আমরা এরকম মিলিত হয়েছিলাম। এক সেকেন্ডও কম বেশী হতে পারে না, ড্রামা তো ! যাদের এই রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে তাদের বলা হয় স্বদর্শন চক্রধারী। বাবার থেকেই এই নলেজ পাওয়া

যায়। মানুষ, মানুষকে এই জ্ঞান দিতে পারে না। ভক্তি শেখায় মানুষ, জ্ঞান শেখায় একমাত্র বাবা। জ্ঞানের সাগর তো হলো একমাত্র বাবা। জ্ঞান সাগরের থেকে, জ্ঞান নদীর মাধ্যমে মুক্তি, জীবন-মুক্তি পাওয়া যায়। সে সব তো হল জলের নদী। জল তো সর্বত্র আছেই। জ্ঞান পাওয়াই যায় সঙ্গমে। জলের নদী সমূহ তো ভারতে বইতেই থাকে, বাকী তো এতো সব শহর শেষ হয়ে যাবে। কোনো খন্ডও পড়ে থাকবে না। বৃষ্টি তো পড়তে থাকবে। জল, সাগরের জলে গিয়ে পড়বে। কেবল এই ভারতই থাকবে।

এখন তোমাদের সব জ্ঞান (নলেজ) প্রাপ্ত হয়েছে। এ হল জ্ঞান, বাকী সব ভক্তি। হীরের মতো এক শিববাবাই আছেন, যার জন্ম জয়ন্তী পালিত হয়। লোকেদের জিজ্ঞাসা করতে হবে শিববাবা কি করেছেন? উনি তো এসে পতিতকে পাবন করেন, আদি-মধ্য- অন্তের জ্ঞান শোনান। তখন গাওয়া হয় জ্ঞান সূর্য প্রকাশিত হল...। জ্ঞানের দ্বারা দিন, ভক্তির দ্বারা রাত হয়। এখন তোমরা জানো আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি। এখন বাবাকে স্মরণ করলে পবিত্র হব। আবার শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হবে। তোমরা সবাই নম্বর ক্রম অনুযায়ী পবিত্র হও। কত সহজ কথা। মুখ্য কথা হল স্মরণের। অনেকেই আছে যাদের নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার স্মরণও আসে না। তবুও ব্রহ্মা বৎস হয়েছে, তাই স্বর্গে অবশ্যই যাবে। এই সময়ের পুরুষার্থ অনুসারেই রাজ্য স্থাপন হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাম্বাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) সর্বদা এই নেশাতে থাকতে হবে যে আমরা হলাম মাষ্টার জ্ঞান সাগর, নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের শক্তি ভরে চুম্বক হতে হবে, ঈশ্বরীয় বার্তা বাহক হতে হবে।

২) এমন কোনো কাজ করবে না, যাতে সদ্ধরু বাবার নাম বদনাম হয়। যা কিছুই ঘটুক না কেন, কখনো কাঁদবে না।

বরদান :- জ্ঞানের সাথে গুণের উদয় ঘটিয়ে (ইমর্জ করে) সর্ব গুণ সম্পন্ন হয়ে গুণের প্রতিমূর্তি ভব

শ্লোগান :- মনসা দ্বারা যোগদান, বাণীর দ্বারা জ্ঞান দান আর কর্মের দ্বারা গুণের দান করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বিদেহী হয়ে বাবাকে স্মরণ কর, স্বধর্মে স্থিত হতে পারলেই শক্তি পাবে, খুশি আর স্বাস্থ্যবান থাকবে, ব্যাটারি (আত্মার) সম্পূর্ণ চার্জ হতেই থাকবে"

প্রশ্ন :-- ড্রামাতে কোন্ বিষয়টিকে নির্ধারিত কারণ জেনে তোমরা বাচ্চারা সদা অটল থাকতে পার ?

উত্তর :-- তোমরা জান বোমা ইত্যাদি যা কিছু তৈরি হয়েছে, এসব অবশ্যই ব্যবহার হবে । বিনাশ হবে তবেই তো আমাদের নতুন দুনিয়া আসবে । এটাই অনাদি কাল ধরে ড্রামায় নির্ধারিত, মরতে হবে সবাইকেই । তোমরা খুশিতে আছ যে, আমরা এই পুরানো শরীর ছেড়ে রাজধানীতে জন্ম নেব । তোমরা ড্রামাকে সাফী হয়ে দেখছ। এতে অস্থিরতার কোনও প্রশ্নই নেই , কান্নাকাটির ও প্রয়োজন নেই ।

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন এই যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল তাকে হিন্দু ধর্মে কেন নিয়ে এসেছ ? কারণ খুঁজে বের করা উচিত । সর্বপ্রথম আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই ছিল । তারপর যখন বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তখন আর নিজেদের দেবতা বলে উঠতে পারেনি । তখন নিজেকে আদি সনাতন দেবী-দেবতা বলার পরিবর্তে আদি সনাতন হিন্দু বলে দিয়েছে । শুধু দেবতা শব্দটি বদল করে হিন্দুস্তান রেখেছে । ঐ সময় ইসলামরা এসেছিল আর ঐ বাইরে থেকে আগতরা এসে হিন্দু ধর্ম নাম রেখেছিল । প্রথমে হিন্দুস্তান নামও ছিল না । সুতরাং আদি সনাতন হিন্দু দেবতা ধর্মাবলম্বীই বোঝা উচিত । ওরা প্রকৃতপক্ষেই ধর্মাত্মা । সবাই সনাতনী নয়, যারা পরে এসেছে তাদের আদি সনাতনী বলা হবে না । হিন্দুদের মধ্যেও পরে আসবে । আদি সনাতন হিন্দুদের বলা উচিত যে তোমাদের আদি সনাতন দেবতা ধর্ম ছিল । তোমরাই আদি সতোপ্রধান সনাতন ছিলে তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে তমোপ্রধান হয়ে গেছ । এখন আবার স্মরণের যাত্রা দ্বারা সতোপ্রধান হয়ে ওঠ । ওদের এই ওষুধ ভালো লাগবে বাবা সার্জেন না ! যাদের এই ওষুধ ভালো লাগবে তাদেরই দেওয়া উচিত । যারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিল তাদেরই স্মরণ করানো উচিত । যেমন তোমরা বাচ্চাদের স্মৃতিতে এসেছে । বাবা বুঝিয়েছেন- কিভাবে তোমরা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছ । এখন আবার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । তোমরা বাচ্চারা স্মরণের যাত্রা দ্বারা সতোপ্রধান হয়ে উঠছ । যারা আদি সনাতন হিন্দু হবে তারাই প্রকৃতপক্ষে দেবী-দেবতা হবে, আর ওরাই আবার দেবতাদের পূজা করবে । ওদের মধ্যে যারা শিব বা লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ, সীতা-রাম ইত্যাদি দেবতাদের ভক্ত, তারা হল দেবতা গোত্রীয় (ঘরানার) । এখন স্মৃতিতে এসেছে -- যারা সূর্যবংশী তারাই আবার চন্দ্রবংশী হয়, সুতরাং এমন সব ভক্তদের খুঁজে বের করা উচিত । ফর্ম তাকে দিয়েই পূরণ করাবে যে বুঝতে এসেছে । প্রধান সেন্টার গুলোতে অবশ্যই পূরণ করার জন্য ফর্ম রাখা উচিত । যে আসবে তাকে প্রথম থেকেই অধ্যয়ন করাতে হবে । সর্বপ্রথম কথাই হল যে বাবাকে জানে না তাকে বোঝাতে হয় । তুমি নিজের বড় বাবাকে (শিব) জান না । তুমি আসলেই পারলৌকিক বাবার সন্তান । এখানে এসে লৌকিকের হয়েছ । তোমরা নিজের পারলৌকিক বাবাকে ভুলে যাও। বেহদের বাবাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা । ওখানে অনেক ধর্ম হয় না । সুতরাং যে ফর্ম পূরণ করাবে তার উপরই সবটা নির্ভর করছে । যদিও কিছু বাচ্চা আছে যারা খুব ভালো বোঝাতে পারে কিন্তু যোগ করে না । অশরীরী

হয়ে বাবাকে স্মরণ করা সেটা নেই । স্মরণে স্থিত হতে পারে না । যদিও জানে আমি খুব ভালো বোঝাতে পারি, মিউজিয়াম ইত্যাদিও খোলে কিন্তু স্মরণ খুব কম । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করা এতেই পরিশ্রম । বাবা সতর্ক করে দিচ্ছেন । এমনটা ভেবো না যে, আমি খুব ভালো কনভিন্স করতে পারি । কিন্তু এতে লাভ কি হবে? ঠিক আছে , স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে গেছ কিন্তু এতে তো বিদেহী হতে হবে । কর্ম করতে-করতে নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে । আত্মা এই শরীর দ্বারা কর্তব্য করছে -- এটাও স্মরণে আসে না, খেয়ালেও আসে না যাদের তাদের বলে বুদ্ধ । বাবাকে স্মরণ করতে পারে না! সার্ভিস করার শক্তি নেই । বিনা স্মরণে শক্তি কোথা থেকে আসবে? ব্যাটারি কিভাবে ভর্তি হবে? চলতে-চলতে দাঁড়িয়ে পড়বে, শক্তি থাকবে না ।

বলা হয়ে থাকে ধর্মই শক্তি । আত্মা স্বধর্মে স্থিত হবে, তবেই তো শক্তি পাবে । অনেকেই আছে যাদের বাবাকে স্মরণ করা আসে না । তাদের মুখ দেখেই বোঝা যায় । সবকিছু স্মরণে আসবে, কিন্তু বাবাকে স্মরণ করতে অসমর্থ হবে । যোগ দ্বারাই বল প্রাপ্ত হবে । স্মরণে অনেক খুশি আর স্বাস্থ্যবান থাকবে । তারপর পরবর্তী জন্মেও এমন তেজস্বী শরীর লাভ করবে । আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র পাবে । বলা হয় এতে ২৪ ক্যারেট সোনা আছে, সুতরাং ২৪ ক্যারেটের গয়না । এই সময় সবাই ৯ ক্যারেট হয়ে গেছে । সতাপ্রধানকে ২৪ ক্যারেট বলা হয়, সতাকে ২২ ক্যারেট, এটাই বড় বোঝার ব্যপার । বাবা বুঝিয়েছেন সর্বপ্রথম ফর্ম পূরণ করলেই বোঝা যাবে কতটা রেসপন্স করছে ? কতটুকু ধারণ করেছে? তারপরও কি এসে স্মরণের যাত্রায় স্থিত হচ্ছে ? স্মরণের যাত্রা দ্বারাই তমোপ্রধান থেকে সতাপ্রধান হতে হবে । ওটা (লৌকিক) হল ভক্তির শারীরিক যাত্রা আর এটা হল আত্মিক (রূহানী) যাত্রা। আত্মা (রূহ) যাত্রা করে । ভক্তিতে আত্মা আর শরীর দুই-ই যাত্রা করে ।

পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করলেই আত্মা তেজোদীপ্ত হয়ে ওঠে । কাউকে প্রভাবিত করতে হলে বাবাকে কখনও বা কারও মধ্যে প্রবেশও করতে হয় । মা-বাবা দু'জনেই সাহায্য করেন - কখনও নলেজ দ্বারা কখনও বা যোগ দ্বারা । বাবা তো সদা বিদেহী (শরীর হীন)। শরীরের কোনো অনুভূতি নেই । সুতরাং বাবা দুই শক্তি দ্বারাই (জ্ঞান আর যোগ) সাহায্য করে থাকেন । যোগ না হলে শক্তি কোথা থেকে পাবে ? কাউকে দেখেই বোঝা যায় এ জ্ঞানী না যোগী । যোগের জন্য বাবা প্রতিদিন নতুন নতুন পয়েন্টস বুঝিয়ে বলেন । আগে তো বাবা এ'সব বোঝাতেন না । কেবল বলতেন - নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ কর । বাবা তোমাদের এখন এত শক্তিশালী করে তুলেছেন যে, ভাই বোনের সম্পর্কও মুছে ফেলে শুধুমাত্র ভাই-ভাই দৃষ্টি যেন থাকে। আমরা আত্মা ভাই-ভাই । এ অনেক উচ্চ দৃষ্টি । শেষ পর্যন্ত এই পুরুষার্থ করে যেতে হবে । যখন সতাপ্রধান হয়ে যাবে তখন এই শরীর ত্যাগ করবে, সুতরাং যতটা সম্ভব এই পুরুষার্থ বৃদ্ধি করতে হবে । বৃদ্ধদের জন্য অনেক সহজ। এখন আমাদের অবশ্যই ফিরে যেতে হবে । ইয়ংদের এই (তরুণ, তরুণী) ধরনের ভাবনা কখনও আসবে না । বৃদ্ধরা বাণপ্রস্থ অবস্থায় থাকে । বোঝা যায় ফিরে যেতে হবে । এইসব জ্ঞানের কথা বুঝতে হবে । কল্প-বৃক্ষ (ঝাড়) বৃদ্ধি হতেই থাকবে । বৃদ্ধি হতে হতে সম্পূর্ণ কল্প বৃক্ষ তৈরি হয়ে যাবে। কাঁটাকে বদলে নতুন ছোট ফুলের ঝাড় তৈরি করতে হবে । নতুন তৈরি হয়ে আবার পুরানো হয়ে যাবে । প্রথমে ঝাড় ছোট হবে তারপর বৃদ্ধি হবে । বৃদ্ধি হতে হতে শেষে গিয়ে কাঁটায় পরিণত হয় । প্রথমে হয় ফুল আর তার নামই হলো স্বর্গ । তারপর তার গন্ধ আর ঐ শক্তি থাকে না । কাঁটায় কোনও গন্ধ হয়না । সাধারণ ফুলও গন্ধ থাকে না । বাবা হলেন বাগানের মালী আবার কান্ডারীও । সবার নৌকা পাড়ে নিয়ে আসেন

। নৌকা পার কিভাবে করেন, কোথায় নিয়ে যান -- এটাও যারা বুদ্ধিমান বাচ্চা তারাই বুঝবে । যে বোঝে না সে পুরুষার্থও করে না । নম্বর অনুযায়ী আছে না! কোনও কোনও এরোপ্লেন তো শব্দের থেকেও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায় । আল্লা কিভাবে উড়ে যায় - এটা কারো জানা নেই । আল্লা তো রকেটের থেকেও তীব্র গতিতে উড়ে যায় । আল্লার মত দ্রুত গতি আর কোনো জিনিসের হয় না । রকেট ইত্যাদির মধ্যে এমন কিছু জ্বালানি ঢালা হয় যা শীঘ্রই উড়িয়ে নিয়ে যায় । বিনাশের জন্য কত বারুদ ইত্যাদি তৈরি করে । স্টীমার, এরোপ্লেনে করেও বোম্ব নিয়ে যায় । এখন তো সমস্ত কিছুই আগে থেকেই রেডি করে রাখে । সংবাদপত্রেও লেখে । এমনটা বলতে পারে না যে বোমা কাজে লাগাব না । হতে পারে বোমা নিষ্ফল হবে এমনটাই বলতে থাকে । এই সবই প্রস্তুত হয়ে চলেছে । বিনাশ তো নিশ্চয়ই হবে । বোমা নিষ্ফল হবে না, বিনাশ হবে না -- এমন হতেই পারে না । তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া অবশ্যই প্রয়োজন । এটাই ড্রামায় নির্ধারিত । সেইজন্য তোমাদের অতীব খুশি হওয়া উচিত । কথায় আছে, কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ (মিরুয়া মৌত মলুকা শিকার = শিকার মরলে শিকারীর খুশী) •••ড্রামানুসারে সবাইকেই মৃত্যু বরণ করতে হবে । বাচ্চারা, তোমাদের ড্রামার জ্ঞান থাকার কারণে তোমরা অস্থির হওনা, সাক্ষী হয়ে দেখ । কাল্লাকাটির প্রয়োজন নেই সময়ানুসারে শরীর তো ত্যাগ করতেই হবে । তোমাদের আল্লা জানে যে আমরা পরবর্তী জন্মে রাজপরিবারে জন্ম গ্রহণ করব । আমি রাজকুমার হব । আল্লা জানে তবেই তো এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে । সাপের মধ্যেও আল্লা আছে না ! ওরাও বলতে পারে আমরা এক খোলস ছেড়ে অন্য খোলস ধারণ করি । কখনও তো শরীর ত্যাগ করবে, তারপর আবার বাচ্চা হবে । বাচ্চা তো জন্ম নেয়, তাইনা! পুনর্জন্ম তো সবাইকেই নিতে হবে । এসবই বিচার সাগর মন্ডন করতে হবে ।

সর্বপ্রথম মুখ্য বিষয় হল বাবাকে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে । যেমন ছোট বাচ্চা মা-বাবার সাথে একদম জড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনি অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে বুদ্ধি যোগ দ্বারা বাবার সাথে জুড়ে থাকতে হবে । নিজেকে দেখতে হবে আমি কতটুকু ধারণ করতে সক্ষম হয়েছি । (নারদের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী) । ভক্ত যতক্ষণ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম না হবে ততক্ষণ দেবতা হতে পারবে না । এ শুধুই লক্ষ্মীকে বরণ করার কথা নয় । এটা তো বোঝার ব্যাপার । তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ যখন আমরা সতোপ্রধান ছিলাম তখন বিশ্বে রাজত্ব করতাম । এখন আবার সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এই পরিশ্রম তোমরা কল্প-কল্প ধরে প্রকৃত যোগ আর শক্তি দ্বারা করেই আসছ । প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে আমি কাউকে বোঝাতে কতটা সক্ষম হয়েছি ? দেহ-অভিমান থেকে কতটা মুক্ত হতে পেরেছি ? আমি আল্লা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি । আমি আল্লা এর দ্বারা (কর্মেন্দ্রিয়)কর্ম করি, এসব আমার অরগ্যানস । আমরা সবাই পার্টধারী । এই ড্রামায় এটাই বেহদের বড় নাটক । এখানে নম্বর অনুসারে সবাই তাদের ভূমিকা পালন (পার্ট প্লে) করছে । আমরা বুঝতে পারি-এখানে মুখ্য চরিত্রে কারা আছেন । প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় গ্রেডে কে কে আছে । তোমরা বাচ্চারা বাবার দ্বারা ড্রামার আদি-মধ্য অন্তকে জেনে গেছ । রচয়িতা দ্বারাই রচনার নলেজ পাওয়া যায় । রচয়িতা এসেই নিজের আর রচনার রহস্য বুঝিয়ে বলেন । ইনি (ব্রহ্মা শরীর) ওঁর রথ, যার মধ্যে প্রবেশ করেন । তোমরা বলতে পার , তবে তো দুজন আল্লা । এটাও সহজ কথা । যখন পিন্ড দান করা হয় তখন আল্লা তো আসে না ! পূর্বে তারা আসত আর তাদের জিঙাসাবাদ করা হত । এখন তো তমোপ্রধান হয়ে

গেছে । কেউ-কেউ এখনও বলে আমি পূর্ববর্তী জন্মে অমুক ছিলাম । ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে না । অতীতের কথা বলে থাকে । অনেকে এসব বিশ্বাস করে না ।

বাবা বলেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তোমাদের শাস্ত হতে হবে । তোমরা যত জ্ঞান-যোগ দ্বারা শক্তিশালী হবে ততই সলিড (খাঁটি) হতে পারবে । এখনও অনেক বাচ্চা সহজ-সরল । ভারতবাসী দেবী-দেবতারা কত সলিড ছিল । ধন সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল । এখন তো সব রিক্ত । ওরা ছিল সলভেন্ট, যেখানে তোমরা হয়ে উঠছ ইনসলভেন্ট । তোমরা নিজেরাই জান ভারত কি ছিল আর এখন কি হয়েছে । অনাহারে মরতে হবে । শস্য-আনাজ, জল কিছুই পাওয়া যাবে না । কোথাও বন্যা হবে, আবার কোথাও একফোঁটা জলও থাকবে না । এই সময় চতুর্দিকে দুঃখের ঘনঘটা ছড়িয়ে আছে, সত্য যুগে থাকে সুখের ঘনঘটা । এই খেলাকে তোমরা বাচ্চারাই বুঝেছ আর তো কেউ জানেই না । ব্যাজ ব্যবহার করেও ভালো ব্যাখ্যা করা যেতে পারে উনি হদের লৌকিক পিতা আর ইনি (শিব বাবা) বেহদের পারলৌকিক পিতা । এই পিতা একবারই সঙ্গমে এসে বেহদের অবিনাশী উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন । নতুন দুনিয়া সৃষ্টি হয় । এখন হল আয়রন এজ (লৌহযুগ) এরপর গোল্ডেন এজ (স্বর্ণ যুগ) অবশ্যই হবে । তোমরা এখন সঙ্গমে আছ । অন্তর স্বচ্ছ হলে ইচ্ছেও পূর্ণ হবে। রোজ নিজেকে জিজ্ঞাসা কর -- কোনও খারাপ কর্ম করিনি তো ? কারও প্রতি অন্তরে বিকার ভাবনা আসেনি তো ? অন্তরের আনন্দে আছি ? না নানা গল্প করে সময় নষ্ট করেছি ? বাবার আদেশ হল--- মামেকম্ স্মরণ কর । যদি স্মরণ না কর তবে আদেশ অমান্যকারী হয়ে যাবে । আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঔনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান-যোগের খুশিতে থাকতে হবে । অন্তর স্বচ্ছ রাখতে হবে । ব্যর্থ চিন্তা করে নিজের সময় নষ্ট কোরো না ।

২) আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই, এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে - এই অভ্যাস দৃঢ় করতে হবে । বিদেহী হয়ে স্বধর্মে স্থিত হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে ।

বরদান:- অকল্যাণের সংকল্পকে সমাপ্ত করে অপকারীর প্রতি উপকার করতে সমর্থ জ্ঞানী আত্মা ভব

কেউ যদি রোজ তোমার গ্লানি করে, অকল্যাণ করে, গালমন্দ করে - তবুও তার প্রতি যেন মনে ঘৃণা না জন্মায় । অপকারীর প্রতি উপকার - এটাই হল জ্ঞানী আত্মার কর্তব্য । যেমন তোমরা বাচ্চারা বাবাকে ৬৩ জন্ম ধরে গালিগালাজ করেছ তারপরও বাবা তোমাদের কল্যাণকারী দৃষ্টিতে দেখেছেন । তাই এমন বাবাকে অনুসরণ কর । জ্ঞানী আত্মার অর্থই হল সবার প্রতি কল্যাণের ভাবনা রাখা। অকল্যাণের ভাবনা যেন সংকল্পেও না আসে।

স্লোগান:- মনমনাভব-র স্থিতিতে স্থিত থাকলে অন্যদের মনের ভাবকে জানতে পারবে ।

পদ্মাপদম (লক্ষ কোটি গুণ) ভাগ্যবানের নিদর্শন

আজ ভাগ্য বিধাতা বাবা, সকল ভাগ্যবান বাচ্চাদের দেখছেন । প্রতিটি ব্রাহ্মণ আত্মা হল ভাগ্যবান আত্মা । ব্রাহ্মণ হওয়া, অর্থাৎ ভাগ্যবান হওয়া । ভগবানের হওয়া, অর্থাৎ ভাগ্যবান হওয়া । ভাগ্যবান তো সবাই, কিন্তু বাবার হয়ে যাওয়ার পরে বাবার দ্বারা যে নানান খাজানার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, সেই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অধিকারকে প্রাপ্ত করে অধিকারী জীবনে নিয়োজিত করা বা প্রাপ্ত অধিকারকে সর্বদা সহজ বিধি দ্বারা অধিকতর বৃদ্ধি করানো, তাতেই নস্বর ক্রমে এসে যায়। কেউ ভাগ্যবান হয়ে থেকে যায়, কেউ সৌভাগ্যবান হয়ে যায়। কেউ হাজার, কেউ লক্ষ, কেউ লক্ষ কোটি গুণ ভাগ্যবান হয়ে যায় । কেননা, খাজানাকে বিধি (নিয়ম অনুসারে) সম্মত ভাবে কাজে লাগানো অর্থাৎ বৃদ্ধি পাওয়া। তা সে নিজেকে সম্পন্ন বানানোর কার্যে লাগাও অথবা নিজের সম্পন্নতার দ্বারা অন্য আত্মাদের প্রতি সেবার কাজে লাগাও। বিনাশী ধন খরচ করলে তা হ্রাস পায় । অবিনাশী ধন খরচ করলে লক্ষ কোটি গুণ (পদ্মগুণ) বৃদ্ধি পায়। সেইজন্যই প্রবাদ আছে - "খাও দাও আর খরচ করো" । যত বেশি খাবে আর খরচ করবে, সম্রাটেরও সম্রাট বাবা তত বেশি সমৃদ্ধশালী বানাবে। সেইজন্য যে প্রাপ্ত হওয়া খাজানার ভাগ্যকে সেবার্থে নিয়োজিত করে, সে-ই সামনে এগিয়ে যায়। লক্ষ কোটি গুণ ভাগ্যবান অর্থাৎ প্রতিটি কদমে পদম (লক্ষ কোটি গুণ) উপার্জন জমা করে এবং প্রতিটি সংকল্পে বা বচনে, কর্মে, সম্পর্কে পদমের পদম গুণ সেবধারী হয়ে সেবাতে নিয়োজিত করে থাকে । পদ্মাপদম ভাগ্যবান সদা উদারহৃদয়, অবিনাশী, অখন্ড মহাদানী, সকলের প্রতি সকল খাজানা প্রদানকারী দাতা হবে। সময় বা প্রোগ্রাম অনুসারে অথবা সুযোগ সুবিধা জন্য সেবধারী নয়, সে হবে অখন্ড সেবধারী। বাচা সেবা যদি না করতে পারে, তবে মনসা বা কর্মণা দ্বারা করবে। সম্বন্ধ - সম্পর্কের দ্বারা কোনো না কোনো বিধি দ্বারা অগাধ অখন্ড খাজানার সেবধারী । সেবার ভিন্ন ভিন্ন রূপ থাকতে পারে কিন্তু সেবার তরঙ্গ তো সদা চলতেই থাকবে। যেমন নিরন্তর যোগী তেমনই নিরন্তর সেবধারী । নিরন্তর সেবধারী সেবার শ্রেষ্ঠ ফল নিরন্তর নিজে খেতে এবং খাওয়াতে থাকে অর্থাৎ নিজেই সদাকালের ফল খেতে খেতে প্রত্যক্ষ স্বরূপ হয়ে যায় ।

পদ্মাপদম ভাগ্যবান আত্মা সদা পদ্ম আসন নিবাসী অর্থাৎ কমলপুষ্প স্থিতির আসন নিবাসী। সীমিত বস্তুর আকর্ষণ এবং জাগতিক ফলকে স্বীকার করার প্রতি নির্লিপ্ত এবং বাবা তথা ব্রাহ্মণ পরিবারের সাথে সাথে বিশ্বের কাছেও প্রিয়। এমন শ্রেষ্ঠ সেবধারী আত্মাকে সকল আত্মারা সদা আন্তরিক স্নেহের খুশীর পুষ্প অর্পণ করে । স্বয়ং বাপদাদাও এমন নিরন্তর সেবধারী পদ্মাপদম ভাগ্যবান আত্মার প্রতি স্নেহের পুষ্প অর্পণ করে । পদ্মাপদম ভাগ্যবান সদা নিজের ঝলমলে উজ্জ্বল ভাগ্যের নক্ষত্র দ্বারা অন্য আত্মাদেরকেও ভাগ্যবান বানানোর আলো প্রদান করে। বাপদাদা এমন ভাগ্যবান বাচ্চাদেরকে দেখছিলেন। তা তারা দূরেই থাকুন বা সামনে, তারা কিন্তু সদাই বাবার হৃদয়ে সমায়িত হয়ে আছে। সেইজন্যই - যে বাবার সমান, সে-ই বাবার সমীপে থাকে। এখন নিজেকে নিজে প্রশ্ন করো - আমি কীরূপ ভাগ্যবান। নিজেকে নিজেই ভালো জানবে, তাই না ! অন্য কেউ বললে সেটা তুমি মানো বা না মানো, কিন্তু সবাই নিজেকে জানে যে আমি কী ? বুঝেছ ! তাও বাপদাদা বলেন যে, ভাগ্যহীন থেকে ভাগ্যবান তো অন্তত হয়েছ ! নানান প্রকারের দুঃখ কষ্ট থেকে তো বেঁচে যাবে ! স্বর্গের মালিক তো হতে পারবে ! এক হল স্বর্গে আসা, আর দ্বিতীয় হল রাজ্য অধিকারী হওয়া। আসবে

তো সবাই, কিন্তু কবে এবং কোথায় (সত্যযুগে নাকি ত্রেতাতে), নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো। বাপদাদার রেজিস্টারে স্বর্গে আসার লিস্টে নাম এসে গেছে। জাগতিক দুনিয়ার থেকে তো অন্তত অনেক ভালো। কিন্তু ভালোর থেকেও ভালো – সেটা তো বলা গেল না। তাহলে কী করবে ? কোন্ জোন নম্বর ওয়ান হবে ? প্রত্যেক জোনের ভিন্ন ভিন্ন বিশেষত্ব।

মহারাষ্ট্রের বিশেষত্ব কী ? জানো সেটা ? মহান তো অবশ্যই, কিন্তু বিশেষ কোন্ বিশেষত্বে খ্যাত ? মহারাষ্ট্রে গনেশের পূজা বেশি হয়ে থাকে। গনেশকে কী বলা হয় ? বিঘ্ন বিনাশক, যে কোনো কাজ আরম্ভ করবার সময় প্রথমে গনেশায় নমঃ বলে থাকে। তাহলে মহারাষ্ট্রের ভাই বোনেরা কী করবে ? সকল মহান কার্যে শ্রীগনেশ করবে, তাই না ! মহারাষ্ট্র অর্থাৎ সদা বিঘ্ন বিনাশক রাষ্ট্র। তো সদা বিঘ্ন বিনাশক হয়ে নিজের প্রতি এবং অন্যদের প্রতিও এই মহানতাই দেখাবে। মহারাষ্ট্রে কোনো বিঘ্ন যেন না ঘটে। সবাই যেন বিঘ্ন বিনাশক হয়ে যায় । বিঘ্ন আসবে, দূর থেকেই নমস্কার করবে তোমাদেরকে। তো এমন বিঘ্ন বিনাশক গ্রুপ এনেছ, তাই না ? মহারাষ্ট্রকে সদা নিজের এই মহানতাকে বিশ্বের সামনে দেখাতে হবে। বিঘ্নকে ভয় পাও না তো ? তোমরা হলে বিঘ্ন বিনাশক, যারা চ্যালেঞ্জ করে থাকে। এমনিতেও মহারাষ্ট্র সাহসিকতার পরিচয় তো দেয়ই। আচ্ছা !

ইউ. পি.-র ভাই বোনেরা কী কী বিস্ময় দেখাবে ? ইউ. পি.-র বিশেষত্ব কী ? সেখানে তীর্থস্থান অনেক আছে, নদীও অনেক, জগৎগুরুও ওখানেই। ভারতবর্ষের চার দিকে চারজন জগৎগুরু (শঙ্করাচার্য) আছেন না ! মহামন্ডলেস্বর ইউ. পি.-তে বেশি আছেন। হরি-র দ্বার বিশেষ ভাবে বিখ্যাত স্থান ইউ. পি.-তে। তো হরি-র দ্বার অর্থাৎ হরি-র কাছে যাওয়ার পথ প্রদর্শনকারী সেবাধারী ইউ. পি.-তেই তো বেশী হওয়া উচিত। যেমন তীর্থ স্থানের কারণে ইউ. পি.-তে পান্ডার সংখ্যা অনেক বেশি। তারা তো খায়-দায় (অর্থ রোজগারের জন্য), কিন্তু তোমরা হলে সত্যিকারের পথ প্রদর্শনকারী আধ্যাত্মিক পান্ডা। যারা মিলন উদযাপন করে, যারা আত্মাদেরকে বাবার সমীপে নিয়ে আসে । এমন পান্ডব তথা গাইড (পান্ডা) কী ইউ. পি.-তে আছে ? ইউ. পি.-র সামনে এমন বিশেষ পান্ডব তথা গাইড (পান্ডা) রূপে প্রকাশিত হতে হবে এখন । বুঝেছ !

মহিশূর-এর বিশেষত্ব কী ? সেখানে চন্দনও আছে আর বৃন্দাবন গার্ডেনও আছে। তো কর্ণাটকের ভাই বোনেরা বিশেষ ভাবে সদা রুহানী গোলাপ, সদা সুরভিত চন্দন হয়ে সমগ্র বিশ্বে চন্দনের সৌরভ বলো বা রুহানী গোলাপের সৌরভ বলো, বিশ্বকে গার্ডেন বানাতে হবে এবং বিশ্বে চন্দনের সৌরভ ছড়িয়ে দিতে হবে। চন্দনের টিকা দিয়ে সুরভিত এবং শীতল বানাতে হবে। চন্দন শীতলও তো হয়, তাই না ! তো সবথেকে বেশি রুহানী গোলাপ কর্ণাটক থেকে বেরোবে, তাই তো ? এটা প্রত্যক্ষ রূপে আনতে হবে।

এখন সবাইকে নিজ নিজ বিশেষত্বকে প্রত্যক্ষ রূপে দেখাতে হবে। সবাইকে এবার সম্পূর্ণ প্রস্তুতিতে রুহানী গোলাপ নিয়ে আসতে হবে। এনেছেও কেউ কেউ, কিন্তু পুষ্প স্তবক আনেনি। আচ্ছা !

বিদেশের মহিমা তো অনেক শুনিয়েছি। বিদেশের বিশেষত্ব হল – অত্যন্ত নির্লিপ্তও হতে পারে আবার অত্যাঙ্গতও হয়ে যেতে পারে। বাপদাদা বিদেশী বাচ্চাদের নির্লিপ্ত এবং বাবার সাথে ঘনিষ্ঠ রূপে দেখে প্রফুল্লিত হন। সেই জীবন তো অতীত হয়ে গেছে। সেই জীবনে যতটাই ফেঁসে ছিল, ততটাই এখন নির্লিপ্তও হয়ে গেছে। সেইজন্য বিদেশীদের নির্লিপ্ত রূপ এবং বাবার সাথে ঘনিষ্ঠ রূপ বাপদাদারও খুব

ভালো লাগে। সেইজন্য বাপদাদাও বিশেষ স্মরণের স্নেহ সুমন দিচ্ছেন । নিজের বিশেষত্বে তোমরা সমায়িত হয়ে গেছ ! এমন নির্লিপ্ত এবং বাবার ঘনিষ্ঠ তোমরা, তাই না ? অ্যাটাচমেন্ট নেই তোমাদের, তাই না ? তাও, ওরা বিদেশী অতিথি রূপে ঘরে এসেছে, তো অতিথিদেরকে সব সময় সামনে রাখা হয়। সেইজন্য ভারতীয়রা বিদেশীদের দেখে খুবই আনন্দিত হয়। কেউ কেউ এমন গেস্টও (অতিথি) হয়, যে নিজেই অতিথি সেবক (হোস্ট) হয়ে যায় । বিদেশীদের প্রায়শই এমন করতে দেখা যায়। অতিথি হয়ে এসে নিজেই অতিথি সেবায় লেগে পড়ে। তবুও তো অনেক প্রচীর ভেঙে তারা বাবার কাছে, তোমাদের কাছে এসেছে । তাহলে তোমরা তো "আগে আপনি" - একথা বলবেই, তাই না ? এমনিতে তো ভারতবর্ষের বিশেষত্ব নিজস্ব এবং বিদেশীদের বিশেষত্ব নিজস্ব। আচ্ছা !

সকল পদ্ম আসনধারী লক্ষকোটি গুণ(পদমাপদম) ভাগ্যবান, সদা প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি সংকল্পে নিরন্তর এমন ৮৪ ঘন্টা নামের দেবী প্রসিদ্ধা। তাই এখন তোমরা ১৯৮৪ তে ঘন্টা বাজাবে, নাকি আরো সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করবে ? সবশেষে যখন আরতী করে, তখন তো জোরে জোরে ঘন্টা বাজিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করে। আরতী হওয়ার মানে হল শেষ হওয়া। তাহলে, এখন কী করবে ?

সকল পদ্ম আসনধারী, লক্ষকোটি গুণ ভাগ্যবান, সদা প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি সংকল্পে নিরন্তর সেবাধারী, সদা উদারহৃদয়ের হয়ে সকল খাজানাকে বিতরণকারী, মাস্টার দাতা, সদা নিজের সম্পন্নতার দ্বারা অন্যদেরকেও সম্পন্ন বানিয়ে, শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অধিকারী, সদা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ প্রদর্শনকারী সুসন্তানকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন এবং নমস্কার।

পাঞ্জাব নিবাসীদের প্রতি - বাবা বসে আছেন, তাই তোমাদের কোনো কিছু চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই। যেটা হবে সেটা কল্যাণের জন্যই হবে। তোমরা হলে সকলের জন্য। না তোমরা শিখ, না হিন্দু, তোমরা সবাই হলে বাবার, তাই সবারও । পাকিস্তানেও তো এটাই বলতে তাই না - বাবা আমরা তো আল্লাহ-র বান্দা। তোমাদের তো কোনো কিছুর সাথেই কানেকশন নেই, সেইজন্য তোমরা হলে ঈশ্বরের, আর কারো নও। যেটাই হোক না কেন তোমরা ভীত নও। যত আগুনই লাগুক, বিড়ালের ছানা তো সুরক্ষিত থাকবেই। তবে, যারা যোগযুক্ত থাকবে, তারাই সেফ থাকবে । এমন নয় যে, বলবে আমি তো বাবার-ই, কিন্তু স্মরণ করবে দ্বিতীয় কাউকে। তবে তো সহায়তা পাওয়া যাবে না। ভয় পেও না, ঘাবড়িও না, এগিয়ে যাও। স্মরণের যাত্রায়, ধারণাতে, পঠনপাঠনে - সব বিষয়ে এগিয়ে যাও। যত এগিয়ে যাবে, ততই সহজেই প্রাপ্ত করতে থাকবে ।

২) সবাই নিজেকে এই সৃষ্টি রূপী নাটকের মধ্যে এক বিশেষ ভূমিকা পালনকারী (পার্টধারী) মনে কর কী ? কল্প পূর্বের নিজের ছবি এখন দেখতে পাচ্ছ কী ? এটাই হল ব্রাহ্মণ জীবনের বিস্ময়। সদা এই বিশেষত্বকে স্মরণ করো যে কী ছিলে আর কী হয়ে গেছ। কড়ি(কানাকড়ি, মূল্যহীন) থেকে হীরে তুল্য হয়ে গেছ। দুঃখী সংসার থেকে সুখী সংসারে চলে এসেছ। তোমরা সবাই এই ড্রামার হিরো হিরোইন অ্যাক্টর । এক একজন ব্রহ্মাকুমার, কুমারী বাবার সংবাদ পরিবেশনকারী সন্দেশী। ভগবানের বার্তা পরিবেশনকারী সন্দেশী তোমরা, কতখানি শ্রেষ্ঠ, তাই না ! তো সদা এই কাজের নিমিত্তেই অবতরিত হয়েছ। উপর থেকে নীচে এসেছ এই সন্দেশ দেওয়ার জন্য - এই স্মৃতি খুশী এনে দেয় মনে। ব্যস নিজের এই কর্তব্য (অক্যুপেশন) সর্বদা স্মরণে রাখ যে, খুশীর খনির মালিক আমরা। এটাই হল তোমাদের টাইটেল ।

৩) সর্বদা নিজেকে সংগমযুগী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মা আমরা - এমন অনুভব কর ? প্রকৃত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সদা সত্য বাবার পরিচয় প্রদানকারী। ব্রাহ্মণদের কাজ হল কখন করা, তোমরা কথা কখন কর না, বরং সত্য পরিচয় শুনিয়ে থাক । এমন সত্য বাবার সত্য পরিচয় প্রদানকারী, ব্রাহ্মণ আত্মা আমরা - এই নেশা যেন থাকে । ব্রাহ্মণ হল দেবতাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য ব্রাহ্মণদের স্থান শীর্ষে (চোটিতে) দেখানো হয়। শীর্ষে অবস্থিত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ উঁচু স্থিতিতে যারা থাকে। উপরে থাকলে, নীচের সব কিছু ছোট দেখাবে। কোনো বিষয়ই বড় মনে হবে না। উপরে বসে নীচের দিকে তাকালে সব জিনিস তো ছোটই মনে হবে। কখনও কোনো সমস্যা যদি বড় বলে মনে হয়, তবে তার কারণ হল নীচে বসে সেটা দেখে থাক। উপর থেকে দেখ, তাহলে পরিশ্রম করতে হবে না। তাই সর্বদা স্মরণে রাখবে যে তোমরা হলে শিখরে থাকা ব্রাহ্মণ। এতে বড় সমস্যাও সেকেন্ডে ছোট হয়ে যাবে। সমস্যা দেখে ভীত নয়, বরং সমস্যাকে অতিক্রম করে সমস্যার সমাধানকারী। আত্মা !

আজ প্রত্যুষে (১৮-০৪-৮৪) অমৃতবেলায় এক ভাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মধুবনে তার পুরানো শরীর ত্যাগ করেন, সেই সময় অব্যক্ত বাপদাদার দ্বারা উচ্চারিত মহাবাক্য

সকলে ড্রামার (সৃষ্টি রূপী নাটকের) প্রতিটি সীন-কে সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মা তো তোমরা, তাই না ! যে কোনো দৃশ্য যখন এই ড্রামাতে হয়, তাকে বলা হবে কল্যাণকারী। নতুন কিছু নয় (নাথিং নিউ) । (সেই ভাই এর লৌকিক অগ্রজ ভ্রাতৃজায়ার উদ্দেশ্যে) কী চিন্তা করছ ? সাক্ষী ভাবের সীট-এ বসে সব দৃশ্য দেখতে থাকলে নিজেরও কল্যাণ আর সেই আত্মারও কল্যাণ। এটা তো বোঝাই, তাই না ! স্মরণের সময় শক্তি রূপে থাকো তো ? শক্তি হল সদা বিজয়ী । তুমি বিজয়ী শক্তি হয়ে নাটকে সমস্ত ভূমিকা পালন করে চলেছ। এটাও হল ড্রামার পার্ট। তোমার ভূমিকা পালন করবার সময় কখনোই কোনো সংকল্প করবে না।. প্রত্যেক আত্মার পার্ট আলাদা আলাদা। এখন সেই আত্মাকে শান্তি আর শক্তির সহযোগ দাও। এত বড় দৈবী পরিবারের সহযোগ প্রাপ্ত হচ্ছে, সেইজন্য চিন্তার কিছু নেই। এটা তো মহান তীর্থ স্থান, তাই না ! মহান আত্মা, মহান তীর্থ ।. সর্বদা মহানতার কথাই ভাবো। সবাই স্মরণে বসে আছ তো ? এক অত্যন্ত প্রিয় বাচ্চা, তার এই পুরানো শরীরের হিসাব পুরো করে, তার নতুন শরীরের প্রস্তুতিতে গেছে, সেইজন্য এখন সবাই এই ভাগ্যবান আত্মাকে শান্তি আর শক্তির সহযোগ দাও। এটা হল বিশেষ সেবা। কী, কেন-র মধ্যে যাবে না, বরং নিজে শক্তি স্বরূপ হয়ে, বিশ্বে শক্তির কিরণ ছড়িয়ে দাও। শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা, উপার্জন জমা কারী আত্মা তোমরা। সেইজন্য চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই। বুঝেছ !

বরদান : - ফরিস্তা স্বরূপ স্মৃতি দ্বারা বাবার ছত্রছায়ার অনুভবকারী বিঘ্ন জিৎ ভব

অমৃতবেলায় ওঠার সাথে সাথেই স্মৃতিতে আনো - আমি হলাম ফরিস্তা। ব্রহ্মাবাবাকে এই মনের মতো গিস্টটি দাও, তবে রোজ অমৃতবেলায় বাপদাদা তোমাকে তাঁর বাহুতে সমায়িত করে নেবেন। অনুভব করবে যে, বাবার বাহুতে, অতিন্দ্রিয় সুখের দোলায় দুলছ । যে ফরিস্তা স্বরূপের স্মৃতিতে থাকবে, তার সামনে কোনো পরিস্থিতি বা বিঘ্ন আসলেও বাবা তার জন্য ছত্রছায়া হয়ে উপস্থিত হয়ে যাবেন। তাই বাবার ছত্রছায়া বা ভালোবাসার অনুভব করে বিঘ্ন জিৎ হও।

স্লোগান : - সুখ স্বরূপ আত্মা স্ব-স্থিতির দ্বারা পরিস্থিতির উপরে সহজেই বিজয় লাভ করে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অন্তর্মুখী হয়ে নিজের কল্যাণের চিন্তা করো, কোথাও সফরে গেলেও, একান্তে বিচার সাগর মন্থন করো, নিজেকে জিজ্ঞাসা করো - আমি কি সদা আনন্দিত থাকি"

প্রশ্ন:- করুণাময় বাবার বাচ্চাদের নিজেদের প্রতি কি করুণা করা উচিত ?

উত্তর :- যেমন বাবার করুণা হয় বলেই তিনি চান যে আমার বাচ্চারা যেন কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হয়, বাবা বাচ্চাদের ফুলের মত সুন্দর (গুল-গুল) বানাবার জন্যে কত পরিশ্রম করেন তো বাচ্চাদেরও নিজেদের প্রতি করুণা হওয়া উচিত যে আমরা বাবার আহ্বান করি - হে পতিত-পাবন এসো, আমাদের ফুলে পরিণত কর। এবারে তিনি এসেছেন তো আমরা কি ফুলে পরিণত হব না ! দয়া হলেই তো দেহী-অভিমানী হয়ে থাকবে। বাবা যা কিছু বলেন সেসব ধারণ করবে।

ওম্ শান্তি । এই কথা তো বাচ্চারা বুঝেছে যে - এই বাবা হলেন পিতা, টিচার ও সদগুরু। তো বাবা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করছেন যে তোমরা এখানে যখন আসো তো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ও সিঁড়ির চিত্রটি দেখো ? যখন দুটি চিত্র দেখা হয় তখন এইম অবজেক্ট এবং সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে এসে যায় যে আমরা দেবতায় পরিণত হয়ে তারপরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসি। এই জ্ঞান তোমরা বাচ্চারাই প্রাপ্ত কর। তোমরা হলে স্টুডেন্ট। এইম অবজেক্ট অর্থাৎ মূখ্য লক্ষ্যটি সামনে আছে। যে আসবে তাকেই বোঝাও - এই হল এইম অবজেক্ট। এই পঠনপাঠন দ্বারা আত্মারা এইরূপ দেবী-দেবতায় পরিণত হয়। তারপরে ৮৪ জন্মের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসে, আবার রিপিট করতে হয়। খুবই সহজ এই নলেজ তবু পড়তে পড়তে ফেল হয়ে যাও কেন ? ঐ দৈহিক পড়াশোনার চেয়ে এই ঈশ্বরীয় পড়াশোনা হল খুব সহজ। এইম অবজেক্ট এবং ৮৪ জন্মের চক্র একেবারে সামনে আছে। এই দুটি চিত্র ভিজিটিং রুমেও থাকা উচিত। সার্ভিস করার জন্য সার্ভিসের উপকরণও চাই। এতেই সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। এই পুরুষার্থও আমরা এখনই করি। সতোপ্রধান হওয়ার জন্যে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এর জন্যে অন্তর্মুখী হয়ে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। কোথাও বেড়াতে গিয়েও বুদ্ধিতে এটাই থাকা চাই। এই কথা তো বাবা জানেন যে সকলেই হল নম্বর অনুযায়ী। কেউ খুব ভালো ভাবে বোঝে অর্থাৎ নিশ্চয়ই পুরুষার্থ করে, নিজের কল্যাণের জন্য। প্রত্যেকে বোঝে ইনি ভালো পঠনপাঠন করেন। নিজে না পড়া মানে, নিজের ক্ষতি করে। নিজেকে কিছু যোগ্য করে তোলা উচিত। তোমরা হলে স্টুডেন্ট, তাও আবার অসীমের (বেহদের) বাবার ! এই ব্রহ্মাও পড়েন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হল পদ মর্যাদা এবং সিঁড়ি হল ৮৪ জন্মের চক্রের। সেটা হল প্রথম জন্ম, এই হল লাস্ট জন্ম। তোমরা দেবতায় পরিণত হও। কেউ ভিতরে এলেই সামনে দাঁড় করিয়ে এইম অবজেক্ট এবং সিঁড়ি নিয়ে বোঝাও। প্রতিদিন চিত্রের সামনে এসে বসো তবে স্মরণে আসবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, অসীমের (বেহদের) বাবা আমাদের বোঝাচ্ছেন। সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে ভরপুর আছে তো কতখানি খুশীতে থাকা উচিত। নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে আমাদের সেইরূপ অবস্থা থাকে না কেন ? কী কারণটা ঘটে যে খুশীতে থাকতে বাধা পড়ে ? যারা চিত্র তৈরি করে তাদের বুদ্ধিতেও থাকবে যে এই হল আমাদের ভবিষ্যতের পদ, এই হল আমাদের এইম অবজেক্ট এবং এই হল ৮৪ জন্মের চক্র। গায়নও আছে সহজ রাজ যোগ। সে তো বাবা রোজই বোঝান যে তোমরা হলে বেহদের পিতার সন্তান, অতএব স্বর্গের উত্তরাধিকার অবশ্যই নেওয়া উচিত এবং সম্পূর্ণ চক্রের রহস্যও বোঝান তাই নিশ্চয়ই সেসব স্মরণে আসা উচিত এবং তারপরে কথা বলার ম্যানার্স

ভালো হওয়া উচিত। চলন খুব ভালো হওয়া উচিত। চলতে-ফিরতে কর্ম করতে বুদ্ধিতে শুধু এইটুকু যেন থাকে যে আমরা বাবার কাছে পড়াশোনা করতে এসেছি। এই জ্ঞানই তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। পড়াশোনা তো খুব সহজ। কিন্তু ভালো ভাবে না পড়লে তো টিচারের নিশ্চয়ই এই চিন্তা থাকবে যে ক্লাসে অনেক কমবুদ্ধি বাচ্চারা থাকলে আমাদের নাম খারাপ হবে। স্কলারশিপ প্রাপ্ত হবে না। গভর্নমেন্ট কিছু দেবে না। এও তো স্কুল, তাই না ! এতে স্কলারশিপ ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। তবুও পুরুষার্থ তো করানো হয় তাইনা। আচার আচরণ সংশোধন করো। দৈবী গুণ ধারণ করো। চরিত্র ভালো হওয়া উচিত। বাবা তো তোমাদের কল্যাণের জন্য এসেছেন। কিন্তু বাবার শ্রীমং অনুসারে চলতে পারে না। শ্রীমং যদি বলে ওখানে যাও তো যাবে না। বলবে এখানে গরম, এখানে ঠান্ডা । বাবাকে চেনে না যে আমাদের কে আদেশ দিয়েছেন ? এই সাধারণ রথটি বুদ্ধিতে আসে। সেই পিতা (নিরাকার শিব) কখনও বুদ্ধিতে আসে না। বড় বড় রাজাদের সবাই কত ভয় করে। উঁচু অথরিটি সম্পন্ন তারা। এখানে তো বাবা বলেন, আমি হলাম দীনের নাথ। আমি রচয়িতা এবং আমার রচনার আদি-মধ্য-অন্তের কথা কেউ জানে না। কত অসংখ্য মানুষ আছে। কেমন কেমন কথা বলে, কি সব বলে । ভগবান কি, তা কেউ জানে না। আশ্চর্যের বিষয়, তাই না ! বাবা বলেন, আমি সাধারণ দেহে এসে নিজের ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় প্রদান করি। ৮৪-র এই সিঁড়ি হল কত ক্লিয়ার।

বাবা বলেন আমি তোমাদের এইরূপ তৈরি করেছিলাম, এখন পুনরায় তৈরি করেছি। তোমাদের বুদ্ধি পরশ পাথর সম ছিল, তাহলে তোমাদের পাথর বুদ্ধি কে করল ? অর্ধকল্প রাবণ রাজ্যে তোমাদের পতন হয়েছে। এখন তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। বিবেকও বলে, বাবা-ই হলেন সত্য। তিনি নিশ্চয়ই সত্য কথাই বলবেন। এই ব্রহ্মাও পড়েন, তোমরাও পড়ছ। উনি (ব্রহ্মাবাবা) বলেন, আমিও হলাম স্টুডেন্ট । পড়াশোনায় মনোযোগ দিয়ে থাকি। যথাযথ কর্মাকীর্ণ অবস্থা তো এখনও হয় নি। এমন কে বা আছে যে এত উঁচু পদ প্রাপ্তির জন্যে এই পড়াশোনায় মনোযোগ দেবে না ! সবাই বলবে এমন পদ তো নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হওয়াই উচিত। আমরা বাবার সন্তান তো নিশ্চয়ই আমরা মালিক হলাম । বাকি পড়াশোনাতে উপর-নীচ তো হতে থাকবেই। এখন তোমরা একেবারে জ্ঞানের সারতত্ত্ব প্রাপ্ত করেছ। শুরুতে পুরানো জ্ঞান-ই ছিল। ধীরে ধীরে তোমরা বুঝেছ। এখন বুঝেছ যে জ্ঞান তো আমরা এখন প্রাপ্ত করি। বাবাও বলেন আজ আমি তোমাদের গুট গোপন কথা শোনাই। চট করে তো কেউ জীবন মুক্তি প্রাপ্ত করতে পারে না। সম্পূর্ণ জ্ঞান নিতে পারে না। প্রথমে এই সিঁড়ির চিত্র তো ছিল না। এখন বুঝেছ যে যথাযথভাবে আমরা এই পরিক্রমা করি। আমরা-ই হলাম স্বদর্শন চক্রধারী। বাবা আমাদের সম্পূর্ণ চক্রের রহস্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। বাবা বলেন তোমাদের ধর্ম হল খুব সুখ দায়ী। বাবা-ই এসে তোমাদের স্বর্গের মালিক করেন। অন্যদের সুখের সময় তো এখন এসেছে, যখন মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এই এরোপ্লেন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি প্রথমে ছিল না। তাদের জন্যে বর্তমান সময় হল স্বর্গ। কত বিশাল মহল তৈরি করে। তারা ভাবে এখন তো আমাদের অনেক সুখ আছে। লন্ডনে কত কম সময়ে পৌঁছে যায়। ব্যস, একেই স্বর্গ ভাবে। এবারে তাদের যখন কেউ বোঝাবে যে স্বর্গ তো সত্যযুগকে বলা হয়, কলিযুগকে কি স্বর্গ বলা হবে। নরকে দেহ ত্যাগ করলে অবশ্যই নরকে পুনর্জন্ম হবে। প্রথমে তোমরাও এই কথা বুঝতে না। এখন বুঝেছ। রাবণ রাজ্য যখন আসে তো আমাদের পতন হয়, সবাই বিকার গ্রস্ত হয়ে যায়। এখন সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদের প্রাপ্ত হয় তাই তোমাদের চলনও রাজকীয়তা (রয়্যাল) হওয়া উচিত। এখন তোমরা সত্যযুগের চেয়েও বেশি মূল্যবান। বাবা যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞান

এখনই দেন। অন্য কোনো মানুষ জ্ঞান ও ভক্তিকে বুঝতে পারে না। মিশিয়ে দিয়েছে। তারা ভাবে শাস্ত্র পাঠ করা হল জ্ঞান এবং পূজা করা হল ভক্তি। সুতরাং এখন বাবা ফুলে (গুল-গুল) পরিণত করার জন্যে কত পরিশ্রম করছেন। বাচ্চাদেরও দয়া হওয়া উচিত যে আমরা বাবাকে আহ্বান করি, এসো, পতিতদের পবিত্র করো, ফুলে পরিণত করো। এখন বাবা এসেছেন তো নিজের উপরেও করুণা হওয়া উচিত। আমরা কি এমন ফুলে পরিণত হতে পারি না ! এখনও আমরা বাবার হৃদয় আসনে স্থান পাইনি কেন ! মনোযোগ নেই। বাবা কত করুণাময় । বাবাকে আহ্বান করা হয় পতিত দুনিয়ায় এসে পবিত্র করো। তখন বাবার দয়া হয়, তেমনই বাচ্চাদেরও দয়া হওয়া উচিত। নাহলে সদগুরু'র নিন্দুক কোথাও স্থান পাবে না। এই কথা তো কারো স্বপ্নেও থাকবে না যে সদগুরু কে ? মানুষ গুরুদের সম্বন্ধে ভেবে নেয় যাতে গুরু অভিশাপ না দেন, যাতে কৃপা থেকে বঞ্চিত হতে না হয়। সন্তানের জন্ম হলে ভাববে, গুরুর কৃপা। এ হল অল্পকালের সুখ । বাবা বলেন - বাচ্চারা, নিজের উপরে দয়া কর। দেহী-অভিমानी হও তাহলে ধারণা হবে। সব কিছু আত্মা-ই করে। আমিও আত্মাকে পড়াই। নিজেকে আত্মা পাক্ষা নিশ্চয় করো এবং বাবাকে স্মরণ করো। বাবাকে স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ হবে কিভাবে । ভক্তি মার্গেও স্মরণ করা হয় - হে ভগবান দয়া করো। বাবা হলেন লিবারেটর এবং গাইড দুই-ই এও হল তাঁর গুপ্ত মহিমা, বাবা এসে সব বলেন যে ভক্তিমার্গে তোমরা স্মরণ কর। আমি আসব নিশ্চয়ই নিজের নির্দিষ্ট সময়ে। যখন চাইব তখন আসব, তা হয় না। ড্রামাতে যে সময় নির্ধারিত আছে, তখনই আসি। বাকি এমন ভাবনাও কখনও আসেনা। তোমাদের যিনি পড়ান তিনি হলেন পিতা। ব্রহ্মাবাবাও তাঁর কাছে পড়েন। তিনি কখনো কোনো ভুল করেন না, কাউকে দুঃখ দেন না। বাকিরা সবাই হল নম্বর ক্রমানুযায়ী টিচার। তিনি হলেন সত্য পিতা, তোমাদের সত্যের শিক্ষা-ই দেন। সত্যের সন্তানরা হল সত্য। তারা মিথ্যার সন্তান হয়ে অর্ধকল্পের জন্যে মিথ্যা হয়ে যায়। সত্য পিতাকে ভুলে যায়।

সর্বপ্রথমে বোঝাও যে এই যুগ সত্যযুগী নতুন দুনিয়া নাকি পুরানো দুনিয়া ? তবেই মানুষ বুঝবে এই প্রশ্নটি ভালো। এই সময় সবার মধ্যে ৫ বিকারের প্রবেশ রয়েছে। সেখানে অর্থাৎ স্বর্গে ৫ বিকার হয় না। এ হল খুব সহজ কথা, বোঝার মতোই, কিন্তু যে নিজে বুঝবে না তো তারা প্রদর্শনীতে কি বোঝাবে ? সার্ভিসের পরিবর্তে ডিস-সার্ভিস করে আসবে। বাইরে গিয়ে সার্ভিস করা কোনো মাসির বাড়ি যাওয়া নয় । খুব বুদ্ধি চাই। বাবা প্রত্যেকের আচরণ দেখে বোঝেন। বাবা হলেন বাবা, তখন উনিও বলবেন এইরকমই ড্রামাতে ছিল। কেউ এলে তাকে ব্রহ্মাকুমারীকে দিয়ে বোঝানো টাই হল সঠিক। নামও আছে ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়। ব্রহ্মাকুমারীদের নামই বিখ্যাত হবে। এই সময় সবাই ৫ বিকারে ঘিরে আছে। তাদের গিয়ে বোঝানো খুবই কঠিন । কিছুই বোঝে না, শুধু বলবে জ্ঞান তো খুব ভালো। নিজেরা বোঝেনা। বিদ্বের পরে বিদ্ব আসতেই থাকে। তখন যুক্তি রচনা করতে হয়। পুলিশের পাহারা রাখা, চিত্র ইনসিওর করে দাও। এ হল যজ্ঞ, তাতে বিদ্ব নিশ্চয়ই পড়বে। সম্পূর্ণ দুনিয়া এতেই স্বাহা হবে। নাহলে যজ্ঞ নামটি কেন পড়বে । যজ্ঞে স্বাহা হতে হবে। এর নাম হল রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। জ্ঞানকে পড়াশোনা বলা হয়। এটা হল পাঠশালা এব যজ্ঞ দুই-ই। তোমরা পাঠশালায় পড়া করে দেবতা হও তখন এইসব কিছু এই যজ্ঞে স্বাহা হয়ে যায়। তারা-ই বোঝাতে পারবে যারা রোজ প্র্যাক্টিস করতে থাকবে। যদি প্র্যাক্টিস থাকবে না তবে তারা কি কথা বলতে পারবে। দুনিয়ার মানুষের জন্যে স্বর্গ হল এখন, অল্পকালের জন্য। তোমাদের জন্য স্বর্গ অর্ধকল্পের জন্য হবে। এও ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে। চিন্তা করলে খুবই আশ্চর্য লাগে। এখন রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে রামরাজ্যের স্থাপনা হয়। এতে লড়াই ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। এই সিঁড়ির

চিত্র দেখে লোকেরা খুব অবাক হয়। বাবা কি বুঝিয়েছেন, ব্রহ্মাও বাবার কাছে শিখে বোঝাচ্ছেন। কুমারীরাও বোঝায়। যে অনেকের কল্যাণ করে তাদের নিশ্চয়ই বেশি ফল প্রাপ্ত হবে। শিক্ষিতদের সামনে অশিক্ষিত-রা অবশ্যই মাথা নত করবে। বাবা প্রতিদিন বোঝান - নিজের কল্যাণ করো। এই চিত্রগুলি সামনে রাখলেই নেশা চড়ে যায়, তাই বাবা এই চিত্র গুলি ঘরে রেখেছেন। প্রধান লক্ষ্য (এইম অবজেক্ট) হল খুব সহজ, এর জন্য চরিত্র (ক্যারেক্টার) খুব ভালো হওয়া চাই। মন পরিষ্কার হলে মনস্কামনা পূরণ হতে পারে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঔঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সদা স্মরণে রাখতে হবে যে আমরা হলাম বেহদের বাবার স্টুডেন্ট, ভগবান আমাদের পড়ান, তাই ভালো করে পড়ে বাবার নাম উচ্ছ্বল করতে হবে। নিজের আচার আচরণ খুবই রয়্যাল রাখতে হবে।

২) বাবার মতন করুণাময় হয়ে কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হতে হবে এবং অন্যদের পরিণত করতে হবে। অন্তর্মুখী হয়ে নিজের ও অন্যদের কল্যাণের চিন্তন করতে হবে।

বরদান :- বিকার রূপী বিষাক্ত সাপ গুলিকে গলার মালায় পরিবর্তনকারী শঙ্কর সম তপস্বীমূর্তি ভব

ব্যাখা: এই পাঁচটি বিকার যা হল অন্য লোকদের জন্যে বিষাক্ত সাপ, এই সাপ গুলি তোমাদের মতন যোগী বা প্রয়োগী আত্মাদের গলার মালা হয়ে যায়। এ হল তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের বা ব্রহ্মা বাবার অশরীরী তপস্বী শঙ্কর স্বরূপের স্মরণিক, আজ পর্যন্ত যে স্বরূপের পূজা হয়। দ্বিতীয়ত - এই সাপ আনন্দে নাচ করবার স্টেজ হয়ে যায় - এই স্থিতি স্টেজের রূপে দেখানো হয়। তাই যখন বিকারের উপরে এমন বিজয় লাভ হবে তখন বলা হবে তপস্বীমূর্তি, প্রয়োগী আত্মা।

স্লোগান - যাদের স্বভাব মিষ্টি, শান্ত তাদেরকে ক্রোধের ভূত আক্রমণ করতে পারে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন কাঁটাকে ফুল বানাতে, বাবা ভালোবাসা যেমন কাঁটার প্রতি, তেমন ফুলের প্রতিও। তিনি কাঁটাকেই ফুলে পরিণত করার পরিশ্রম করেন"

প্রশ্ন :-- যে বাচ্চাদের মধ্যে জ্ঞানের ধারণা থাকবে তাদের নিদর্শন কি হবে ?

উত্তর :-- তারা কামাল করে দেখাবে। তারা নিজেদের এবং অন্যদের কল্যাণ না করে থাকতে পারবে না। তীর লেগে গেলে নষ্টমোহ হয়ে আধ্যাত্মিক (রুহানী) সেবায় লেগে পড়বে। তাদের অবস্থাও একরস অটল - অটল থাকবে। তারা কখনোই অবুঝের মতো কোনো কাজ করবে না। তারা কখনোই কাউকে দুঃখ দেবে না। তারা অপগুণরূপী কাঁটাকে দূর করতে থাকবে।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা তো একথা জানেই যে, বাবা হলেন বড় লিভার ঘড়ির মতো। তিনি সম্পূর্ণ সঠিক সময়ে কাঁটাকে ফুলে পরিণত করেন। এক সেকেণ্ডও কম হতে পারে না। সামান্য তফাৎও হতে পারে না। মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা একথাও জানে যে, এইসময় হল কলিযুগী কাঁটার জঙ্গল। তাই যারা ফুলে পরিণত হচ্ছে তাদের এমন অনুভব হওয়া দরকার যে, আমরা ফুলে পরিণত হচ্ছি। প্রথমে আমরা সবাই কাঁটা ছিলাম, কেউ ছোটো আবার কেউ বড়। কেউ খুব দুঃখ দেয়, কেউ আবার অল্প। এখন বাবার ভালোবাসা তো সবার জন্য। এমন মহিমাও আছে যে, কাঁটার প্রতিও প্রেম -- ফুলের প্রতিও প্রেম। প্রথমে কার প্রতি প্রেম? অবশ্যই কাঁটার প্রতি। কাঁটার প্রতি তাঁর এত প্রেম যে তিনি পরিশ্রম করে তাদের ফুলে পরিণত করেন। তিনি তো কাঁটার দুনিয়াতেই আসেন। এতে সর্বব্যাপীর কোনো ব্যাপারই নেই। একজনেরই মহিমা হয়। মহিমা হয় আত্মার, আত্মা যখন শরীর ধারণ করে অভিনয় করে। আত্মাই শ্রেষ্ঠাচারী হয় আবার আত্মাই ভ্রষ্টাচারী হয়। আত্মা শরীর ধারণ করে যেমন যেমন কাজ করে, সেই অনুসারে বলা হয়, এ কুকর্মী আর এ সুকর্মী। আত্মাই ভালো বা মন্দ কাজ করে। তোমরা নিজেদের জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি সত্যযুগী দৈবী কুলের নাকি কলিযুগী আসুরী কাঁটার? কোথায় সত্যযুগ আর কোথায় কলিযুগ! কোথায় দেব দুনিয়া আর কোথায় আসুরী দুনিয়া? অনেক তফাৎ। যারা কাঁটা হয় তারা নিজেদের ফুল বলতে পারবে না। ফুল হয় সত্যযুগে, কলিযুগে হয় না। এখন এ হল সঙ্গম যুগ, যখন তোমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছে। টিচার পাঠ দেন, বাচ্চাদের কাজ হল তা সুন্দর করে (রিফাইন করে) বুঝিয়ে বলা। তাতে এও লেখো, যদি ফুল হতে চাও তাহলে নিজেকে আত্মা মনে করো আর ফুল যিনি করেন সেই পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ কর, তাহলেই তোমাদের অপগুণ দূর হয়ে যাবে আর তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। বাবা নিবন্ধ দেন। বাচ্চাদের কাজ হল তা সঠিক করে ছাপানো। তখন সমস্ত মানুষই এই নিয়ে চিন্তা করবে। এ হল পঠনপাঠন। বাবা তোমাদের বেহদের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী পড়ান। ওই স্কুলে তো পুরানো দুনিয়ার হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী পড়ানো হয়। নতুন দুনিয়ার হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী তো কেউ জানেই না। তাহলে এ হল পড়া আবার বোঝাও। কোনো ছিঃ - ছিঃ কাজ করা হল অবুঝ কাজ। এরপর বোঝানো হয় যে এই দুঃখদায়ক বিকারী কাজ আর করবে না। দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা বাবার মহিমা আছে, তাই না। এখানে তোমরাও শিখছো যে, কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। বাবা শিক্ষা দেন যে, সর্বদা সবাইকে সুখ দিতে থাকো। এই অবস্থা খুব তাড়াতাড়ি হয় না। এক সেকেণ্ডে বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার তো নিতে পারো। বাকি যোগ্য হতে তো সময় লাগে। তারা মনে করে যে, অসীমের (বেহদের) বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার হল স্বর্গের বাদশাহী। তোমরা বুঝিয়েও থাকো যে, ভারত পারলৌকিক

বাবার থেকে বিশ্বের বাদশাহী পেয়েছিল। তোমরা সকলে বিশ্বের মালিক ছিলে। বাচ্চারা, এ কথা শুনে তোমাদের ভিতরে তো খুশী হওয়া উচিত। এ তো কালকের কথা যখন তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে। মানুষ বলে দেয় লক্ষ বছরের কথা। কোথায় তারা এক একটি যুগের আয়ু লক্ষ বছর বলে দেয় যেখানে সম্পূর্ণ কল্পের আয়ু পাঁচ হাজার বছর। এ অনেক তফাৎ।

এক অসীমের (বেহদের) বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তাঁর থেকে দৈবী গুণ ধারণ করা উচিত। এই দুনিয়ার মানুষ দিনে দিনে তমোপ্রধান হয়ে যাচ্ছে। তারা খুব বেশী অপগুণ শিখে যাচ্ছে। আগে এত দুর্নীতি (করাপশন), জালিয়াতি (এডাল্টেশন), ভ্রষ্টাচার ছিল না, এখন সব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন তোমরা বাবার স্মরণের শক্তিতে সতোপ্রধান হয়ে যাচ্ছে। যেমন ধীরে ধীরে নেমে এসেছে, তেমনি ওই ভাবে যেতে হবে। প্রথমে তো বাবাকে পেয়েছ তার খুশী হবে, সম্পর্ক তৈরী হল তারপর স্মরণের যাত্রা। যে যত বেশী ভক্তি করেছে, তার তত ভালো স্মরণের যাত্রা হবে। অনেক বাচ্চাই বলে থাকে, বাবা স্মরণ স্থায়ী হয় না। ভক্তিতেও এমন হয়। কথা শুনতে বসলেও বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায়। যিনি শোনান তিনি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি শুনিয়েছি, তখন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কেউ আবার চট করে বলতেও পারে। সবাই তো একরকম হয় না। এখানে যদিও অনেকেই বসে থাকে কিন্তু ধারণা কিছুই করতে পারে না। ধারণা যদি হত তাহলে কামাল করে দেখাতে পারত। তারা নিজের এবং অন্যদের কল্যাণ না করে থাকতে পারত না। কারো যদিও বা ঘরে সুখ থাকে, গাড়ি, বাড়ি ইত্যাদি থাকে, তবুও যদি একবার তীর লেগে যায়, তাহলে পতিকে বলবে, আমি এই আধ্যাত্মিক (রুহানী) সেবা করতে চাই, কিন্তু মায়া খুবই শক্তিশালী, করতে দেয় না। মোহ থাকে, তাই না। এত বড় বাড়ি, এতো সুখ, কিভাবে ছাড়বে? আরে, আগে যে তোমরা এতো সুখ ভোগ করেছিলে। বড় বড় কোটিপতি, লাখপতি, যাদের বড় বড় মহল ছিল, সব ছেড়ে চলে এসেছে। ওদের ভাগ্যই বলে দেয় যে, ওদের এই সবকিছু ছাড়ার শক্তি নেই। রাবণের শৃঙ্খলে ওরা আটকে আছে। এ হল বুদ্ধির শৃঙ্খল। বাবা বোঝান যে - আরে, তোমরা তো স্বর্গের মালিক, পূজ্য হও। বাবা তোমাদের গ্যারান্টি দেন যে, তোমরা ২১ জন্ম কখনোই রোগগ্রস্ত হবে না। ২১ জন্ম পর্যন্ত স্বাস্থ্যবান থাকবে। তোমরা যদিও স্বামীর কাছে থাকো, তবুও তার থেকে মুক্তি নাও -- বলো, পবিত্র হব আর অন্যকেও করব। তোমাদের দায়িত্ব হল বাবাকে স্মরণ করা, যাতে অপার সুখ পাওয়া যায়। স্মরণ করতে করতে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এ কতো বোঝার কথা। এই শরীরের কোনো ভরসা নেই। তোমরা বাবার তো হয়ে যাও। তাঁর মতো প্রিয় জিনিস আর কিছুই নেই। বাবা তোমাদের বিশ্বের মালিক বানান, তিনি বলেন, যতো চাও তত সতোপ্রধান হও। তোমরা অপার সুখ দেখতে পাবে। বাবা নারীদের দ্বারাই এই স্বর্গের দ্বার খোলান। মায়েদের উপরেই জ্ঞানের কলস রাখা হয়। বাবা মাতাদেরই ট্রাস্টি করেছেন, তোমরা মায়েরাই সবকিছু সামলাও। এনার দ্বারাই তো কলস রাখা হয়েছে, তাই না। মানুষ কিন্তু লিখে দিয়েছে সাগর মন্থন করা হয়েছিল, অমৃতের কলস লক্ষ্মীকে দেওয়া হয়েছিল। এখন তোমরা জানো যে, বাবা স্বর্গের দ্বার খুলছেন। তাহলে আমরা কেন বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেব না? কেন না বিজয় মালায় গ্রথিত হই, আমরা মহাবীর হব। বেহদের বাবা বাচ্চাদের কোলে নেন -- কিসের জন্য? স্বর্গের মালিক করার জন্য। তিনি একদম কাঁটার বসে শিক্ষা দেন। কাঁটার প্রতিই তো তাঁর প্রেম, তাই তো তিনি তাদের ফুল বানান। বাবাকে ডাকাই হয় পতিত দুনিয়ায়, পতিত শরীরে, নির্বাণধাম ছেড়ে তুমি এখানে এসো। বাবা বলেন যে, ড্রামা অনুসারে আমাদের কাঁটার দুনিয়াতেই আসতে হয়। তাহলে অবশ্যই তো ভালোবাসা আছে, তাই না। ভালোবাসা ছাড়া তিনি কিভাবে ফুল বানাবেন? এখন তোমরা কলিযুগী কাঁটার থেকে সত্যযুগী

দেবতা, সত্যপ্রধান এই বিশ্বের মালিক হও । কত ভালোবেসে তোমাদের এই কথা বোঝানো হয় । কুমারী হলো ফুল, তাই তো সবাই তাদের চরণ স্পর্শ করে । যখন তারা কাঁটায় (পতিত) পরিণত হয়, তখন তাদের সকলের কাছে মাথা নত করতে হয় । তাহলে কি করা উচিত ? ফুলের তো ফুলই থাকা চাই তাহলেই এভারফুল হয়ে যাবে । কুমারী তো নির্বিকারী, যতই তাদের বিকারে জন্ম হোক না কেন । সন্ন্যাসীরা যেমন বিকারেই জন্ম নেয়, তাই না । বিয়ে করার পরে বাড়ি - ঘর ত্যাগ করে । তবুও তাদের মহান আত্মা বলা হয় । কোথায় সেই সত্যযুগের মহান আত্মা, এই বিশ্বের মালিক, কোথায় এই কলিযুগের । তাই বাবা বলছেন যে, প্রশ্ন লেখো, তোমরা কি কলিযুগী কাঁটা নাকি সত্যযুগী ফুল ? ভ্রষ্টাচারী নাকি শ্রেষ্ঠাচারী ?

এ হল ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া, যেহেতু এ রাবণ রাজ্য । বলা হয় আসুরী রাজ্য, রাক্ষস রাজ্য । তাও নিজেদের কেউ বুঝতেই পারে না । বাচ্চারা, এখন তোমরা যুক্তি দিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য করো, তখন নিজেরাই বুঝতে পারো, বরাবর আমরাই কামী, ক্রোধী এবং লোভী ছিলাম । প্রদর্শনীতেও এমন কথা লেখো, তাহলেই তাদের ফিলিং আসবে যে, আমি তো কলিযুগী কাঁটা । এখন তোমরা ফুলে পরিণত হচ্ছ । বাবা তো হলেন এভারফুল । তিনি কখনোই কাঁটা হন না । বাকি সকলেই কাঁটায় পরিণত হয় । ওই ফুল বলেন - আমি তোমাদেরও কাঁটার থেকে ফুলে পরিণত করি । তোমরা আমাকে স্মরণ করো । মায়া তো কতো প্রবল । তাহলে কি তোমরা মায়ার হবে ? বাবা তোমাদের নিজের দিকে আকর্ষণ করেন আবার মায়া নিজের দিকে আকর্ষণ করে । এ হলো পুরানো জুতো (শরীর)। আত্মা প্রথমে শরীর রূপী নতুন জুতো পায় তারপর তা পুরানো হয় । এইসময় সকল শরীর রূপী জুতোই তমোপ্রধান । আমি তোমাদের মখমলের বানিয়ে দিই । ওখানে আত্মা পবিত্র হওয়ার কারণে শরীরও মখমলের হয় । কোনো খুঁত থাকে না । এখানে তো অনেক খুঁত । ওখানকার ছবি তো দেখো কতো সুন্দর । ওই ছবি তো এখানে কারোরই হবে না । বাবা এখন বলেন, আমি তোমাদের কতো উঁচু বানাই । ঘর - গৃহস্থীতে থেকে কমল পুষ্প সমান পবিত্র হও আর জন্ম - জন্মান্তরের যে জং পড়েছে তা দূর করার জন্য আছে যোগ - অগ্নি । এতেই সব পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । তোমরা পাকা সোনায়ে পরিণত হবে । বাবা এই খাদ দূর করার যুক্তি খুব ভালোভাবে বলেন, তিনি বলেন, একমাত্র আমাকেই (মামেকম) স্মরণ করো । তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে । আত্মাও অনেক ছোটো । বড় হলে ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করতে পারতেন না । কেমনভাবে করবেন ? আত্মাকে দেখার জন্য ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু দেখতে পান নি । সাক্ষাৎকার হয় কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে তো কোনো লাভ হয় না । মনে করো তোমাদের বৈকুণ্ঠের সাক্ষাৎকার হল কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে কি লাভ ! পুরানো দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে, তখনই তো বৈকুণ্ঠবাসী হবে । এরজন্য তোমরা যোগের অভ্যাস কর ।

বাবা বোঝান বাচ্চারা, প্রথমে কাঁটার সঙ্গে প্রেম হয় । সবথেকে বেশী প্রেমের সাগর হলেন বাবা । বাচ্চারা, তোমরাও ধীরে ধীরে মিষ্টি হতে থাক । বাবা বলেন বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করে সবাইকে ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখ, তাহলে কুদৃষ্টি সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে । ভাই - বোনের সম্বন্ধেও বুদ্ধি অন্য দিকে যায়, তাই ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখ । ওখানে তো শরীর থাকেই না, যে দেহভাব আসবে বা মোহ আসবে । বাবা আত্মাদেরই পড়ান । তাই তোমরাও নিজেকে আত্মা মনে কর । এই শরীর তো বিনাশী, এতে মন লাগিও না । সত্যযুগে শরীরের প্রতি ভালোবাসা থাকে না । তোমরা তো মোহজিত রাজার কথা শুনেছ, তাই না । বলে এক আত্মা নিজের শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করবে । এই পার্ট তোমরা পেয়েছ, তাই মোহ কেন রাখবে ? বাবাও বলেন, তোমরা সাবধান

থেকো । মা মারা গেলে, বউ মারা গেলে, তোমরা হালুয়া (জ্ঞান আনন্দ) থেও । এমন প্রতিজ্ঞা কর যে কেউ মারা গেলেও আমরা কাঁদব না । তোমরা তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো, সতোপ্রধান হও । সতোপ্রধান হওয়ার জন্য আর অন্য কোনো পথই নেই । তোমরা পুরুষার্থের দ্বারাই বিজয় মালার দানা হতে পারবে । পুরুষার্থের দ্বারা তোমরা যা চাও তাই হতে পারো । বাবা তো বুঝতে পারেন, আগের কল্পে যতো পুরুষার্থ করেছো, ততটুকুই করতে পারবে । বাবা তো হলেনই গরীবের ভগবান । দানও গরীবদেরই করা হয় । বাবা নিজেই বলেন, আমিও সাধারণ শরীরেই আসি । না গরীব, না বিত্তবান । বাচ্চারা, তোমরাই একমাত্র বাবাকে জান, বাকি সম্পূর্ণ দুনিয়া তো সর্বব্যাপী বলে দেয় । বাবা এমন ধর্ম স্থাপন করেন, যেখানে দুঃখের কোনো নামও থাকবে না ।

ভক্তিমার্গে মানুষ আশীর্বাদ চায় । এখানে তো কুপার কোনো কথাই নেই । তোমরা কোথায় মাথা ঠুকবে ? এ তো বিন্দু । বড় জিনিস হলে মাথা ঠুকতে পারতে । ছোটো জিনিসে তো মাথাও ঠেকানো যায় না । কার কাছে হাত জোর করবে ? ভক্তিমার্গের এইসব চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যায় । ভক্তিমার্গে হাত জোর করা হয় । ভাই - বোন, তারা ঘরে কি হাত জোর করে ? উত্তরাধিকারী বানানোর জন্য সন্তান চায় । বাচ্চারা তো মালিক, তাই বাবা বাচ্চাদের নমস্কার করেন । বাবা তো বাচ্চাদের সেবক । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত । ঈশ্বরীয় পিতা ঔঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) বিনাশী শরীরের প্রতি মনকে যুক্ত রেখ না । মোহজিত হতে হবে, প্রতিজ্ঞা করো, কেউ শরীর ত্যাগ করলেও আমরা কাঁদব না ।

২) বাবার সমান মিষ্টি হতে হবে, সবাইকে সুখদান করতে হবে । কাঁটাকে ফুল বানানোর সেবা করতে হবে । নিজের এবং অন্যদেরও কল্যাণ করতে হবে ।

বরদান :-- দেহভাব থেকে নির্লিপ্ত হয়ে পরমাত্ম প্রেমের অনুভবকারী কমল আসনধারী ভব

কমল আসন হল ব্রাহ্মণ আত্মাদের শ্রেষ্ঠ স্থিতির নিদর্শন । এমন কমল আসনধারী আত্মা এই দেহভাব থেকে স্বতঃতই নির্লিপ্ত থাকে । তাদের দেহ - ভাব নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে না । ব্রহ্মা বাবার যেমন চলতে - ফিরতে ফরিস্তা রূপ বা দেবতা রূপ সদা স্মৃতিতে থাকত । এমন ন্যাচারাল দেহী - অভিমানী স্থিতি সদা থাকলেই বলা হবে দেহ - ভাব থেকে নির্লিপ্ত । এমন দেহ - ভাব থেকে নির্লিপ্ত ব্যক্তিই পরমাত্মার প্রিয় হয় ।

স্নোগান :-- তোমার বিশেষত্ব বা গুণ হল প্রভু প্রসাদ, তাকে 'আমার' মনে করাই হল দেহ - অভিমান ।

০৬-০২-১৯ : প্রাতঃমুরলী ঔম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - অশরীরী হয়ে আপন ঘরে ফিরতে হবে এবার, তাই কারও সাথে কথা বলার সময় আমি আত্মা ভাই সেও আত্মা ভাই, এই ভাই-ভাই স্বরূপেই কথা বলবে। দেহী অভিমানী হওয়ার অভ্যাসে অভ্যাসী হও"

প্রশ্ন :- ভবিষ্যতের রাজ-তিলক প্রাপ্তির আধার কি ?

উত্তর :- জ্ঞানের পাঠ। প্রত্যেকেই এই জ্ঞানের পাঠ পড়ে রাজ-তিলকের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। বাবার কর্তব্য হল পড়ানো, আশীর্বাদ দেওয়া নয়। এতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস এলে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো। কোনও প্রকার ভুল করা চলবে না। যদি মতভেদের কারণে এই পাঠ ছেড়ে দাও, তবে তুমিই অকৃতকার্য হবে। তাই বাবা বলেন-মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেই নিজের প্রতি দয়াবান হও। আশীর্বাদ চাইবার প্রয়োজন পড়ে না, পঠন-পাঠনে মনোনিবেশ করো।

ঔম্ শান্তি! সুপ্রীম টিচার বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের পাঠ পড়ান। বি.কে. বাচ্চারাও তা জানে, এই পরমপিতা পরমাত্মা যেমন তাদের প্রকৃত পিতা তেমনই টিচারও। তিনি যেভাবে পড়ান, তা আর কেউ পড়াতে পারে না। তাই তোমরা বো, শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। কিন্তু শিববাবা কোনও একজন বা অল্প কয়েকজনের বাবা তো আর নন। তিনি "মন্মানাভব", "মধ্যাজী ভব"-এর অর্থ বুঝিয়ে বলেন, যার অর্থ : একমাত্র ওনাকেই স্মরণ করো। বাচ্চারাও যথেষ্ট বুদ্ধিমান এখন। অসীমের বাবাও আশ্বস্ত করছেন, তোমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার তো তোমরা পাবেই পাবে-একথা কখনও ভোলা উচিত নয়। (পরমাত্মা) বাবা আত্মাদের সাথেই কথা বলেন। এখন তোমরা হলে জীবাত্মা, তাই না ! অসীমের (বেহদের) বাবা-ও হলেন নিরাকার। তোমরা জানো যে, ব্রহ্মার শরীরের সাহায্য নিয়েই তোমাদেরকে এই পাঠ পড়াচ্ছেন, অন্যরা তা সঠিক বুঝে উঠতেই পারবে না। স্কুলের টিচার যখন পড়ান, তখন বো-লৌকিক টিচার ওনার লৌকিক বাচ্চাদের পাঠ পড়াচ্ছেন। কিন্তু এই টিচার হলেন পারলৌকিক সুপ্রীম-টিচার, যিনি ঔনার পারলৌকিক বাচ্চাদেরকেই পড়ান। প্রকৃত অর্থে তোমরা পরলোক অর্থাৎ মূল-বতনের বাসিন্দা। বাবা-ও তো সেই পরলোকেই থাকেন। বাবা এবং বাচ্চারা উভয়েই আমরা সেই একই ধামেরই বাসিন্দা। তোমরা হলে আত্মা আর আমি পরম-আত্মা। এই জাগতিক দুনিয়ায় তোমরা এসেছ তোমাদের কর্ম-কর্তব্যের ভূমিকা পালন করতে। এই পাঠ করতে করতে এখন তোমরা একেবারে পতিত অবস্থায় এসে পৌঁছেছো। এ হল এক অসীম আশ্চর্য বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চ, যেখানে চলছে এই অবিনাশী নাটক, আর তোমরা সবাই কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়কারী। সম্পূর্ণ সৃষ্টি -জগৎটাই এই নাটকের কর্মক্ষেত্র। একমাত্র তোমরাই তা জানো, এটা অসীম-বেহদের অবিনাশী নাটক। যা দিন ও রাত দুই ভাগে করা আছে। এখানে সূর্য ও চন্দ্র বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে আলোর কাজ করে। যা অসীমের ব্যাপার। এসব জ্ঞান তো তোমরা পেয়েছ। রচয়িতা স্বয়ং এসে তাঁর রচিত রচনার আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দেন তোমাদেরকে।

বাবা জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, আমি তোমাদের রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যগুলি জানাতেই তো এসেছি। এটা হল পাঠশালা। তোমাদের পাঠদানকারী স্বয়ং অভোক্তা। এমনটি আর কেউ বলবে না- "আমি অভোক্তা"। যদিও আমেদাবাদের এক সাধু এমনটাই বলতো, কিন্তু পরে তার সেই মিথ্যা ধরা পড়ে গেছে। বর্তমানে তো প্রচুর সংখ্যায় এমন ঠকবাজ আছে। সাধুর বেশধারীও অনেক আছে।

কিন্তু এঁনার তো কোনও বেশ-ই নেই। যেমন লোকেরা ভাবে কৃষ্ণই গীতা শুনিয়েছিল, তেমনি এমন কত লোকেই আজকাল কত কৃষ্ণকে উপস্থাপন করে। এত কৃষ্ণ তো আর হতে পারে না। এখানে স্বয়ং শিববাবা এসে তোমাদেরকে পড়ান, অর্থাৎ আত্মাদেরকে শোনান।

তোমাদের বার-বার বলা হয়, নিজেকে আত্মা ভেবে, আত্মা ভাই-ভাইকে শোনাও। মন-বুদ্ধিতে একথা যেন থাকে- বাবার এই জ্ঞান আমার ভাইকে শোনাচ্ছি। পুরুষ কিম্বা নারী উভয়েই ভাই-ভাই। সবাই একই ভাবে বাবার অবিনাশী সম্পদের উত্তরাধিকারী। জাগতিক দুনিয়ায় নারীরা সম্পত্তির অধিকার পায় না, যেহেতু তাদেরকে স্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে তো সবাই আত্মা। অশরীরী হয়েই তো যেতে হবে আপন ঘরে। এখন যেসব জ্ঞান-রত্নে জ্ঞানী হচ্ছে তোমরা, এগুলিই পরে অবিনাশী জ্ঞান-রত্নে পর্যবসিত হয়। আত্মাই জ্ঞানের সাগর হয়। কর্ম-কর্তব্য যা কিছু, তা তো করে আত্মাই। তবুও মানুষের মধ্যে দেহ-অভিমান হবার কারণে তারা দেহী-অভিমানী হতে পারে না। বি.কে.-দেরকে দেহী-অভিমানী হয়ে একমাত্র এই বাবার সাথেই স্মরণের যোগে অভ্যাসী হতে হবে। এটুকু পরিশ্রম তো করতেই হবে। লৌকিকে যারা আছে, তারা তাদের গুরুকে কতই না স্মরণ করে। সামনে আবার তার মূর্তিও রাখে। একবার ভাবো, কোথায় শিব-ভগবানের চিত্র আর সেখানে সাধারণ মানুষের চিত্র। যা রাত-দিনের তফাত। কেউ-কেউ আবার লকেটে গুরুর ফটো রেখে তা ধারণ করে। যদিও তাদের পতির তা পছন্দ করে না। তবে তা শিবের ফটো হলে তাতে আপত্তি করে না। তা তো সবারই ভাল লাগে, যেহেতু শিব যে পরমপিতা পরমাত্মা। লকেটে ওঁনার চিত্রই হওয়া উচিত। এই শিবই তো তোমাদেরকে ওঁনার গলার হার বানান। তোমরা বি.কে.-রাই সেই রুদ্র-মালার মতো। যদিও সমগ্র দুনিয়াটাই এক বিশাল রুদ্র-মালা। প্রজাপিতা ব্রহ্মারও তেমনি মালা আছে। কুলাচার্য (ব্রহ্মা) রূপে যা কল্প-বৃক্ষের একেবারে উপরে এই শ্রেণী বা বংশ তালিকা অবস্থিত। ঠিক যেমনটা হয় জাগতিক বংতালিকায়, তেমনি তা অসীমের কুল বা বংশ-তালিকা। মনুষ্য মাত্রের সবারই মালা হয়।

আত্মা অতি ক্ষুদ্র, বিন্দুর মতন। যা অতি ক্ষুদ্রাকার। এরকমই একটার পর একটা অসংখ্য বিন্দুর সংযোগে যা হবে তার গুণতি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। এত অসংখ্য আত্মার কল্প-বৃক্ষ যথেষ্টই ছোট। ব্রহ্মতত্ত্বের খুব অল্প জায়গাতেই থাকতে পারে। সেখান থেকেই আত্মারা আসে এই দুনিয়ার বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে যে যার কর্ম-কর্তব্যের পার্টের অভিনয় করতে। এই দুনিয়াটা যেমন অনেক বড়, তেমনিই জটিল। এখানে লোকেরা এরোপ্পেনে এক জায়গা থেকে দূরের অন্য জায়গায় যায়, কিন্তু সেখান থেকে দূরে কোথাও যাবার জন্য কোনও এরোপ্পেনের প্রয়োজন পড়ে না। সেখানে আছে কেবল আত্মাদের একটা ছোট বৃক্ষের ঝাড়। আর এখানে তো মানুষের কত বড়-বড় ঝাড়।

তোমরা বি.কে.-রা সবাই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। যে ব্রহ্মাকে লোকেরা কেউ 'এডম' কেউ 'আদি দেব' বলে। সেক্ষেত্রে নারী-পুরুষও থাকবে অবশ্যই। যেহেতু তোমরা প্রবৃত্তি-মার্গের। নিবৃত্তি-মার্গে সে খেলা নেই। তাই এক হাতে আর কি বা হবে। কিছু হওয়ার জন্য তো উভয় হাতেরই প্রয়োজন। তেমনি আত্মাও দুটো হলেই তো একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে। যেমন গাড়ীর এক চাকা অন্যের তালে তাল মিলিয়ে চলতে না পাড়লে, গাড়ীর সাধারণ গতি কমে যায়। কিন্তু একটির কারণে অন্যটিকেও তো থামিয়ে দেওয়া যায় না। কল্পের শুরুর প্রথম দিকে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গই ছিল। অধোগতির নিয়মে ধীরে ধীরে যা অপবিত্র হতে থাকে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এসব জ্ঞান

আছে। এও জানো, এই বৃক্ষের ঝাড়ের বৃদ্ধি কিভাবে হয়। কিভাবে এতে সব যোগ হতে থাকে। এমন বৃক্ষ মানুষে তো আর তৈরি করতে পারে না। তাদের কারও বুদ্ধিতে রচয়িতার এই রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানই তো নেই। তাই তো বাবা বলেছিলেন - তোমরা তা লিখে জানাও, রচয়িতার দ্বারা রচনার এই আদি-মধ্য-অন্তের এই জ্ঞানকে কে কেমন জেনেছে। লোকেরা না তো রচয়িতাকে জানে, আর না জানে তার রচনাকে। তবে এই জ্ঞান যদি পরম্পরায় চলে আসতো, তবে হয়ত কেউ কেউ তা বলতেও পারত। একমাত্র তোমরা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরা ছাড়া এই জ্ঞানের কথা আর কেউই বলতে পারবে না।

বাম্বারা, তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, বি.কে.ব্রাহ্মণদের এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা। বি.কে. ব্রাহ্মণদের এই ধর্মই সর্বকালের সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বোচ্চ ধর্ম। বোঝাবার সময় সেই চিত্রকেও দেখাবে তোমরা। তা না হলে সেভাবে বুদ্ধিতে টিকি থাকে না। চিত্রগুলি একটু বড়-বড় হওয়া উচিত। পরে কিভাবে এতসব বিভিন্ন ধর্মের বিস্তার ঘটে, তাও জানাতে হবে তাদের। কিছু পূর্বেও লোকেরা বলতো- "যে আত্মা সে-ই পরমাত্মা - যে পরমাত্মা সে-ই আত্মা"! এখন বাবা এসে তার যথার্থ অর্থও বুঝিয়েও দিয়েছেন। সেই হিসাবে বর্তমানে "যে আমি বি.কে.ব্রাহ্মণ আগামীতে সেই আমিই বি.কে. দেবতা" হবে, সেই নতুন দুনিয়ায়। এখন আমরা রয়েছি পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে, অর্থাৎ এটা হল পুরুষোত্তম রূপে নিজেকে গড়ে তোলার সময়। এই বিষয়গুলি তোমরা তাদের রচয়িতা আর রচনার অর্থ, হাম সো-এর অর্থ বোঝাতে পার। ওঁম-এর অর্থ হল-"আমি আত্মা", এটা হল প্রথমে, তার পরে হল এই শরীর। আত্মা অবিনাশী আর এই শরীর হল বিনাশী। আমি আত্মা এই শরীরকে ধারণ করে ভূমিকা পালন করি। এই ভাবেই বলা হয় আত্ম-অভিমানী। মূল অর্থে আমি আত্মা এসব করি এবং এই আত্মাই নানারকম ভূমিকা পালন করে। এই আত্মাই আবার পরমাত্মার সন্তান। সত্যি, কি আশ্চর্যের এই জ্ঞানের পাঠ ! আর এই জ্ঞান একমাত্র এই বাবার কাছেই আছে, তাই তো তোমরা একমাত্র এই বাবাকেই ডাকতে থাকো। বাবা যে জ্ঞানের সাগর। ওঁনার তুলনায় অন্যেরা যেন অজ্ঞানতার সাগর। কল্পের অর্ধেকটা জ্ঞানের, অর্ধেকটা অজ্ঞানের। এই জ্ঞানের ব্যাপারটা কারও জানা নেই। রচয়িতার দ্বারা ওঁনার রচনাকে জানতে পারাকেই জ্ঞান বলা হয়। যেহেতু একমাত্র রচয়িতার কাছেই সেই জ্ঞান থাকে। সেই হিসাবে ওঁনাকে আবার সৃষ্টি-কর্তাও বলা হয়। লোকেও তাই ভাবে সৃষ্টিকর্তাই এই রচনা রচেন। বাবা জানাচ্ছেন - এ তো অবিনাশী অনাদি তৈরি করা এক বিশেষ নাটক। তাই তো তারা বাবাকে ডাকতে থাকে, পতিত-পাবন এসো। সেক্ষেত্রে রচয়িতা বলা যায় কিভাবে? রচয়িতা তখনই বলা চলে, যখন প্রলয় হয়ে সব ধ্বংসের পর আবার সেই রচনা রচিত হয়। এই বাবা কেবল পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান। ইনি তো সমগ্র বিশ্বের বৃক্ষরূপী ঝাড়, ওনারই জ্ঞান দানে তোমরা মিষ্টি মিষ্টি বাম্বারা আদি-মধ্য-অন্তের এই জ্ঞানে জ্ঞানী হও। যেমন মালী প্রত্যেক বীজ আর তার বৃক্ষকে জেনে থাকে। বীজকে দেখেই সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান তার বুদ্ধিতে এসে যায়। তেমনি ইনিও হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। কেউই ওঁনাকে জানতে পারে না। অথচ ওঁনার উদ্দেশ্যেই বলে থাকে, পরমপিতা পরমাত্মাই সৃষ্টি জগতের বীজরূপ। সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ, সুখ, শান্তি, পবিত্রতার সাগর। একমাত্র তোমরাই তা জানো, এইসব জ্ঞান পরমপিতা পরমাত্মা এনার শরীরের দ্বারাই তা শোনাচ্ছেন। আর সেই উদ্দেশ্যেই তো ওঁনার আসা। তা না হলে পতিতদেরকে পবিত্র হবার প্রেরণা দেবেন কিভাবে। তাই তো বাবা স্বয়ং এখানে এসে সবাইকে পবিত্র বানিয়ে সাথে করে নিয়ে যান। সেই বাবা-ই এখন তোমাদের এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন।

বর্তমানের এই সময়কালটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এই বিষয়ে তোমরা ভাষণও করতে পারো যে, কিভাবে পুরুষ (আত্মা) তমোপ্রধান অবস্থা থেকে শ্রেষ্ঠ সতোপ্রধান অবস্থায় পৌঁছায়। যদিও তোমাদের কাছে এমন আরও অনেক বিষয় আছে। যেমন এই পতিত তমোপ্রধান দুনিয়া সতোপ্রধান হয় কিভাবে-এটা জানাবার মতন বিষয় বটে। আগামীতে লোকেরা নিজেরাই তোমাদের এই জ্ঞান শোনার জন্য এখানে আসবে। জ্ঞানের পাঠ পড়তে পড়তে কেউ যদি ছেড়েও দেয়, আবার সে আসবেই। কারণ গতি-সদগতি হাটের ঠিকানা এই একটাই। তাই তো তোমরা এভাবে জোরের সাথে বলতে পারো, সবারই সদগতিদাতা একমাত্র এই বাবা। যাকে শ্রী শ্রী বলা হয়। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠরও শ্রেষ্ঠ যিনি পরমপিতা পরমাত্মা। একমাত্র উনিই পারেন আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ করে গড়ে তুলতে। যেমন শ্রেষ্ঠ হল সত্যযুগ - আর ভ্রষ্ট হল কলিযুগ। তাই তো লোকেরা অন্যদেরকে ভ্রষ্টাচারী বলে। অথচ নিজেরটা বিচার করে না। কিন্তু আসল কথা হল, এই পতিত দুনিয়ায় এমন একজনকেও খুঁজে পাবে না, যিনি শ্রেষ্ঠ। শ্রী শ্রী এলে তবেই তো শ্রেষ্ঠ বানাবে। সত্যযুগের আদিতে এই শ্রী উপাধি থাকে দেবতাদের। এখন তো সবাইকেই অনায়াসে এই শ্রী শ্রী বলে দেওয়া হয়। যদিও বাস্তবে এই শ্রী শব্দটা পবিত্রতার প্রতীক। অন্য ধর্মাবলম্বীরা কিন্তু নিজেদেরকে শ্রী বলে প্রচার করে না। এমনকি পোপের ক্ষেত্রেও শ্রী ব্যবহার করে না। আর এখানে তো সবার ক্ষেত্রেই তা করতেই থাকে। এ যেন, কোথায় রাজহংসের মুক্তো খাওয়া আর কোথায় বকের বাজে জিনিস খাওয়া। এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ তো আছেই। দেবতারা নিজেরাই যেখানে ফুলের মতন, সেখানে বর্তমানের এসব হল "গার্ডেন অফ আল্লাহ"- (কোথায় শিববাবার তৈরী সত্যযুগের ফুলের বাগান আর কোথায় রাবণ-মায়ার এই আবর্জনার জঙ্গল)! কিন্তু বাবা তো তোমাদেরকে ফুলের মতো সুন্দর করে গড়ে তোলেন। সেই ফুলের মধ্যেই আবার নানা প্রকারের (ভ্যারাইটির) ফুলও আছে। সবচেয়ে ভালো কিং-ক্লাওয়ার। লক্ষ্মী-নারায়ণকে নতুন দুনিয়ার কিং-কুইন ক্লাওয়ার বলা হয়।

বাচ্চারা, তোমাদের তো আনন্দ হওয়া উচিত এখানে বাইরের কোনও কিছু করতে হয় না। এই যে মোমবাতি প্রদীপ এসব জ্বালানো হয়, তারও তো একটা অর্থ থাকা দরকার। তা কি কেবল শিব-জয়ন্তী বা দীপাবলীতেই জ্বালানো উচিত? দীপাবলীতে লক্ষ্মীকে আহ্বান করা হয়। তার কাছে ধনসম্পদ প্রার্থনা করা হয়। যেখানে ধনসম্পদের ভাণ্ডার তো শিববাবার। তিনি অর্থাৎ ভোলা-ভাগুরী তার ভাণ্ডারে ধনসম্পদ পূর্ণ করেন। বাচ্চারা, তোমরাও তা জানো, তোমাদের অফুরন্ত সেই ভাণ্ডার শিববাবাই পূর্ণ করে দেন। এই ধনসম্পদ হলো জ্ঞান-রত্নের সম্পদ। যার ফলে সেখানে তোমরা থাকো বিশাল ধনসম্পদে ধনী। নতুন দুনিয়ায় তোমরা নানা রত্নরাজিতে থাকো পরিপূর্ণ। সত্যযুগে তোমাদের থাকে অনেক অনেক পরিমাণে হীরে-জহরত। আবারও তা তেমনই হবে। এতেই মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এসব যদি শেষই হয়ে যায়, তবে আবার তা আসবে কোথা থেকে? খনি-ই যদি খালি হয়ে যায়, পাহাড় যদি ভেঙ্গে পড়ে, তবে আর আগের মতন হবে কি প্রকারে? তখন তাদের বলবে-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি তো হবেই। পূর্বে যেমনটি হয়েছিল, আবারও ঠিক তেমনটাই হবে। বাচ্চারা, তোমরা এখন পুরুষার্থ করে চলেছ, স্বর্গ-রাজ্যের অধিকার পাওয়ার লক্ষ্যে। স্বর্গ-রাজ্যেরও হিন্দি-জিওগ্রাফি একই নিয়মে পুনরাবৃত্তি হয়। গীতেও তো তা আছে- এই সমগ্র সৃষ্টি, আকাশ-সমুদ্র সবই, সম্পূর্ণ পৃথিবীই যে আমাদের তুমি দিয়ে দাও, যা অন্যেরা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। তার তুলনায় এখন কি বা আছে মোদের। সামান্য একটু জমির জন্য, তেঁস্তা নিবারণের জন্য সামান্য জল, এমন কি ভাষার জন্যও মানুষ লড়াই-ঝগড়া করে।

যে বাবা সেই স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা সেই বাবার জন্মদিন পালন করি আমরা। যেহেতু উনি যে স্বর্গ-রাজ্যের বাদশাহী দিয়ে থাকেন আমাদের। সেই বাবাই স্বয়ং এখন এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন ঔনার বাচ্চাদেরকে। পাঠের সময় তোমাদের এই শরীরের নাম-রূপ থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র ভেবে, কেবল আত্মা-রূপে দেখতে হবে। পবিত্র যে হতেই হবে - হয় তা যোগবলের দ্বারা নয়তো শাস্তি ভোগ করে। তাতে অবশ্য পদেরও অবনতি হয়। যেমন স্টুডেন্ট-এর বুদ্ধিতে অবশ্যই তা থাকে, সে কোন্ বিষয়ে কত নম্বর পেতে পারে। আবার সে এটাও বোঝে টিচার তাকে কত সুন্দর করে পড়িয়েছে। তাই তো স্টুডেন্টও টিচারকে উপহার দেয়। আর এখানে তো বাবা তোমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের মালিক বানায়। তাই তো তোমরা সেই ভক্তি-মার্গে থাকাকালীন সময় থেকেই ওনাকে এভাবে স্মরণ করে আসছো। এবার বলো, এমন বাবাকে (টিচারকে) তোমরা কি উপহার দেবে? বর্তমানের এসব যা কিছুই দেখছ, তার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। যেহেতু এসবই পুরানো ছিঃ-ছিঃ দুনিয়ার। আর তাই তো তোমরা বাবাকে ডাকতে থাকো এভাবে। বাবাও তেমনি তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানিয়ে দেন। অতএব বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই অবিনাশী নাটককে স্মরণ তো করতেই হবে। যেহেতু তোমরা এখন জেনে গেছ, এই রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে। মুস্তিল হলো, বাবা যা কিছু তোমাদেরকে শোনান, তা শুনেও পরে তা ভুলেও যাও। প্রতি ৫-হাজার বর্ষ বাদে-বাদে এই চক্র ঘুরতে-ঘুরতে সেই পুরানো অবস্থানেই আসে। (ঘড়ির মতন) অর্থাৎ তা সম্পূর্ণ হয়। তেমনি তোমাদের এই কর্ম-কর্তব্যের পাটও খুবই সুন্দর। তাই তোমরাও সতোপ্রধান হয়ে তেমনি সুন্দর হও। পরে তোমরাই আবার তমোপ্রধান কুৎসিতে পরিণত হও। তাই তো বাবাকে ডাকতে থাকো-"বাবা এসো, এবার এসো বাবা।" আর তাই বাবা এসেছেন এখন। এই দৃঢ় বিশ্বাস এলে অবশ্যই বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে তোমাদের। এতে কোনও ভুল-ভ্রান্তি করা চলবে না। কেউ কেউ মতভেদের কারণে পঠন-পাঠনই ছেড়ে দেয়। এমনকি শ্রীমৎ অনুসারে চলাও ছেড়ে দেয়। কিন্তু জ্ঞানের এই পাঠ না পড়লে তোমরা তো অকৃতকার্য হয়ে যাবে। তাই তো বাবা বলেন, তোমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি কৃপা করো। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অনুসারে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ে নিজেকে রাজ-তিলকের যোগ্য করে তুলতে হবে। বাবার কর্ম-কর্তব্য কেবল পাঠ পড়ানো। এতে কোনও অবিনাশী উত্তরাধিকারের ব্যাপার নেই। তা যদি হত, তবে তো সবাইকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে হয়। এমন সব কৃপা ইত্যাদি চাওয়া, যা ভক্তি-মার্গের প্রার্থনা। এখানে সেসব ব্যাপার নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত! ঈশ্বরীয় পিতা ঔনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রবৃত্তিতে (পরিবারে) সবার সাথে মিলেমিশে থেকেই নিজেই নিজের সাথে প্রতিযোগিতা করবে। আর যদি কোনও কারণে কোনও একটি চাকা টিলে হয়ে যায়, সে কারণে থেমে যাবে না। নিজেকে রাজ-তিলকের যোগ্যতা-সম্পন্ন তৈরী করতে হবে।

২) শিব-জয়ন্তী উৎসব খুব ধুমধাম করে পালন করতে হবে। যেহেতু শিববাবা এতসব জ্ঞান-রঞ্জনী করেন, যার ফলে আগামী নতুন দুনিয়ায় তোমরা সমৃদ্ধিশালী হও এবং তোমাদের সর্বপ্রকার ভাণ্ডারই পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

বরদান :- সৰ্ব প্ৰকাৰেৰ পদাৰ্থেৰ আসক্তি থেকে পৃথক হযে অনাসক্ত ও প্ৰকৃতিজীত ভব
কোনও পদাৰ্থ যদি কমইন্দ্রিয়কে বিচলিত কৰে, অৰ্থাৎ আসক্তিৰ ভাব উৎপন্ন হয়, তৰে স্বতন্ত্ৰ হতে
পাৰবে না। ইচ্ছাই আসক্তিৰ ৰূপ। কেউ যদি বলে, ইচ্ছা নেই কিন্তু তা ভাল লাগে, তা হল আসক্তিৰ
অতি সূক্ষ্ম ৰূপ, অতএব তাকে আৰও সূক্ষ্মৰূপে এমন ভাবে চেকিং কৰো যে, পদাৰ্থ অৰ্থাৎ যা
অল্পকালৰে সুখৰ সাধন, তা আকৃষ্ট কৰছে না তো ? পদাৰ্থ তো প্ৰাকৃতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যৰ উপকৰণ,
তাই তা থেকে অনাসক্ত অৰ্থাৎ পৃথক হতে পাৰলেই প্ৰকৃতিজীৎ হতে পাৰবে।

স্লোগান:- "আমাৰ আমাৰ" - এই ঝামেলাকে ৰোড়ে ফেলে, অসীমৰ ভাবে থাকো - তাহলেই বলা
হবে বিশ্ব-কল্যাণকাৰী।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- পবিত্র হওয়ার প্রথম উপায় হল স্মরণের শক্তি, দ্বিতীয় হল শাস্তির শক্তি, তোমাদেরকে স্মরণের শক্তির দ্বারাই পবিত্র হয়ে উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে হবে"

প্রশ্ন :- বাবা হলেন আধ্যাত্মিক (রুহানী) সার্জেন, তিনি তোমাদের কি ধরনের ধৈর্য্য প্রদান করতে এসেছেন ?

উত্তর :- জাগতিক সার্জেন যেমন রোগীকে ধৈর্য্য প্রদান করে বলেন যে এখনই রোগ সেরে যাবে, বাচ্চারা, তোমাদেরকেও আধ্যাত্মিক সার্জেন ঠিক সেভাবেই ধৈর্য্য প্রদান করে বলেন যে --- বাচ্চারা, তোমরা মায়ার থেকে প্রাপ্ত রোগে ঘাবড়ে যেও না, সার্জেন ওষুধ দেন, তাই এই সব রোগ দূর হয়ে যাবে। যখন অসুস্থ ছিলাম তখনও যে চিন্তা আসেনি, এখন তা আসবে। কিন্তু তোমাদের সবকিছু সহ্য করতে হবে একটু পরিশ্রম কর, তোমাদের সুখের দিন এল বলে।

ওম শান্তি । অসীমের (বেহদের) বাবা সব বাচ্চাদেরকে বোঝান -- সকলের কাছে তোমাদের এই ঈশ্বরীয় বার্তা পৌঁছে দিতে হবে যে, এখন বাবা এসেছেন। বাবা তোমাদের ধৈর্য্য ধরতে বলছেন, কারণ ভক্তিমার্গে তোমরা আহ্বান(ডাকতে) করতে - বাবা এসো, মুক্ত করো, দুঃখ থেকে মুক্তি দাও। তাই বাবা ধৈর্য্য ধরতে বলেন যে, আর মাত্র কিছুদিন বাকী রয়েছে। যখন কোনো রোগ সেরে যাওয়ার মুখে থাকে তখন বলা হয় যে এখন সুস্থ হয়ে যাবে। বাচ্চারাও বোঝে যে এই ছিঃ-ছিঃ(অপবিত্র) দুনিয়া সমাপ্ত হতে আর মাত্র কিছুদিন বাকী রয়েছে, তারপর আমরা নতুন দুনিয়ায় চলে যাব। সেইজন্যই আমাদের যোগ্য হতে হবে, তবেই কোনো রোগ-ভোগ ইত্যাদি তোমাদের দুঃস্থিতার কারণ হবে না। বাবা ধৈর্য্য ধরতে বলেন, বাবা বলেন -- একটু পরিশ্রম কর। আর কেউ-ই নেই যে এমন ধৈর্য্য ধরতে বলবে। তোমরাই তমোপ্রধাণ হয়ে গেছ। এখন বাবা এসেছেন তোমাদের সত্বোপ্রধান বানাতো। এখন সব আত্মাই পবিত্র হয়ে যাবে -- কেউ যোগবলের দ্বারা, কেউ শাস্তির বলের(সাজা ভোগ) দ্বারা। শাস্তিরও ক্ষমতা রয়েছে, তাই না! সাজা ভোগ করে যারা পবিত্র হবে তাদের পদও কম হয়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমরা শ্রীমত পেতেই থাক। বাবা বলেন, মামেকম্ স্মরণ কর, তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। যদি স্মরণ না কর তবে পাপ শতগুণ অধিক হয়ে যাবে, কারণ পাপাত্মা হয়ে তোমরা আমারই গ্লানি করাও। তখন মানুষ বলবে যে, এদের ঈশ্বর এমন মত দেন যে, এদের চাল-চলন এমন আসুরীয় হয়ে যায়। স্থিতি উপর-নীচেও তো হয়, তাই না। বাচ্চারা পরাজিতও হয়। ভাল-ভাল বাচ্চারাও পরাজিত হয়। তাই পাপ কাটেই(নষ্ট) না, ভুগতেও হয়। এ হল অত্যন্ত ছিঃ-ছিঃ দুনিয়া, এখানে সবকিছু হতেই থাকে। বাবাকে আহ্বান(ডেকে) করে বলে যে, বাবা, তুমি এসে আমাদের নতুন দুনিয়ার রাস্তা বলে দাও। বাবা জানেন -- ওদিকে হল পুরানো দুনিয়া আর এদিকে হল নতুন দুনিয়া। তোমরা হলে তরলী। এখন তোমরা পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য যাত্রা শুরু করেছ। এই পুরানো দুনিয়ার থেকে তোমাদের নোঙ্গর উঠে গেছে। তাই যেখানে যাক্, সেই ঘর-কেই স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের খাদ বেরিয়ে যাবে। হয় যোগবলের দ্বারা, নয় তো শাস্তি ভোগ করে। প্রতিটি আত্মাকেই পবিত্র হতেই হবে। পবিত্র না হলে কেউ-ই ফিরে যেতে পারে না। সকলেই নিজ-নিজ ভূমিকা পালন করছে। বাবা বলেন, এ হল তোমাদের অন্তিম জন্ম। মানুষ বলে যে, কলিযুগ এখনও শৈশব অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ মানুষ এখন এর থেকেও অধিক দুঃখী হবে। কিন্তু তোমরা অর্থাৎ সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণেরা জান যে, এই

দুঃখধাম তো শীঘ্রই সমাপ্ত হয়ে যাবে। বাবা তোমাদের ধৈর্য্য প্রদান করেন । কল্প- পূর্বেও বাবা বলেছিলেন, মামেকম্ অর্থাৎ আমাকে স্মরণ কর তাহলেই পাপ কেটে(মুক্ত) যাবে। আমি(বাবা) এই গ্যারান্টি করছি। এও বোঝান যে, কলিযুগের বিনাশ হবে আর সত্যযুগ-কেও অবশ্যই আসতে হবে। তোমরা বাবার থেকে এই গ্যারান্টি পাও, আর বাচ্চাদের নিশ্চয়তাও রয়েছে। কিন্তু স্মরণে না থাকতে পারার জন্য কোনো না কোনো বিকর্ম করে ফেলে। তারা বলে যে, বাবা, ক্রোধ এসে যায়, একেও ভূত(বিকার) বলা হয়। এই রাবণ রাজ্যে ৫ ভূত দুঃখই দেয়। পূর্বের যত হিসেব-নিকেশ আছে তা চুজুও করতে হবে। পূর্বে কখনও কাম-বিকার যাদের বিরক্ত করেনি, তাদেরও এই রোগের উদয় (ইমার্জ হয়) হয়। তারা বলে যে, পূর্বে তো এমন বিকল্প(ব্যর্থ সঙ্কল্প) কখনও আসেনি, এখন কেন যাতনা দিচ্ছে ? এ হল জ্ঞান, তাই না। জ্ঞান সমস্ত রোগ-কে দূর করে দেয়। ভক্তি সব রোগ-কে দূর করতে পারে না। এ হল অশুদ্ধ বিকারী দুনিয়া, ১০০ শতাংশ অশুদ্ধতা রয়েছে। ১০০ শতাংশ পতিত থেকে ১০০ শতাংশ পবিত্র হতে হবে। ১০০ শতাংশ ভ্রষ্টাচারী থেকে ১০০ পবিত্র, শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া তৈরী হবে।।

বাবা বলেন, আমি এসেছি তোমাদের শান্তিধাম এবং সুখধামে নিয়ে যেতে। তোমরা আমাকে স্মরণ কর এবং সৃষ্টি চক্রকে (স্মরণ কর) ঘোরাও কর। কোনো বিকর্ম করো না। যে গুণ দেবতাদের মধ্যে রয়েছে তা ধারণ করতে হবে। বাবা কোনো কষ্ট দেন না। কোনো কোনো বাড়ীতে অশুভ আত্মা থাকে, তারা ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়, অনেক ক্ষতি করে। এইসময় সব মানুষই অশুভ, তাই না ! শারীরিক(স্থূল) কর্মভোগও থাকে। আত্মা পরস্পরকে দুঃখ দেয় শরীর দ্বারা, আবার শরীর না থাকলেও দুঃখ দেয়। বাচ্চারা দেখেছে যে, যাদের অশরীরী আত্মা বলা হয়, তাদের সাদা ছায়ার মতো দেখতে লাগে। কিন্তু ওদের বিষয়ে কিছু চিন্তা করার নেই। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই এসব সমাপ্ত হয়ে যাবে। এও এক হিসেব-নিকেশ, তাই না ! বাচ্চারা, অনেকে ঘরে বলে যে আমরা পবিত্র থাকতে চাই। একথা আত্মা বলে। আর যাদের জ্ঞান নেই, তারা বলে, পবিত্র হয়ো না। এর ফলে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। কত হাস্যামা (ঝামেলা) হয়। এখন তোমরা পবিত্র আত্মায় পরিণত হচ্ছ। ওরা অপবিত্র, তাই দুঃখ দেয়। কিন্তু ওরাও তো আত্মা। ওদেরকে বলা হয় অশুভ আত্মা। তাই ওরা শরীর দ্বারাও দুঃখ দেয় আবার শরীর ছাড়াও দুঃখ দেয়। জ্ঞান তো সহজ, স্বদর্শন-চক্রধারী হতে হবে। এছাড়া মুখ্য বিষয় হল পবিত্রতা। তারজন্য বাবাকে আনন্দের সাথে স্মরণ করতে হবে। রাবণকে ইভিল(অশুভ) বলা হয়, তাই না ! এই সময় এই দুনিয়াই হল অশুভ। পরস্পরের থেকে অনেক দুঃখ পেতে হয়। ইভিল পতিতকে বলা হয়। পতিত আত্মায় ৫ বিকার অনেক প্রকারের থাকে। কারোর মধ্যে কাম বিকারের অভ্যাস, কারোর মধ্যে ক্রোধের অভ্যাস, কারোর মধ্যে বিরক্ত করার অভ্যাস, কারোর আবার ক্ষতি করার অভ্যাস। কারোর মধ্যে যদি বিকার(কাম) থাকে তবে তা না পাওয়ার কারণে ক্রোধবশতঃ অনেক মারধোরও করে। এই দুনিয়াই এমন। তাই বাবা এসে ধৈর্য্য প্রদান করে বলেন -- হে আত্মারূপী বাচ্চারা, ধৈর্য্য ধরো, আমাকে স্মরণ কর এবং দৈবীগুণ ধারণ কর। তিনি এমন তো বলেন না যে, কাজ-কর্ম ইত্যাদি করো না। যেমন মিলিটারীরা যখন যুদ্ধে যায় তখন তাদেরকেও বলা হয় যে শিববাবাকে স্মরণ কর। গীতার কথাগুলোকে স্মরণ করে মনে করে যে, যদি আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করি, তাহলে স্বর্গে চলে যাব, তাই খুশী মনে যুদ্ধে যায়। কিন্তু এমন কোনো কথাই নেই। এখন বাবা বলেন, তোমরা স্বর্গে যেতে পার, শুধু শিববাবাকে স্মরণ কর। স্মরণ তো একমাত্র শিববাবাকেই করতে হবে তবে অবশ্যই স্বর্গে যাবে। যারাই আসে, যদিও পরে তারা পতিত হয়ে যায়, তথাপি তারাও স্বর্গে অবশ্যই যাবে। শাস্তিভোগ করে পবিত্র হয়ে

তারাও অবশ্যই যাবে। বাবা তো করুণাময় (রহমদিল), তাই না। বাবা বোঝান, কোনো বিকর্ম কোনো না তবেই বিকর্মাঙ্গীত হতে পারবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হল বিকর্মাঙ্গীত, তাই না। রাবণ রাজ্যে আবার বিকর্মী(বিকারী) হয়ে যায়। তখন বিক্রম বর্ষ(সম্বত)(দ্বাপর থেকে) শুরু হয়, তাই না। মানুষ তো কিছুই জানে না। বাচ্চারা, তোমরা এখন জেনেছ যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হল বিকর্মাঙ্গীত। এটাই বলা হবে যে, বিকর্মাঙ্গীত হল নম্বর ওয়ান আর ২৫০০ বছর পরে পুনরায় বিক্রম বর্ষ শুরু হয়। মোহজীত রাজারও একটি গল্প রয়েছে, তাই না। বাবা বলেন, নষ্টমোহ হও। একমাত্র আমাকেই (মামেকম) স্মরণ কর, তো পাপ কেটে যাবে। ২৫০০ বছরে যা পাপ হয়েছে, তা থেকে ৫০-৬০ বছরের মধ্যেই তোমরা নিজেকে সতোপ্রধান বানাতে পার। যদি যোগবল না থাকে তবে পিছনের সারিতে চলে যাবে। মালা তো অনেক বড়। ভারতের মালা তো বিশেষ হয়। যার উপরেই সমগ্র খেলা তৈরী হয়ে রয়েছে। এরমধ্যে মুখ্য হল স্মরণের যাত্রা। আর কোনো কষ্ট নেই। ভক্তিতে তো অনেকের সঙ্গেই বুদ্ধিযোগ থাকে। এ সবই হল রচনা। তাই তাদের স্মরণ করে কারো কোনো কল্যাণ হবে না। বাবা বলেন, কাউকে স্মরণ করো না। যেমন ভক্তিমার্গে প্রথমে তোমরা আমাকে ভক্তি করতে এখন অন্তে এসেও তোমরা আমাকে স্মরণ কর। বাবা কত পরিষ্কার করে বোঝান। পূর্বে কি এসব জানতাম, না জানতাম না। এখন তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করেছ। বাবা বলেন, আর অন্যসব সঙ্গ ছেড়ে বুদ্ধি একের সাথেই যুক্ত কর, তবেই যোগ-অগ্নির দ্বারা তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। পাপ তো অনেক করেছে। কাম-কাটারী চালিয়েছ। পরস্পরকে আদি-মধ্য-অন্ত পর্যন্ত দুঃখ দিয়ে এসেছ। মুখ্য বিষয়ই হল কাম-কাটারীর। এও হলো ড্রামা, তাই না। এরকমও বলা যাবে না যে ড্রামা এভাবে কেন তৈরী করা হয়েছে? এ তো অনাদি খেলা। এতে আমারও (ভগবানের) পার্ট রয়েছে। ড্রামা কখন তৈরী হয়েছে, কখন সম্পূর্ণ হবে -- এটাও বলতে পারা যাবে না। আত্মাতেও তো পার্ট ভরা থাকে। আত্মার যে প্লেট রয়েছে তার কিন্তু কোনো ক্ষয় নেই। কারণ আত্মা অবিনাশী, আর তাতে যে পার্ট ভরা রয়েছে তাও অবিনাশী। ড্রামাকেও অবিনাশী বলা হয়। বাবা, যিনি পুনর্জন্মে আসেন না, তিনিই এসে সব রহস্য বোঝান। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য আর কেউ-ই বোঝাতে পারবে না। কারণ না জানে বাবার অকু্যপেশন, না জানে আত্মার, কোনো কিছুই জানে না। এ সৃষ্টি-চক্র সদা ঘূর্ণায়মান।

এখন হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, যখন সব মানুষই উত্তম পুরুষ হয়ে যায়। শান্তিধামে সব আত্মাই পবিত্র উত্তম হয়ে যায়। শান্তিধাম তো পবিত্র, তাই না। নতুন দুনিয়াও পবিত্র। শান্তি তো রয়েছেই, আবার শরীর ধারণ করে নিজের ভূমিকাও পালন করে। একথা আমরাই জানি, প্রত্যেকটি আত্মা তার নিজ-নিজ ভূমিকা পালন করে। ওটা হল আমাদের নিজ নিকেতন, যেখানে আমরা শান্তিতে থাকি। এখানে তো ভূমিকা পালন করতেই হবে। এখন বাবা বলেন, ভক্তিমার্গে তোমরা আমার অব্যভিচারী পূজা করেছ। দুঃখ ছিল না। এখন ব্যভিচারী ভক্তিতে(অনেকের পূজা) আসার কারণে তোমরা দুঃখী হয়ে পড়েছ। বাবা বলেন, দৈবী-গুণ ধারণ কর, তবুও আসুরী-গুণ ধারণ কর কেন? বাবাকে ডাকো যে, এসে আমাদের পবিত্র কর। তাহলে পুনরায় কেন পতিত হও? এরমধ্যেও কাম-বিকারকে অবশ্যই জিততে হবে, তবেই জগৎজীত হতে পারবে। মানুষ তো ভগবানকে উদ্দেশ্য করেই বলে যে, নিজেই পূজ্য আবার নিজেই পূজারী। অর্থাৎ তাঁকে নীচে নামিয়ে দেয়। এভাবেই পাপ করতে-করতে দুনিয়া মহা-বিকারী হয়ে যায়। গরুড় পুরাণেও, অতি ভয়ঙ্কর(রৌরব) নরকের কথা বর্ণনা রয়েছে। বলা হয় যে, সেখানে বিছা-টিকটিকি এই সব দংশন করে। শান্ত্রে তো কি কি সব দেখিয়েছে। বাবা

এও বুঝিয়েছেন, এই শাস্ত্র ইত্যাদি সব ভক্তিমার্গের জন্য। এগুলির দ্বারা কেউ-ই আমার সাথে মিলিত হতে পারবে না। মানুষ আরও তমোপ্রধান হয়ে গেছে তাই আমাকে আহ্বান করে যে, এসে আমাদের পবিত্র কর, তাহলে এখন অবশ্যই পতিত, তাই না। মানুষ তো কিছুই বোঝে না। যারা "নিশ্চয় বুদ্ধি" হবে, তারা তো বিজয়ী হয়ে যাবে। রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে রাম-রাজ্যে চলে যায়। বাবা বলেন, কাম-বিকারের উপর বিজয়লাভ কর, এরজন্যই যত লড়াই-ঝগড়া হয়। বলাও হয়েছে, অমৃত ছেড়ে তোমরা কেন বিষ খাও ? অমৃতের কথা শুনে মনে করে, গো-মুখ থেকে অমৃত নির্গত হয়। আরে, গঙ্গা জলকে কি কেউ অমৃত বলে, না বলে না। এ হল জ্ঞান- অমৃতের কথা। স্ত্রী, স্বামীর চরণ ধুয়ে সেই জল পান করে, আর একে অমৃত মনে করে। যদি তা অমৃত হয় তবে তো সকলেই হীরে-তুল্য হবে, তাই না। এখানে তো বাবা জ্ঞান প্রদান করেন, যার ফলে তোমরা হীরে-তুল্য হয়ে যাও। তারা তো গঙ্গা জলের নামও কত মহিমাম্বিত করে দিয়েছে। তোমরা জ্ঞান-অমৃত পান করাও, ওরা জল পান করায়। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, তোমাদের কথা কেউ জানেই না। তারা কৌরব-পান্ডব বলে, কিন্তু পান্ডবদের কি ব্রাহ্মণ মনে করে ? না করে না। গীতায় এমন কোনো শব্দ নেই, যেখানে জেনে তারা পান্ডবদের ব্রাহ্মণ বলে গন্য করবে। বাবা বসে সব শাস্ত্রের সার কথা শোনান। বাচ্চাদের বলেন, শাস্ত্রে যা কিছু পড়েছ আর আমি যা কিছু শোনাই, সেগুলোকে যাচাই(পরীক্ষা) কর। তোমরা জান যে পূর্বে যা কিছু শুনেছিলাম তা ভুল, এখন সঠিক শুনি।

বাবা বোঝান, তোমরা হলে সীতা বা ভক্ত । ভক্তির ফল দেন রাম-ভগবান। বলেন যে, আমি আসিই ফল দিতে। তোমরা জান যে, আমরাই স্বর্গের অপার সুখ ভোগ করি। আর সেইসময় বাকীরা সব শান্তিধামে থাকে। শান্তি তো পায়, তাই না। সেই বিশ্বে সুখ-শান্তি- পবিত্রতা সবকিছু রয়েছে। তোমরা বোঝাও, বিশ্বে যখন এক ধর্ম ছিল তখনই শান্তি ছিল। তবু তারা বোঝে না। কদাচিৎ কেউ টিকে যায় এখানে । পরে অনেকেই আসবে। যাবে কোথায়! এ হল একটাই হাট । যেমন দোকানদারের জিনিস যদি ভাল হয় তাহলে এক দাম(ফিক্সড রেট) থাকে। এ হল শিববাবার হাট, তিনি হলেন নিরাকার। ব্রহ্মা-কেও অবশ্যই দরকার। তোমাদের বলা হয় ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। শিবকুমারী তো বলা হয় না। ব্রাহ্মণদেরও অবশ্যই প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ না হলে দেবতা হবে কিভাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত! ঈশ্বরীয় পিতা ঊঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দেবতাদের মতো গুণ নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে, ভিতরে যা কিছু অশুভ সংস্কার রয়েছে, ক্রোধ ইত্যাদির অভ্যাস রয়েছে, তা পরিত্যাগ করতে হবে। বিকর্মাজীত হতে হবে, তাই এখন যেন কোনো বিকর্ম না করা হয়।

২) হীরে-সম শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য জ্ঞান-অমৃত পান করতে এবং করাতে হবে। কাম-বিকারের উপর সম্পূর্ণ বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। নিজেকে সতোপ্রধান বানাতে হবে। স্মরণের শক্তি দ্বারা পুরানো সব হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফেলতে হবে।

বরদান :- সহজ যোগের সাধনার দ্বারা সুযোগ সুবিধার জন্য ব্যবহারিক উপকরণের উপর বিজয় প্রাপ্তকারী প্রয়োগী আত্মা ভব

বিস্তার:- সুযোগ সুবিধার জন্য ব্যবহারিক উপকরণ গুলি রয়েছে, সেগুলি ব্যবহার করেও যেন যোগের স্থিতি টলমল না হয় । যোগী হয়ে প্রয়োগ(ব্যবহার) করা, একে বলা হয় অলিপ্তভাব (ন্যারা)। উপকরণ থাকলেও তা নিমিত্তভাবে, অনাসক্তরূপে ব্যবহার কর। যদি ইচ্ছা থাকে, তবে সেই ইচ্ছা, ভালো (আচ্ছা) হতে দেবে না। পরিশ্রম করতেই সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ সেইসময় তোমরা সাধনায় মগ্ন থাকার প্রচেষ্টা করবে আর উপকরণ তোমাদের নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। তাই প্রয়োগী হয়ে সহজ যোগের সাধনার দ্বারা উপকরণের উপর অর্থাৎ প্রকৃতির উপর বিজয়ী হও।

স্লোগান :- নিজে সন্তুষ্ট থেকে, সকলকে সন্তুষ্ট করাই হল সন্তুষ্টমণি হওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা - আমি সর্বদা বাণীর উর্ধ্বে থাকি, আমি আসি তোমাদেরও বাণীর উর্ধ্বে (উপরাম বানাতে) নিয়ে যেতে। এখন তোমাদের সবার বাণপ্রস্থ অবস্থা, এখন তোমাদের বাণীর উর্ধ্বে নিজ নিকেতনে যেতে হবে"

প্রশ্ন :- ভালো পুরুষার্থী স্টুডেন্ট কাদের বলা হবে ? তাদের প্রধান লক্ষণ কি হবে ?

উত্তর :- ভালো পুরুষার্থী স্টুডেন্ট সে-ই, যে নিজের সাথে নিজে কথা বলতে জানে, সূক্ষ্ম স্টাডি করে। পুরুষার্থী স্টুডেন্ট সর্বদা নিজের চেকিং নিজে করতে থাকে যে আমার মধ্যে কোনো আসুরী স্বভাব নেই তো ? দৈবী গুণ কতটা ধারণ করেছি ? তারা নিজেদের রেজিস্টার রাখে যে, ভাই- ভাই এর দৃষ্টিই সর্বদা রয়েছে তো ? কোনো ক্রিমিনাল ধর্মী ভাবনা মনে চলছে না তো ?

ওম্ শান্তি । আত্মারূপী (রুহানী) বাচ্চাদের প্রতি বাবা বোঝাচ্ছেন, যারাই বাণীর উর্ধ্বে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছে, তারা যেন নিজ নিকেতনে যাওয়ার জন্যই পুরুষার্থ করছে। সেটা সব আত্মাদেরই ঘর। তোমরা মনে কর এখন আমাদের এই শরীর ছেড়ে দিয়ে নিজ গৃহে ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেন আমি এসেছি তোমাদের গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, সেইজন্য এই দেহ আর দেহের সম্বন্ধের উর্ধ্বে যেতে (উপরাম) হবে। এটা তো হল ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। আত্মারা এটাও জানে যে এখন আমাদের যেতে হবে। বাবা এসেছেন পবিত্র করে তুলতে। আবার আমাদের পবিত্র দুনিয়াতে যেতে হবে। মনের মধ্যে এরূপ বিচার সাগর মন্বন হতে হবে। তোমরা ছাড়া আর কারো এই রূপ চিন্তন আসবে না। তোমরাই এমন ভাবতে পার যে আমরা খুশী মনে এই শরীর ত্যাগ করে নিজ গৃহে ফিরে গিয়ে আবার নতুন পবিত্র সম্বন্ধে, নতুন দুনিয়ায় আসব। এই স্মৃতি খুব কম জনেরই থাকে। বাবা বলেন ছোট, বড়, বুড়ো ইত্যাদি সবাইকেই ফিরে যেতে হবে। আবার নতুন দুনিয়ার পবিত্র সম্বন্ধের মধ্যে আসতে হবে। বারংবার বুদ্ধিতে আসা চাই যে আমরা এখন গৃহে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি। যে তৈরী হবে সে-ই সাথে যাবে। যারা এখন ঈশ্বরের নিমিত্তে করে তারাই পরে নতুন দুনিয়াতে গিয়ে লক্ষ কোটি গুণিতক ধনের মালিক (পদমা পদমপতি) হয়। এই জগতের লোকেরা এই পুরানো দুনিয়ার জন্য পরোক্ষ ভাবে (ইনডায়রেক্ট) করে। ভাবে ঈশ্বর এর ফল দেবেন। এখন বাবা বোঝান, তাতে তোমাদের অল্প সময়ের জন্য-ক্ষণ ভঙ্গুর প্রাপ্ত হয়। এখন আমি এসেছি, তোমাদের রায় দিচ্ছি - এখন যা দেবে সেটাই তোমাদের ২১ জন্মের জন্য লক্ষ কোটি গুণ (পদম গুণ) হয়ে প্রাপ্ত হবে। তোমরা মনে কর বড় ঘরে গিয়ে জন্ম নেবে। আমরা তো নারায়ণ অথবা লক্ষ্মী হব। তাইতো আবার এত পরিশ্রম করতে হবে। আমরা এই পুরোনো খারাপ দুনিয়ার থেকে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি। এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর ছাড়তে হবে। এরকম তৈরী হতে হবে যেন শেষ সময় কোনো কিছুই স্মরণে না আসে। যদি পুরানো দুনিয়া বা মিত্র, আত্মীয় পরিজন ইত্যাদি স্মরণে আসে তো কি গতি হবে ? তোমরা বল না অনন্তকালে যারা স্ত্রীকে স্মরণ করবে সেইজন্য বাবাকে অনুসরণ (ফলো) করতে হবে। এমন নয় যে বাবা বুড়ো হয়ে বুঝেছেন যে এই শরীর ছাড়তেই হবে। আর না তোমরা সবাই বুড়ো হয়েছ। এখন সকলেরই বাণপ্রস্থ অবস্থা, সবাইকে ফিরে যেতে হবে। সেইজন্য বাবা বলেন এই পুরানো দুনিয়ার থেকে বুদ্ধি যোগ ছিল কর। এখন তো যেতে হবে নিজ গৃহে। সেখানে আবার যত কাল এক একজনের থাকার, তত কালই সেখানে থাকবে। যার যত পরে ভূমিকা থাকবে সে তত পরে শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করবে। কেউবা ৫

হাজার বছর থেকে ১০০ বছর কমও শান্তিধামে থাকবে। পরবর্তী কালে আসবে। যেমন কাশী কলবট খেত(কাশীতে একটি সাপ ভর্তি কুঁয়োতে ঝাঁপ দিত), যাতে সব পাপ নিমেষে শেষ হয়ে যায়। পরে আসে যারা তাদের আর কত পাপ হবে! এল আর গেল। বাকী মোক্ষ তো তাদের কেউ পাবে না। সেখানে থেকে কি করবে। ভূমিকা তো অবশ্যই পালন করতে হবে। তোমাদের ভূমিকা হল শুরুতে আসার। তাই বাবা বলেন -- বাচ্চারা, এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলতে থাক। এখন তো যেতে হবে, ৮৪ র ভূমিকা সম্পন্ন হয়েছে। তোমরা পতিত হয়ে গেছ। এখন আবার নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ কর। দৈবী গুণও ধারণ করো।

বাবা বোঝান - বাচ্চারা, নিজের চেকিং নিজে করতে থাক -আমার মধ্যে কোনো আসুরী স্বভাব নেই তো? তোমাদের দৈবী স্বভাব হওয়া চাই। তার জন্য চার্ট রাখলে পরিপক্ব হতে থাকবে। কিন্তু মায়া এমন যে চার্ট রাখতে দেয় না। দু-চারদিন রেখে আবার ছেড়ে দেয়, কারণ ভাগ্যে নেই। ভাগ্যে থাকলে খুব ভালো ভাবে রেজিস্টার রাখবে। স্কুলে অবশ্যই রেজিস্টার রাখে। এখানেও সব সেন্টারে সবার চার্ট, রেজিস্টার রাখতে হবে। আবার দেখতে হবে আমরা কি রোজ যাই ? দৈবী গুণ ধারণ করছি ? ভাই-বোনের সম্বন্ধের থেকেও উঁচুতে যেতে হবে। শুধুই ভাই-ভাই এর আত্মিক দৃষ্টি চাই। আমরা হলাম আত্মা। আমাদের কারোরই ক্রিমিনাল দৃষ্টি নেই। ভাই-বোনের সম্বন্ধও সেই জন্য, কেননা তোমরা হলে ব্রহ্মা কুমার-কুমারী। এক বাবার বাচ্চা। এই সঙ্গমযুগেই ভাই-বোনের সম্বন্ধে থাকে। তাই বিকারী দৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাণীর উর্ধ্বেও যেতে হবে। এইরকম ভাবে নিজের সাথে নিজে কথা বলা এটাই হল সূক্ষ্ম স্টাডি, এতে আওয়াজ করার কোনো দরকার নেই। এখানে তো বাচ্চাদের বোঝানোর জন্য আওয়াজের মধ্যে আসতে হয়। বাণীর উর্ধ্বে যাওয়ার জন্যও বোঝাতে হয়। এখন ফিরে যেতে হবে। বাবাকে ডাকে যে এসো, আমাদের সাথে নিয়ে যাও। আমরা পতিত, ফিরে যেতে পারছি না। পতিত দুনিয়াতে এখন পবিত্র কে করবে! সাধু-সন্ত ইত্যাদি কেউ পবিত্র করতে পারে না। নিজেরাই পবিত্র হওয়ার জন্য গঙ্গা স্নান করে। বাবাকে জানে না। যারা পূর্ব কল্পে জেনে ছিল, তারাই এখন পুরুষার্থ করছে। এই পুরুষার্থও বাবা ব্যাভীত আর কেউ করতে পারে না। বাবা-ই হলেন সবথেকে উঁচু। এরকম বাবাকে নুড়ি পাথরে বলে দেওয়াতে মানুষের কি অবস্থা হয়ে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই এসেছে। কোথায় সেই সম্পূর্ণ নির্বিকারী ! কোথায় এই সম্পূর্ণ বিকারী। এই কথাটিও সে-ই মনে নেবে, যে কল্প পূর্বে মনেছিল। তোমাদের দায়িত্ব হল যে-ই আসুক তাকে বাবার নির্দেশ জানান। সিঁড়ির চিত্রের দ্বারা বোঝাও। সবার এখন বাণপ্রস্থ অবস্থা। সবাই শান্তিধাম আর সুখধামে যাবে। সুখধামে সে-ই যাবে যে আত্মার বুদ্ধি যোগবল দ্বারা সম্পূর্ণ পবিত্র করে তুলবে। ভারতের প্রাচীন যোগেরও খ্যাতি আছে। আত্মার এখন মনে পড়ে বরাবর আমরা সর্বপ্রথম এসেছি। এখন আবার ফিরে যেতে হবে। তোমাদের নিজেদের ভূমিকা স্মরণে আসে। যারা এই কূলে আসার নয় তাদের স্মৃতিতেও আসবে না যে আমাদের পবিত্র হতে হবে। পবিত্র হওয়ার জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করলে বিকর্মজীত হবে এবং বোন-ভাই মনে করো তো দৃষ্টি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সত্যযুগে দৃষ্টি খারাপ হয় না। বাবা তো বোঝাতে থাকেন, বাচ্চারা নিজেদের জিজ্ঞাসা করো-- আমরা সত্যযুগী দেবতা না কলিযুগী মানুষ ? বাচ্চারা, তোমাদের খুব ভালো ভালো চিত্র, শ্লোগান ইত্যাদি তৈরী করতে হবে। একজন বলবে সত্যযুগী নাকি কলিযুগী তুমি ? দ্বিতীয় জন আবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করবে, এরকম করে সাড়া ফেলে দিতে হবে।

বাবা তো শ্রীমত দেন পতিতকে পবিত্র করার জন্য। বাকী ব্যাবসা ইত্যাদির আমরা কি জানি। বাবাকে ডাকাই হয় যে এসে মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার রাস্তা বলো, সেটা আমি এসে বলে দিই। কত সহজ কথা। ইশারাটাই যে খুব সহজ - "মনমনাভব" । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ কর। অর্থ না বোঝার কারণে গঙ্গাকে পতিত-পাবনী মনে করে নিয়েছে। পতিত-পাবন তো হলেন বাবা। এখন সবারই শেষ হিসাব মেটানোর সময় । হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে নিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। বাবা বোঝান বলে বোঝেও, কিন্তু ভাগ্যে নেই বলে নীচে পড়ে যায়। বাবা বলেন ভাই-বোন মনে কর, কখনো খারাপ দৃষ্টি যেন না যায়। কারও কামনার ভূত, লোভের ভূত এসে যায়, কখনো ভালো খাওয়ার (ভোজন) দেখলে আসক্তি হয়। চানাওয়ালা দেখলে, মন চাইবে খাওয়ার জন্য। আবার খেয়ে নিলে তো পরিপক্ব না হয়ে ওঠার কারণে শীঘ্রই প্রভাবে পড়ে যায়। বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। মাতা-পিতা বা অনন্য বাচ্চারা যাদের সার্টিফিকেট দেন তাদের অনুসরণ করা উচিত । যজ্ঞের যা পাওয়া যাবে সেটা মিষ্টি মনে করে খেতে হবে। জিভ-কে নিয়ন্ত্রণে রাখা কর্তব্য । যোগও চাই। যোগ না হলে মন এটা ওটা খেতে চাইবে, তাতে অসুস্থ হয়ে পড়বে । বুদ্ধিতে থাকা দরকার আমরা এসেছি দেবতা হওয়ার জন্য। এখন আমাদের গৃহে ফিরে যেতে হবে। আবার বাচ্চা হয়ে মায়ের কোলে আসব। মায়ের যেমন খাওয়া দাওয়া করে, তার প্রভাব বাচ্চার উপরও পড়ে। ওখানে (সত্যযুগে) এসব কোনো ব্যাপার নেই। সেখানে সব কিছু ফার্স্ট ক্লাস হবে। আমাদের জন্য মা খাদ্য ইত্যাদিও ফার্স্ট ক্লাস থাকবে, যা আমাদের পেটে আসবে। ওখানে তো হয়ই ফার্স্টক্লাস। জন্ম নেওয়া মাত্রই খাদ্য-পানীয় সব শুদ্ধ হয়। তাই ঐরকম স্বর্গে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

বাবা এসে পুনরুজ্জীবিত (রিজুবিটে) করেন। এই জগতে তো বাঁদরের গ্ল্যান্ড মানুষের মধ্যে বসিয়ে দিয়ে ভাবে, আমরা জোয়ান হয়ে যাব। যেমন হার্ট প্রতিস্থাপন করে থাকে । বাবা কোনো নতুন হার্ট ভরে দেন না। বাবা তো এসে হৃদয় পরিবর্তন করেন। বাকী এই সব হল সাইন্স। বোস্‌নস্‌ ইত্যাদি তৈরী করে। এ সব তো হন দুনিয়াকেই ধ্বংস করে দেওয়ার জিনিস । এটা তমোপ্রধান বুদ্ধি হল না ! কিন্তু তারা তো তাই নিয়েই খুশীতে থাকে, এও ভবিতব্য । বোস্‌নস্‌ অবশ্যই তৈরী হবেই। শাস্ত্রে আবার লেখা আছে পেট থেকে মুখল বেরোলে, তারপর এসব হল। এখন বাবা বুঝিয়েছেন এই সব হল ভক্তি মার্গের কথা। রাজযোগ তো আমিই শিখিয়ে ছিলাম। সেটা তো এক কাহিনী হয়ে গেছে, যা শুনতে শুনতে এই হাল হয়ে গেছে। এখন বাবা সত্যিকারের নারায়ণের কথা, তিজরির (তৃতীয় নেত্র লাভের কথা) কথা, অমরনাথের কথা শোনাচ্ছেন। এই পঠনপাঠন থেকে তোমরা এই পদ প্রাপ্ত করো। এছাড়া কৃষ্ণ ইত্যাদি তো নেই, যে দেখিয়েছে স্বদর্শন চক্র দ্বারা সবাইকে মেরেছে। আমি তো শুধু রাজযোগ শিখিয়ে নিয়ে পবিত্র করি। আমি তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী করে তুলি। ওরা আবার কৃষ্ণের চক্র ইত্যাদি দেখিয়েছে। স্বদর্শন চক্র ঘোরাবে কিভাবে ? এ তো আর জাদু নয়। এই সব তো গ্লানি। তাও এসব অর্ধ-কল্প চলে। ড্রামাও কেমন ওয়ান্ডারফুল ! এখন ছোট বড় সবার বাণপ্রস্থ অবস্থা। এখন আমাদের যেতে হবে, সেইজন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে। দ্বিতীয় আর কিছুই যেন স্মরণে না আসে। এরকম অবস্থা হলে তবেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করতে হবে- আমাদের রেজিস্টার কতটা ঠিক আছে? রেজিস্টার থেকে চাল-চলন জানা যাবে- নিয়মিত পঠনপাঠন করে কি করে না ? কেউ তো মিথ্যেও বলে দেয়। বাবা বলেন সব বলো, না বললে তোমাদেরই রেজিস্টার খারাপ হয়ে যাবে। ভগবানের কাছে পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করে যদি ভঙ্গ কর, তবে তোমাদের কি দশা হবে ! বিকারে পড়ে গেলে তো খেলা শেষ।

প্রথম নম্বর শত্রু হল দেহ-অভিমান, তারপর কাম, ক্রোধ। দেহ- অভিমান আসলেই বৃত্তি খারাপ হয়। সেইজন্য বাবা বলেন- দেহী-অভিমानी ভব। অর্জুনও তো ইনিই (ব্রহ্মা বাবা) ! কৃষ্ণেরই আত্মা তিনি । অর্জুন নাম কি আর ছিল ! নাম তো চেঙ্গ হয়, যার মধ্যে প্রবেশ করে। মানুষ তো বলে দেয় কল্পবৃক্ষ ইত্যাদি তোমাদের কল্পনা। মানুষ যা কল্পনা করে সেটাই বাস্তবে হয়।

তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত - এখন আমরা গিয়ে স্বর্গে ছোট বাচ্চা হব। তারপর নাম, রূপ, দেশ, কাল সব কিছু নতুন হবে। এ হল অসীমের নাটক। যা বানানো হয়েই আছে, সেটাই আবার হচ্ছে। সেটাই হবে, তবে আমরা চিন্তা কেন করব ? ড্রামার রহস্য এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। আর কেউ জানে না, তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া। দুনিয়াতে এই সময় সবাই হল পূজারী। যেখানে পূজারী আছে সেখানে পূজ্য একজনও হতে পারে না। পূজ্য হয়ই সত্য - ত্রেতা যুগে । কলিযুগে হল পূজারী, আবার তোমরা নিজেদেরকে পূজ্য কিভাবে বলতে পার ? পূজ্য তো দেবী-দেবতারাই হয়। পূজারী হল মানুষ। মূল কথা বাবা বোঝান- পবিত্র হতে চাও তো একমাত্র আমাকে (মামেকম্) স্মরণ কর। ড্রামা অনুসারে যে যত পুরুষার্থ করেছিল ততটাই করবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত ! ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের পঠন-পাঠনের রেজিস্টার রাখতে হবে। নিজের চার্ট দেখতে হবে যে আমাদের ভাই-ভাই এর দৃষ্টি কতটা থাকে ? আমাদের দৈবী স্বভাব হয়েছে ?

২) নিজেদের জিহ্বার উপর খুব কন্ট্রোল রাখতে হবে। বুদ্ধিতে থাকবে যে আমরা দেবতা হতে চলেছি, সেইজন্য খাদ্য-পানীয়ের বিষয়ে খুব সচেতন থাকতে হবে। রসনার দিকে মন যেন প্রভাবিত না হয়। মাতা-পিতাকে অনুসরণ (ফলো) করতে হবে।

বরদান :- প্রত্যেক মুহূর্তকে অস্তিম মুহূর্ত মনে করে সর্বদা এভাররেডি (প্রস্তুত) থাকা তীর পুরুষার্থী ভব

নিজের অস্তিম মুহূর্তের কোনো ভরসা নেই, সেইজন্য প্রতি মুহূর্তকে অস্তিম মুহূর্ত মনে করে সদা প্রস্তুত (এভাররেডি) থাক। এভাররেডি অর্থাৎ তীর পুরুষার্থী। এরকম ভেব না যে এখন তো বিনাশ হতে কিছু সময় লাগবে তখন তৈরী হয়ে যাব। না। প্রতি মুহূর্ত হল অস্তিম মুহূর্ত। সেইজন্য সর্বদা নির্মোহী, নির্বিকল্প, নির-ব্যর্থ.... ব্যর্থও নয়। তবে বলা হবে সদা-প্রস্তুত (এভাররেডি)। যে কোনো কাজই থাকুক না কেন, নিজের স্থিতি যেন সব কিছুর উর্ধ্বে থাকে (উপরাম হবে), যা হবে সেটা ভালোই হবে।

স্লোগান :- নিজের হাতে আইন (ল') তুলে নেওয়াও ক্রোধের অংশ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের তন-মন-ধন দিয়ে রুহানী সেবা করতে হবে, আধ্যাত্মিক (রুহানী) সেবার দ্বারা-ই ভারত স্বর্ণ যুগে (গোল্ডেন এইজ) পরিণত হবে"

প্রশ্ন :- চিন্তা মুক্ত থাকার জন্য সদা কোন্ কথাটি স্মরণে রাখবে ? তোমরা নিশ্চিত কখন থাকতে পারবে ?

উত্তর :- নিশ্চিত থাকার জন্যে সদা স্মরণে রাখবে এই ড্রামা হল একদম অ্যাকুরেট (যথার্থ) । যা কিছু ড্রামা অনুযায়ী চলছে সবই একদম অ্যাকুরেট। কিন্তু বাচ্চারা, এখন তোমরা নিশ্চিত থাকতে পারবে না, যখন তোমাদের কর্মজীবিত অবস্থা হবে, তখন তোমরা নিশ্চিত হবে। এর জন্যে যোগ খুব ভালো হওয়া উচিত। যোগী ও জ্ঞানী বাচ্চারা তখন গুপ্ত থাকতে পারবে না" ।

ওম্ শান্তি । পতিত-পাবন শিব ভগবানুবাচ। বাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে দেহধারী মানুষকে কখনও ভগবান বলা যায় না। মানুষ এও জানে, পতিত-পাবন হলেন ভগবান। শ্রীকৃষ্ণকে পতিত-পাবন বলা হবে না। বেচারী জগতের মানুষ খুবই বিভ্রান্ত হয়ে আছে। ভারতে যখন সূতোর জট পাকিয়ে যায়, তখন শিববাবাকে আসতে হয়। বাবা ব্যতীত সেই জটিলতা কেউ সরল করতে পারবে না। তিনি-ই হলেন পতিত-পাবন শিববাবা, যাঁকে শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারাই জান। তাও আবার নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। যদিও এখানে বসে আছে, প্রতিদিন শুনছে তবুও স্মরণে আসবে না যে আমরা শিববাবার কাছে বসে আছি, তিনি ব্রহ্মার মধ্যে বিরাজিত আছেন, আমাদের পড়াচ্ছেন, পবিত্র করছেন, যুক্তি বলে দিচ্ছেন।

তোমরা স্ব দর্শন চক্রধারী হয়ে রচয়িতা ও রচনার নলেজ পেয়ে কাম বিকারকে জয় করে জগৎজিত হও। অর্থাৎ আমাদের পিতা পতিত-পাবনও হলেন। নতুন রচনার রচয়িতাও হলেন তিনি। এখন তোমরা বেহদের রাজ্য প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ কর। প্রত্যেকে বুঝেছে যে আমরা শিববাবার কাছে রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করছি। এই কথাও যথার্থ ভাবে বুঝতে পারে না। কেউ একটু জানে, কেউ তো একেবারেই জানে না। শিববাবা তো বলেন আমি হলাম পতিত-পাবন। আমাকে এসে কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমি নিজের পরিচয় দিতে পারি। তোমাদেরও তো বাবা নিজের পরিচয় দিয়েছেন, তাই না ! শিববাবা বলেন, আমি সাধারণ দেহে প্রবেশ করি। ব্রহ্মার এই দেহ হল সাধারণ দেহ। কল্পবৃক্ষের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন । পতিত দুনিয়ায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন দেখানো হয় এবং তারপরে এর নীচে তপস্যা করছেন । তাদের তপস্যা করা শিববাবা শেখাচ্ছেন। রাজযোগ শিববাবা শেখাচ্ছেন। নীচে আছেন আদি দেব, উপরে আছেন আদি নাথ। তোমরা বাচ্চারা বোঝাতে পার আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম শিববাবার সন্তান । তোমরাও শিববাবার সন্তান কিন্তু তোমরা জান না। ভগবান হলেন এক, বাকিরা সবাই হল ব্রাদার্স। বাবা বলেন আমি নিজের বাচ্চাদেরই পড়াই। যারা আমার পরিচয় জানে তাদেরই পড়িয়ে দেবতায় পরিণত করি। ভারত-ই স্বর্ণ ছিল, এখন নরক হয়েছে। যে কাম বিকারকে জয় করবে সে-ই জগৎজিত হবে। আমি স্বর্ণ জগতের স্থাপনা করছি। অনেক বার এই ভারত স্বর্ণ যুগ ছিল, তারপরে লৌহ যুগে এল - সে কথা কেউ জানে না। রচয়িতা ও রচনার আদি, মধ্য, অন্তকে কেউ জানে না। আমি হলাম নলেজফুল। এটাই হল মুখ্য লক্ষ্য বস্তু (এইম অবজেক্ট) । আমি এনার সাধারণ দেহে প্রবেশ করে নলেজ প্রদান করি। এখন তোমরাও পবিত্র হও। এই বিকার গুলি

জয় করলে তোমরা জগৎজিত হবে। এই সব বাচ্চারা পুরুষার্থ করছে। তন-মন-ধন দ্বারা আধ্যাত্মিক (রুহানী) সেবা করে, দৈহিক নয়। একে স্পিরিচুয়াল নলেজ বলা হয়। এটা ভক্তি নয়। ভক্তির যুগ হল দ্বাপর-কলিযুগ, যাকে ব্রহ্মার রাত বলা হয় এবং সত্যযুগ-ত্রৈতাকে বলা হয় ব্রহ্মার দিন। কোনও গীতাপাঠী এলে তাদেরও বোঝাবে গীতায় ভুল আছে। গীতা কে গায়ন করেছে, রাজ যোগ কে শিখিয়েছে, কে বলেছে কাম বিকারকে জয় করলে তোমরা জগৎজিত হবে ? এই লক্ষ্মী - নারায়ণও জগৎজিত হয়েছে, তাই না ! এনার (ব্রহ্মার) ৮৪ জন্মের রহস্য বসে বোঝাও। তিনি যে-ই হোন, নলেজ নিতে তো এখানেই আসতে হবে, তাই না। আমি তো বাচ্চাদের পড়াই। কিন্তু তোমাদের মধ্যেও অনেকেই আছে যে এইটুকুও বোঝে না। তাই তো কথিত আছে, কোটিতে কেউ (তার মধ্যেও বিশেষ কেউ) । আমি কে, আমি কেমন, কেউ তা ৫ পার্সেন্টও জানে না। তোমাদের, বাবাকে জেনে পুরোপুরি স্মরণ করতে হবে। মামেকম্ স্মরণ করো না কেন ? বলে বাবা ভুলে যাই। আরে, তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে পার না। যদিও বাবা বোঝেন স্মরণ করা খুবই পরিশ্রমের কাজ, তবুও পুরুষার্থ করানোর জন্যে তোমাদের পাম্প করতে থাকেন। আরে, যে বাবা তোমাদের ক্ষীর সাগরে নিয়ে যান, বিশ্বের মালিক করেন, তাঁকেই ভুলে যাও ! মায়া অবশ্যই ভুলিয়ে দেবে। টাইম লাগবে । এমনও নয় মায়া তো ভুলিয়ে দেবে তাই ঢিলেঢালা হয়ে বসে যাবে। না, পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে। কাম বিকারকে জয় করতে হবে। মামেকম্ স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। যেমন বাচ্চারা আমি তোমাদের বলি, তেমনই কোনও বড় জাজ এলে তাকেও বাবা বলবেন - "বাচ্চা" কারণ আমি হলাম উঁচু ভগবান। উঁচু পাঠ তো আমি-ই পড়াই, প্রিন্স-প্রিন্সেস পদ প্রাপ্ত করার জন্য। বাবা বলেন, আমি এনাকে(ব্রহ্মাবাবাকে) পড়াই। ইনি পরে শ্রীকৃষ্ণ হন। ব্রহ্মা-সরস্বতী, তাঁরা পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন। এই প্রবৃত্তি মার্গ প্রচলিত আছে। নিবৃত্তি মার্গের মানুষ রাজ- যোগ শেখাতে পারেনা। রাজা-রানী দুই-ই চাই। বিদেশে গিয়ে বলে আমরা রাজযোগ শেখাই। কিন্তু তারা তো সুখকে কাক বিষ্ঠা সমান বলে দেয়, তো রাজযোগ শেখাবে কিভাবে। তো বাচ্চাদের উদ্দীপনা থাকা উচিত। কিন্তু বাচ্চারা এখনও ছোট, পূর্ণ বয়স্ক হয়নি। পরিপক্ব হওয়ার সাহস চাই।

বাবা বলেন - এ হল রাবণ সম্প্রদায়। তোমরা আহ্বান কর, পতিত-পাবন এসো । তো এটা পতিত দুনিয়া ? না পবিত্র দুনিয়া ? তোমরা বুঝেছ যে আমরা হলাম নরকবাসী। এসময় কি দৈব সম্প্রদায় আছে ? রামরাজ্য আছে ? তোমরা কি রাবণ রাজ্যের নও ? এখন রাবণ রাজ্যে সকলে অসুরী বুদ্ধি সম্পন্ন । এখন অসুরী বুদ্ধিকে দৈবী বুদ্ধিতে পরিণত করবে কে ? এমন ৪-৫ টি প্রশ্ন কর, তো মানুষ চিন্তায় পড়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমাদের কাজ হল বাবার পরিচয় দেওয়া। কল্পবৃক্ষের ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হয়। তারপরে অনেক বৃদ্ধি হবে। মায়াও ঘোল খাইয়ে একদম নীচে ফেলে দেয়। বস্ত্রিং খেলায় অনেকে মরে, এখানেও । বিকারে গেল আর মরল । তখন আবার নতুন করে পুরুষার্থ শুরু করতে হয়। বিকার একদম মেরে দেয়। যেটুকু মরচে দূর করে পতিত থেকে পবিত্র হয়ে উঠেছিল, সব উপার্জিত ধন শেষ হয়ে যায়। আবার নতুন করে পরিশ্রম করতে হয়। এমন নয় যে, তাদের এখানে অ্যালাও করা হবে না। না, তাদের বোঝাতে হবে যা কিছু স্মরণের যাত্রা করেছে, যা পড়েছ সব শেষ হয়ে গেছে। একদম মুখ খুবড়ে পড়ে । যদি বারংবার নীচে পড়বে, তাহলে তখন বলা হবে গেট আউট। দুই, একবার দেখা হবে। দুই বার ক্ষমা করা হবে, তারপরে কেস হোপ্ লেস হয়ে যাবে। আবার আসবে, কিন্তু একদম ডার্টি ক্লাসে। সেফ্রেত্রে এমনই তো বলা হবে, তাইনা। যারা একদমই কম পদ প্রাপ্ত করে তাদের বলা হবে ডার্টি ক্লাস। দাস-দাসী, চন্ডাল, প্রজাদেরও চাকর-বাকর হয়, তাই না। বাবা তো জানেন আমি এদের পড়াচ্ছি। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এসে পড়াই। তারা লক্ষ

বছর বলে দেয়। ভবিষ্যতে এও বলতে পারে যে একেবারে ৫ হাজার বছরের কথা। সেটাই হল মহাভারী লড়াই। কিন্তু স্মরণের যাত্রায় তারা থাকতে পারবে না। দিন দিন টু লেট হতে থাকবে। বলাও হয়, অনেক সময় গেছে কিছুটা আর বাকি । এইসব এখনকার কথা। একটু সময় আছে পবিত্র হওয়ার। লড়াই সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে - আমরা কি স্মরণের যাত্রায় আছি ? যখন নতুন কেউ আসে তো বাচ্চাদের দিয়ে ফর্ম অবশ্যই ভরাতে হবে। যখন ফর্ম ভরবে তারপরে তাদের বোঝানো হবে। যদি কেউ বুঝতে না চায় তবে সে ফর্ম ভরবে কেন ? এমন তো অনেকে আসে। বলা, তোমরা যে বাবাকে আহ্বান কর - পতিত-পাবন এসো অর্থাৎ নিশ্চয়ই এই দুনিয়াটা পতিত, তবেই তো বলা হয় এসে পবিত্র কর। তারপরে কেউ পবিত্র হয়, কেউ হয়না। বাবার কাছে অনেক পত্র বা চিঠি আসে। সবাই লেখে শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা। শিববাবাও বলেন - আমি সাধারণ দেহে প্রবেশ করি। এনাকে ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাই। আর কোনো মানুষ রচয়িতা ও রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না। এখন বাবা-ই তোমাদের বলছেন। এই সব চিত্র ইত্যাদিও বাবা দিব্য দৃষ্টি দিয়ে তৈরি করেছেন।

বাবা তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পড়ান। আত্মারা চট করে অশরীরী হয়ে যায়। এই শরীর থেকে নিজেকে পৃথক ভাবতে হবে, বাবা বলেন - বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হও, অশরীরী হও। আমি আত্মাদের পড়াই। এই মেলা হল আত্মা ও পরমাত্মার, একেই সঙ্গমের মেলা বলা হয়। বাকি গঙ্গা নদী পবিত্র করতে পারে না। সাধু, সন্ত, ঋষি, মুনি ইত্যাদি সবাই স্নান করতে যান। এবারে গঙ্গা নদী পতিত-পাবনী হবে কিভাবে ? ভগবানুবাচ আছে না - কাম হল মহা শত্রু, এই বিকারকে জয় করলে তোমরা জগৎজিত হয়ে যাবে। গঙ্গা বা সাগর তো বলা যায় না। এইসব জ্ঞান সাগর বাবা বোঝান, এই বিকারকে জয় করতে মামেকম্ স্মরণ করো তো তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। দৈবী গুণ ধারণ করো, কাউকে দুঃখ দিও না। এক নম্বর দুঃখ হল কাম কাটারী চালানো। এই বিকার-ই আদি, মধ্য, অন্ত দুঃখ দেয়। সত্যযুগে এইসব হয় না। সেটা হল পবিত্র দুনিয়া, সেখানে কেউ পতিত থাকে না। যেমন তোমরা যোগ বলের দ্বারা রাজ্য নাও, তেমনই সেখানে যোগবলের দ্বারা সন্তান জন্ম হয়। সেখানে রাবণ রাজ্য নেই। তোমরা রাবণ দহন কর, কোন্ সময় থেকে তা আরম্ভ হয়েছে, তোমরা জানো না। রামরাজ্যে রাবণ থাকে না। এইসব বুঝবার বিষয়, যা বাবা বসে বোঝান। বাবা বোঝান খুব ভালো কিন্তু কল্প-কল্প যে যতটা পড়া করেছে, ততই পড়ে। পুরুষার্থ দ্বারা সম্পূর্ণটা জানা যায়। স্থূল সেবারও সাবজেক্ট আছে, মন দ্বারা নয় তো বাণী দ্বারা, কর্ম দ্বারা। বাণী দ্বারা সেবা তো খুবই সহজ। সর্ব প্রথম হল মন দ্বারা অর্থাৎ মন্বনাভব, স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে। নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অনেকে বাবাকে স্মরণ করতে পারে না। এমন বলা হবে না যে জ্ঞান স্মরণ করতে অসমর্থ। মামেকম্ স্মরণ করতে অপারগ। স্মরণ না করলে শক্তি পাবে কোথা থেকে। বাবা হলেন সর্ব শক্তিমান, তাঁকে স্মরণ করলেই শক্তি আসবে, একেই ধার বলা হয়। কর্ম যদি কেউ ভালো করে তো শ্রেষ্ঠ পদ মর্যাদা লাভ করবে। কর্ম না করলে কিছুই পদ পাবে না। চারটে সাবজেক্ট তো আছে, তাই না ! এসব হল গুপ্ত বিষয়, গভীরে গিয়ে বুঝতে হবে। তারা তো যোগ-যোগ বলতে থাকে, কিন্তু বুঝতে পারে না যে, তোমরা যোগের দ্বারা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত কর। যোগবল দ্বারা সন্তান জন্ম হয়। এই কথাও কেউ জানে না। তোমাদের বোঝানো হয় তবু অর্ধকল্প পরে তোমরা মায়ার দাস হয়ে যাও। তারপর মায়ী তোমাদের এখনও ছাড়ে না। এখন তোমাদের শিববাবার গোলাম হতে হবে। কোনও দেহধারীর দাস নয়। বোন-ভাইও এখন বলা হয় - পবিত্র হওয়ার জন্যে। তারপরে তো এর থেকেও উর্ধ্ব যেতে

হবে। ভাই-ভাই বুঝতে হবে। ভাই-বোনের দৃষ্টিও নয়(আত্মা-আত্মা) । ড্রামা অনুযায়ী যা কিছু চলছে, সবই অ্যাকুইরেট (যথাযথ)। ড্রামা একেবারে অ্যাকুইরেট। শিববাবা তো হলেন সদা চিন্তা মুক্ত, ব্রহ্মা বাবার অবশ্যই চিন্তা থাকবে। চিন্তা মুক্ত বা নিশ্চিন্ত তখনই হবেন, যখন কর্মাজীত অবস্থা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু না কিছু হয়। যোগ ভালো চাই। যোগের জন্যে বাবা এখন জোর দেন। এর জন্যে বলা হয় ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাও। বাবা অনুযোগ করেন, যে বাবা তোমাদের এত খাজানা দেন তাঁকেই তোমরা ভুলে যাও। বাবা জানেন, কার জ্ঞান আছে, কার নেই। জ্ঞানী কখনও গুপ্ত থাকবে না। সে সাথে সাথে সার্ভিস করে প্রমাণ দেবে। অতএব এইসব হল বুঝবার বিষয় । আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত ! ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) মায়ার বক্সিং-এ হারবে না। পুরুষার্থে টিলেঢালা হয়ে বসে যাবে না। সাহসের সঙ্গে সেবা করতে হবে।

২) এই ড্রামাটি হল অ্যাকুইরেট, তাই কোনও বিষয়েরই চিন্তা করবে না। কর্মাজীত অবস্থা পাওয়ার জন্য একমাত্র বাবা-র স্মরণে থাকতে হবে, কোনও দেহধারীর গোলাম হবে না।

বরদান :- "বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি দ্বারা" (অসীমের অনাসক্ত বৃত্তি) সর্ব আসক্তি মুক্ত প্রকৃত সত্য রাজঋষি ভব

ব্যাখা: রাজঋষি অর্থাৎ এক দিকে রাজ্য অন্য দিকে ঋষি অর্থাৎ অসীমের (বেহদের) বৈরাগী। যদি কোথাও নিজের প্রতি, কোনও ব্যক্তির প্রতি, কোনও বস্তুর প্রতি আসক্তি আছে, তো রাজঋষি নয়। যার সঙ্কল্প মাত্রও এতটুকুও আসক্তি আছে তার দুই নৌকায় পা রয়েছে, সে তখন না এদিকের রইল, না ওদিকের। তাই রাজঋষি হও, বেহদের বৈরাগী হও অর্থাৎ এক পিতা অন্য কেউ নয় - এই পাঠটি পাকা করো।

স্লোগান - ক্রোধ হল অগ্নি রূপ যা নিজেকেও দহন করে এবং অন্যকেও ।

ভক্তি প্রবণ ভালবাসার ভাবনা সম্পন্ন আত্মা এবং জ্ঞানী আত্মার বৈশিষ্ট্য

আজ বাপদাদা দেখছেন যে, সকল বাচ্চাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বাচ্চা ভক্তি প্রবণ ভালোবাসা নিয়ে বাবার কাছে এসেছে আর কোন্ কোন্ বাচ্চা বাবাকে যথাযথভাবে চিনে, পাওয়ার জন্য অর্থাৎ উচ্চ - মহান হওয়ার জন্য বাবার কাছে পৌঁছেছে। দু'রকম বাচ্চারাই বাবার ঘরে পৌঁছেছে। যাদের কেবল ভক্তিমূলক ভালোবাসা রয়েছে, তারা তাদের ভালোবাসার ফল স্বরূপ নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে খুশি, শান্তি, জ্ঞান এবং প্রেমের ফল প্রাপ্ত করে এবং তাতেই খুশি হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভক্তিমার্গের ভালোবাসা আর বর্তমান সময়ে বাবার পরিচয়কে জেনে বাবা এবং পরিবারের প্রতি ভালোবাসা - এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ভক্তিমার্গের ভালোবাসা হল অন্ধশ্রদ্ধা, ইন্ডাইরেস্ট ভাবে মিলিত হওয়ার জন্য ভালোবাসা, তা হল স্বল্পকালীন স্বার্থ-মিশ্রিত ভালোবাসা। কিন্তু বর্তমান সময়ে জ্ঞানের ভিত্তিতে বাচ্চাদের যে ভালবাসা, তা ভক্তিমার্গের ভালোবাসার থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ। কারণ এই ভালোবাসা ইন্ডাইরেস্ট ভাবে কোনো দেব আত্মাদের দ্বারা নয়, ডাইরেস্ট বাবার প্রতি ভালোবাসা। বাবার পরিচয় তো রয়েছে, কিন্তু ভক্তি প্রবণ ভাবনার দ্বারা জানা আর জ্ঞানের দ্বারা জানা - এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জ্ঞানের দ্বারা জানা অর্থাৎ বাবা আসলে কে এবং কেমন, আমি প্রকৃতপক্ষে কে এবং কেমন - সেটাকে রীতিমতো জানা অর্থাৎ বাবার সমান হওয়া। বাবাকে তো সকলেই জেনেছে, কিন্তু ভক্তিমূলক ভালবাসার দ্বারা জেনেছ না জ্ঞানের দ্বারা জেনেছ ? এই পার্থক্যটা বুঝতে হবে। বাপদাদা আজকে এরূপ কিছু বাচ্চাদের ভালোবাসাকে দেখছেন। ভক্তিমূলক ভালোবাসার দ্বারা বাবাকে জানলেও অবিনাশী উত্তরাধিকার পেয়ে যায়। কিন্তু তফাৎটা হল -অবিনাশী সম্পদের অধিকারী হওয়া আর সম্পূর্ণ সম্পদের অধিকারী হওয়া। যাদের ভক্তিমূলক ভালোবাসা রয়েছে আর যাদের প্রকৃত জ্ঞান রয়েছে তারা দুজনেই স্বর্গের ভাগ্য অর্থাৎ জীবনমুক্তির অধিকার পেয়ে যায়। কিন্তু পদের মধ্যে অন্তর হয়ে যায়। উভয়েই 'বাবা' শব্দ উচ্চারণ করে এবং আনন্দের সাথে উচ্চারণ করে। তাই এই 'বাবা' শব্দটাকে বোঝা এবং উচ্চারণ করার ফল স্বরূপ উত্তরাধিকারের প্রাপ্তি তো হবেই। জীবনমুক্তির অধিকারী তো হয়ে যায়, কিন্তু অষ্টরত্ন, একশো আট বিজয়ী রত্ন, ১৬ হাজার এবং তারপরে ৯ লাখ। এদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। ১৬ হাজারের মালাও রয়েছে, ১০৮-এর মালাও রয়েছে। ১০৮ এর মধ্যে আবার বিশিষ্ট ৮ জন রয়েছেন। সকলেই মালার দানা হয়। উভয়কেই মালার দানা বলা হবে। ১৬ হাজারের মালার দানাও খুশি এবং নেশার সাথে বলবে 'আমার বাবা', 'আমার রাজ্য'। কিন্তু কেউ রাজ-সিংহাসনের অধিকারী হয়, কেউ রাজ-পরিবারের অধিকারী হয়, কেউবা আবার রাজ-পরিবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকার অধিকারী হয়। এইরকম পার্থক্য হয়ে যায়।

ভক্তি মূলক ভাবনা প্রবণ আত্মা এবং জ্ঞানী আত্মা উভয়েরই নেশা থাকে। উভয়েই খুব ভালভাবে প্রভুপ্রেমের কথা শোনায। এমনভাবে সেই প্রেম স্বরূপে স্থিত হয়ে যায় যে দুনিয়ার প্রতি তাদের কোনো হুঁশই থাকে না। 'আমার তো এক শিববাবা-ই' - এমন ভালবাসার গীতও ভালই গায়। কিন্তু শক্তি স্বরূপ হয় না। সবাই দেখে যে সে খুশিতেই রয়েছে। কিন্তু মায়ার ছোট্ট একটা বিঘ্ন এলেই এই ভক্তি প্রবণ আত্মারা খুব তাড়াতাড়ি ঘাবড়ে যায়। হয়তো একটু আগেই খুব আনন্দ সহকারে বাবার গীত গাইছিল, কিন্তু একটু পরেই কোনো ছোট মায়াবী বিঘ্ন এলেই সেই খুশির গীতের পরিবর্তে 'কি

করব?’, ‘কিভাবে করব?’, ‘কি হবে?’, ‘কিভাবে হবে?’ - এইরকম ‘কি-কি’-এর গীত গাইতেও তারা কম যায় না। জ্ঞানী আত্মারা নিজেকে সর্বদা বাবার সাথী অর্থাৎ মাস্টার সর্বশক্তিমান মনে করার জন্য মায়াবী বিদ্বগুণকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। ‘কি-কি’-এর গীত গায় না। ভক্তি প্রবণ আত্মারা কেবল প্রেমের শক্তিতেই আগে এগিয়ে যায়। মায়ার বিরোধিতা করার শক্তি ওদের থাকে না। জ্ঞানী আত্মাদের যেহেতু বাবার সমান হওয়ার লক্ষ্য থাকে, তাই তারা সর্ব-শক্তির অনুভবের দ্বারা মায়ার বিরোধিতা করতে পারে। এবার নিজেই নিজেকে প্রশ্ন কর যে আমি কে ? ভক্তি প্রবণ আত্মা নাকি জ্ঞানী আত্মা ? বাবা তো ভক্তি প্রবণ আত্মাদেরকে দেখেও খুশি হন। ‘আমার বাবা’- বলার সাথে সাথে অধিকারী তো হয়েই গেছে। সেই অধিকার নেওয়ার দাবীদারও হয়ে গেছে। পুরোটা নেবে ? নাকি কিছুটা নেবে... সেটা তো নিজ পুরুষার্থ অনুসারে যতটা ঝুলি ভরতে চাইবে ততটাই ভরতে পার, কারণ ‘আমার বাবা’ বলার সাথে সাথে সেই চাবি তো তোমরা ঘুরিয়েই দিয়েছ। আর অন্য কোনো চাবি নেই। কারণ বাপদাদা হলেন সাগর। অফুরন্ত রয়েছে, অসীম রয়েছে। যাদের নেওয়ার কথা, তারাই ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। দাতা কখনো ক্লান্ত হন না। কারণ তাঁকে তো কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। দৃষ্টি দেওয়ার মাধ্যমেই অধিকার দিয়ে দিয়েছেন। যারা নিচ্ছে তাদেরও কোনো পরিশ্রম হওয়ার কথা নয়, কিন্তু অবহেলা বশতঃ হারিয়ে ফেলে। তারপর নিজের সেই দুর্বলতার কারণে হারানো বিষয় পুনরায় প্রাপ্ত করার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। হারিয়ে ফেলার পর পুনরায় প্রাপ্ত করা, প্রাপ্ত করার পর পুনরায় হারানো - এইরকম ভাবে পরিশ্রম করার জন্যই ক্লান্ত হয়ে যায়। যারা সাবধান এবং হুঁশিয়ার, তারা সর্বদাই প্রাপ্তি স্বরূপ থাকে। সত্যযুগে যেভাবে দাসীরা সর্বদা সেবা করার জন্য আশেপাশে থাকে, সেইরকম বর্তমান সময়েও জ্ঞানী আত্মা অর্থাৎ বাবার মতো শ্রেষ্ঠ আত্মাদের আশেপাশে সকল শক্তি এবং সকল গুণ সেবাধারী রূপে সর্বদা সাথে থাকে। যেকোনো শক্তি কিংবা গুণকে আহ্বান করলেই হাজির হয়ে যায়। এইরকম স্বরাজ্য অধিকারী আত্মারাই বিশ্বের রাজ্য অধিকারী হয়। সুতরাং পরিশ্রমের অনুভব যেন না হয়। প্রত্যেক শক্তি, প্রত্যেক গুণের দ্বারা নিজেকে সর্বদা বিজয়ী অনুভব কর। যেভাবে তোমরা ড্রামাতে দেখাও যে রাবণ তার সাথীদেরকে হত্যা করে আহ্বান করে আর ব্রাহ্মণ আত্মা, স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা, নিজ শক্তি এবং গুণসমূহকে হত্যা করে আহ্বান করে। এইরকম অধিকারী কি হয়েছে ? নাকি সঠিক সময়ে এইসকল শক্তিকে ব্যবহার করতে পার না। যে রাজা দুর্বল, তাকে কেউ মানে না। উল্টে রাজাকেই প্রজাদের কথা শুনতে হয়। কিন্তু বাহাদুর রাজা সবাইকে নিজের আদেশ অনুসারে পরিচালনা করে এবং রাজত্ব প্রাপ্ত করে। সুতরাং সহজ বিষয়কে কঠিন করা এবং তারপর ক্লান্ত হয়ে যাওয়া - এটা অবহেলা করার লক্ষণ। নামেই রাজা, অথচ অর্ডার করলে কেউ আসে না - এটাকে কি বলা উচিত ? অনেকে এইরকম বলে - আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সহ্যশক্তির প্রয়োজন, কিন্তু পরে স্বরণে এসেছিল। সেই সময়ে চিন্তা করেও সহ্যশক্তিকে ব্যবহার করতে পারিনি। অর্থাৎ ডেকেছ আজকে আর এলো কালকে। এটা কি অর্ডার অনুসারে হল ? কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়ার অর্থ - নিজ শক্তি অর্ডার অনুসারে চলে না। সেবাধারী যদি সঠিক সময়ে সেবা না করে, তাহলে সেই সেবাধারীকে কি বলা উচিত ? তাই সর্বদা স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে সকল শক্তি এবং গুণকে নিজের এবং অন্যের সেবাতে ব্যবহার কর । বুঝেছ? কেবল ভক্তি প্রবণ হয়ো না, শক্তিশালী হও। আচ্ছা - বিভিন্ন প্রকারের আত্মাদের এই মেলা দেখে তো খুশি হচ্ছে, তাই না? মধুবন নিবাসীরা তো কত মেলা দেখে, কত রকম গ্রুপ আসে। এইরকম ভ্যারাইটি ফুলের বাগিচা দেখে বাপদাদাও খুশি হন। স্বাগত। ‘শিবঠাকুরের বরযাত্রী’-র যে গায়ন রয়েছে, সেটাই এখন চাফুস করছে। ‘বাবা-বাবা’ বলতে বলতে সবাই যাত্রা শুরু করেছে এবং মধুবনেও পৌঁছে গেছে। এবার সম্পূর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। আচ্ছা!

সর্বদা শ্রেষ্ঠ অধিকার প্রাপ্তকারী বিজয়ী আত্মাদেরকে, সর্বদা অধিকারের সাথে সর্বশক্তিসমূহ দ্বারা সেবা করতে সক্ষম শক্তিশালী আত্মাদেরকে, সর্বদা রাজ্য সিংহাসনের অধিকারী হতে সমর্থ অধিকারী আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং নমস্কার।

পৃথক-পৃথক পার্টির সাথে অব্যক্ত বাপদাদা সাক্ষাৎ

পাঞ্জাব জোন:- সকল পাঞ্জাব নিবাসীই তো মহাবীর, তাই না? কেউ ভীতু নয় তো? কোনো বিষয়ে ভয় করে না তো ? সব থেকে বড় ভয় হল মৃত্যুভয়। তোমরা তো সকলেই মৃত। মৃত ব্যক্তির আবার কিসের মৃত্যুভয় ! তখনই মৃত্যুভয় আসে, যখন ভাবো যে এখনও এই কাজটা করা বাকি আছে, এই কাজটা করতে হবে...। যদি কোনো কাজ সম্পূর্ণ না হয়, তখনই মৃত্যু ভয় আসে। কিন্তু তোমরা তো সকল কার্য সম্পূর্ণ করে এভাররেডি রয়েছ। এই পুরাতন খোলস ত্যাগ করার জন্য এভাররেডি রয়েছ, তাই কোনো মৃত্যুভয় নেই। তোমরা তো অন্যান্য ভীত আত্মাদেরকে শক্তিশালী বানানোর নিমিত্ত, দুঃখের সময়েও সুখ দেওয়ার নিমিত্ত। তোমরা হলে সুখদাতার সন্তান। যেভাবে রাত্রিবেলা একটা রাতের প্রদীপ চারিদিক আলো করে দেয়, সেইরকম তোমরা আত্মারা হলে দুঃখের সময়ে সুখ দেওয়ার নিমিত্ত। তোমাদের কি সর্বদা এইরকম সুখ দেওয়ার ভাবনা থাকে ? সর্বদাই সুখ দিতে হবে, শান্তি দিতে হবে। শান্তিদাতার সন্তানরা হল শান্তিদেব। সুতরাং শান্তিদেব কারা? কেবল বাবা নয়, তাঁর সাথে তোমরাও। হে শান্তি দেওয়ার নিমিত্ত শান্তিদেবতারা, তোমরা শান্তি দেওয়ার এই কার্য করছ তো ? দুনিয়ার লোক জিজ্ঞেস করে যে তোমরা কি কাজ কর ? তাই তোমরা সবাইকে এটাই বল - বর্তমান সময়ে যেটা সবথেকে বেশি প্রয়োজন, আমরা সেই কাজটাই করছি। ঠিক আছে, কাপড়-খাবার না হয় দেবে, কিন্তু সবথেকে প্রয়োজনীয় জিনিস হলো শান্তি। সুতরাং যে জিনিসটা সকলের প্রয়োজন, সেটাই আমরা দিচ্ছি। এর থেকে বড় সেবা আর কি আছে ? মন শান্ত থাকলে অর্থও সঠিক কাজে ব্যবহৃত হবে। মন শান্ত না থাকলে সেই অর্থবল-ই সমস্যা তৈরি করবে। এখন এমনভাবে শান্তির শক্তিশালী তরঙ্গ চারিদিকে ছড়াও, যাতে সকলে অনুভব করে যে গোটা দেশের মধ্যে এটাই হল শান্তির জায়গা। একে অপরের মুখ থেকে শুনবে আর এখানে অনুভব করার জন্য আসবে যে অল্প সময়ের জন্য গেলেও অনেক শান্তি পাওয়া যায়। এইরকম আওয়াজ যেন চারিদিকে ছড়িয়ে যায় যে এই সেবাস্থানটাই হল শান্তির একমাত্র কোণ। যতই অশান্ত আত্মা হোক না কেন, সবাই যেন বুঝতে পারে- যেভাবে রোগী হাসপাতালে পৌঁছে যায়, সেইরকম অশান্তির সময়ে এই শান্তির জায়গাতেই যাওয়া উচিত। এইরকম তরঙ্গ চারিদিকে ছড়াও। কিভাবে ছড়াবে ? এজন্য দু' একজন আত্মাকে হলেও ডেকে এনে অনুভব করাও। একজনের কাছ থেকে আরেকজন শুনবে, তার থেকে আরেকজন - এইভাবে ছড়াতে থাকবে। যে খুব অশান্ত, তাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে শান্তির অনুভব করাও। যেকোনো ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক হলেই তাকে শান্তির অনুভব করার বার্তা দাও। পাঞ্জাব নিবাসীদেরকে বিশেষভাবে এই সেবাটা করতে হবে। এখন আওয়াজ জোরালো করার সুযোগ রয়েছে। এখনও তারা একটা স্থানের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই স্থানের পরিচয় নেই, কেবল খুঁজছে। একটা ঠিকানা থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। বুঝে গেছে যে ওটা কোনো ঠিকানা নয়। এইরকম ঘুরে বেড়ানো আত্মাদেরকে কি তোমরা সহজে ঠিকানা বলে দিতে পারবে না ? এই সেবাটাই কর। যদি কারফিউও জারি হয়, তাহলেও যোগাযোগ তো থাকে, তাই না ? যাদের সাথে সম্পর্ক রয়েছে, তাদেরকে যদি অনুভব করাও, তাহলে ঐ আত্মারাই চারিদিকে আওয়াজ ছড়াবে। ওদেরকে দুই এক

ঘন্টার জন্য হলেও যোগ শিবির করাও। যদি সামান্য শক্তিরও অনুভব করে, তাহলেই অনেক খুশি হবে, ধন্যবাদ জানাবে। যখন লক্ষ্য থাকে যে আমাকে করতেই হবে, তখন রাস্তাও মিলে যায়। এইভাবে নাম সুপ্রসিদ্ধ করে দেখাও। পাঞ্জাবের ভূমি যতটা শক্ত, ঠিক ততটাই তোমরা নরম করতে পার। আচ্ছা।

২) সর্বদা নিজেকে ফরিস্তা অর্থাৎ ডবল লাইট অনুভব কর ? এই সঙ্গমযুগের অন্তিম স্বরূপ তো ফরিস্তা, তাই না ? ব্রাহ্মণ জীবনের প্রাপ্তিটাই হল ফরিস্তা জীবন। যার শরীর এবং শারীরিক পরিজনদের সাথে কোনো রিস্তা অর্থাৎ সম্বন্ধ নেই, তাকেই ফরিস্তা বলা যাবে। শরীর এবং শারীরিক পরিজনদের সাথে সম্বন্ধ শেষ হয়েছে, নাকি একটু হলেও আটকে আছে ? যদি একটুও সূক্ষ্ম আকর্ষণ রূপী রশি থেকে যায়, তাহলে উড়তে পারবে না, নিচে চলে আসবে। তাই ফরিস্তা মানে যার কোনো পুরানো সম্বন্ধ নেই। যেহেতু জীবনটাই নুতন পেয়েছ, তাই সবকিছুই নুতন। সংকল্প, সম্বন্ধ, অক্যুপেশন সবকিছুই নুতন। স্বপ্নও পুরাতন জীবনের কথা মনে আসতে পারে না। যদি সামান্য দেহভানও আসে, তার অর্থ এটাই যে নিশ্চয়ই কোনো সম্বন্ধ আছে। সেইজন্যই দেহভান আসে। যার সাথে সম্বন্ধ থাকে তার কথাই তো মনে আসে। সুতরাং দেহভান আসার অর্থ হল দৈহিক কোনো সম্বন্ধ রয়েছে। শরীরের সাথে যদি সামান্যতম আকর্ষণও থাকে, তাহলে উড়বে কিভাবে ? ভারী বস্তুকে যতই উপরে ছোঁড়া হোক না কেন, সে পুনরায় নিচে নেমে আসে। তাই ফরিস্তা মানে যে হাল্কা, বোঝাহীন। জীবিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করার অর্থই হল বোঝামুক্ত হওয়া। যদি সামান্য কিছু এখনও আছে, তাহলে সেটা শীঘ্রই শেষ করো। নাহলে যখন সময়ের বাঁশি বাজবে, তখন সবাই উড়তে থাকবে, আর যাদের বোঝা রয়েছে তারা নিচেই থেকে যাবে এবং যারা উড়বে তাদেরকে দেখতে থাকবে। তাই ভালোভাবে চেক করবে যে কোনো সূক্ষ্ম রশিও থেকে যায়নি তো ? বুঝেছ ? তাই আজকের এই বিশেষ বরদান সর্বদা মনে রাখবে - ‘তোমরা আত্মারা হলে নির্বন্ধন ফরিস্তা, বন্ধনমুক্ত আত্মা।’ ফরিস্তা শব্দটা কখনও ভুলবে না। ফরিস্তা মনে করলেই উড়ে যাবে। বরদাতার এই বরদান স্মরণে থাকলেই সর্বদা সমৃদ্ধশালী থাকবে।

৩) সর্বদা নিজেকে শান্তির সন্দেশ প্রদানকারী, শান্তির বার্তা প্রচারকারী সন্দেশ বাহক (সন্দেশী) মনে করে ? ব্রাহ্মণ জীবনের কাজই হল বার্তা দেওয়া। এই কর্তব্যটিকে কখনও ভুলে যাও না তো ? প্রতিদিন চেক কর যে আমার মতো শ্রেষ্ঠ আত্মার যে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য রয়েছে, সেটা কতটা পালন করেছি ? কতজনকে বার্তা দিয়েছি? কতজনকে শান্তির দান দিয়েছি ? তোমরা হলে মহান-দাতা, বরদাতা আত্মা, যারা সবাইকে বার্তা দেয়। কত টাইটেল (উপাধি) তোমাদের। বর্তমান দুনিয়ায় যত বড় বড় টাইটেল রয়েছে, তোমাদের তুলনায় সেইসব টাইটেল ছোটো। ওখানে তো আত্মারা টাইটেল দেয়। কিন্তু এখানে স্বয়ং বাবা বাচ্চাদেরকে টাইটেল দেন। তাই নিজের বিভিন্ন টাইটেলকে স্মরণে রেখে খুশিতে থাক এবং সেইরকম সেবাতেই সদা নিযুক্ত থাক । টাইটেল মনে থাকলেই সেবাটাও মনে পড়ে যাবে। আচ্ছা!

বরদান:- একাগ্রতার শক্তি দ্বারা পর-বশীভূত স্থিতিকে পরিবর্তন করতে সক্ষম অধিকারী আত্মা হও

ব্রাহ্মণ আত্মা মানে অধিকারী আত্মা। সে কখনও কোনো কিছুর বশীভূত হতে পারে না। নিজের দুর্বল স্বভাব সংস্কারের বশীভূতও হতে পারে না, কারণ, ‘স্ব-ভাব’ কথার অর্থই হল নিজের প্রতি এবং সকলের প্রতি আত্মিক ভাব। তাই দুর্বল স্বভাবের বশীভূত সে হয় না এবং অনাদি-আদি সংস্কারের

স্মৃতি দ্বারা দুৰ্বল সংস্কারও সহজেই পৰিবৰ্তন হয়ে যায়। একাগ্ৰতার শক্তি পৰ-বশীভূত স্থিতিকে পৰিবৰ্তন করে মালিক ভাবেৰ স্থিতির আসনে সেট করে দেয়।

শ্লোগান:- ক্ৰোধ হল জ্ঞানী আত্মার মহাশত্ৰু।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞানের তলোয়ারে যোগের ধার চাই, তবেই বিজয় হবে, জ্ঞানে যোগের ধার থাকলে তার প্রভাব নিশ্চয়ই পড়বে"

প্রশ্ন:- তোমরা হলে ঈশ্বরীয় বার্তা বাহক (খোদার পয়গম্বর), সম্পূর্ণ দুনিয়াকে তোমাদের কোন্ বার্তা দিতে হবে ?

উত্তর :- সম্পূর্ণ দুনিয়াকে এই বার্তা দাও যে, খোদা বা ঈশ্বর বলছেন - তোমরা সবাই নিজেকে আত্মা ভাবো, দেহ-অভিমান ত্যাগ করো, আমি তোমাদের পিতা, একমাত্র আমাকে স্মরণ কর তো তোমাদের মাথা থেকে পাপের বোঝা নামবে। কেবল এই এক বাবার স্মরণ দ্বারা তোমরা পবিত্র হবে। অন্তর্মুখী বাচ্চারা-ই এমন সংবাদ সবাইকে দিতে পারে ।

ওম্ শান্তি । বাবা বুঝিয়েছেন যে মানুষ মাত্রই , সে দৈবী গুণধারী হোক বা অসুরী গুণধারী, তাকে ভগবান বলা যাবে না। এই কথা তো বাচ্চারা জানে - দৈবী গুণধারী মানুষ হয় সত্যযুগে, অসুরী গুণধারী মানুষ হয় কলিযুগে, তাই বাবা লিখিত বক্তব্য তৈরি করেছেন যে তোমরা দৈব গুণধারী মানুষ নাকি অসুরী গুণধারী ? সত্যযুগী নাকি কলিযুগী ? এই সব কথা বোঝা মানুষের পক্ষে কঠিন । তোমরা সিঁড়ির বিষয়টিতে খুব ভালোভাবে বোঝাতে পার। তোমাদের জ্ঞানের বাণ খুব ভালো, কিন্তু তাতে ধার থাকা চাই। যেমন তলোয়ারে ধারালো ধার থাকে। কোনো কোনোটি তীক্ষ্ণ ধারালো হয়। যেমন গুরু গোবিন্দসিং জীর তলোয়ার বিদেশে যায় । সেই তলোয়ারটিকে নিয়ে পরিক্রমা করে। সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করে রাখা হয় । কম দামের তলোয়ারও হয়, যে তলোয়ার ধারালো হয়, তার দামও অনেক। বাচ্চাদের কোয়ালিটিও ঠিক এইরকম হয়। কেউ জ্ঞানে খুব ভালো, কিন্তু যোগের ধার কম থাকে। যারা গরিব এবং বন্ধনে আছে, তারা শিববাবাকে অনেক স্মরণ করে। তাদের জ্ঞান কম থাকে, কিন্তু যোগের ধার থাকে অনেক। তারা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হচ্ছে। যেমন অর্জুন - একলব্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। অর্জুনের চেয়ে একলব্য তীর চালানোতে তীক্ষ্ণ ছিল। অর্জুন অর্থাৎ যারা ঘরে থাকে, যারা রোজ জ্ঞান শোনে। তাদের চেয়ে যারা বাইরে থাকে তারা তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। যাদের জ্ঞানের ধার থাকে, তাদের সামনে বাকিরা নত হয় । বলবে এসবই ভবিতব্য। কেউ ফেল হয় বা দেউলিয়া হয় তো কপালের ফের ভাবে। জ্ঞানের সাথে যোগের ধার অবশ্যই চাই। ধার না থাকলে বলা হয় মুখস্থ বিদ্যায়ুক্ত পন্ডিত। বাচ্চারাও অনুভব করে। কারো নিজের স্বামীর প্রতি, কারো অন্য কারোর প্রতি প্রেম থাকে। জ্ঞানে খুব তীক্ষ্ণ হওয়া সত্ত্বেও ভিতরে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। এখানে তো খুব সাধারণ থাকতে হবে।

সবকিছু দেখে শুনেও যেন দেখবে না। একমাত্র বাবার সঙ্গেই প্রীতি থাকবে। তাই তো বলা হয়ে থাকে - হাত কাজ করে যাবে, হৃদয় প্রভুকে স্মরণ করে যাবে.....।

অফিস ইত্যাদি স্থানে কাজ করতে করতে বুদ্ধিতে যেন স্মরণ থাকে যে আমি আত্মা। বাবা আদেশ করেছেন যে আমাকে স্মরণ কর। ভক্তি মার্গেও কাজকর্ম করতে করতে নিজের ইস্ট দেবতাকে স্মরণ করে। সে তো হল পাথরের মূর্তি। তাতে আত্মা তো নেই। লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা করা হয়। সেও তো পাথরের মূর্তি, তাই না। জিজ্ঞাসা কর এঁদের আত্মা কোথায় ? এখন তোমরা জানো যে নিশ্চয়ই কোনও অন্য নাম রূপে আছে। এখন তোমরা আবার যোগবল দ্বারা পবিত্র দেবতায় পরিণত হচ্ছে।

তোমাদের সামনে লক্ষ্য বস্তুও রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাবা বোঝাচ্ছেন জ্ঞান সাগর এবং জ্ঞান গঙ্গা এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই হয়। শুধু এই একটি সময়েই হয়। জ্ঞান সাগর আসেন কল্পের এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে। জ্ঞান সাগর হলেন নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা শিব। তাঁর দেহের প্রয়োজন হয়, যাতে কথা বলতে পারেন। বাকি জল ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নয়। এই জ্ঞান তোমরা প্রাপ্ত কর সঙ্গম যুগে। যদিও সকলের কাছে আছে ভক্তি। ভক্তি মার্গের মানুষ গঙ্গার জলকেও পূজা করে। পতিত-পাবন তো হলেন একমাত্র বাবা। তিনি আসেন একবার, যখন পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন করতে হয়। এবারে এই কথাটি কাউকে বোঝানোর জন্যে বুদ্ধি চাই। একান্তে বসে বিচার সাগর মন্বন করতে হয়। কি লেখা হবে যে মানুষ বুঝে যাক যে জ্ঞান সাগর পরম পিতা পরমাত্মা হলেন একমাত্র শিব। তিনি যখন আসেন তাঁর সন্তান যারা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হয়, তারা জ্ঞান ধারণ করে জ্ঞান গঙ্গায় পরিণত হয়। অনেক জ্ঞান গঙ্গারা রয়েছে, যারা জ্ঞান শোনাতে থাকে। তারা-ই সদগতি করতে পারে। জলে স্নান করে পবিত্র হতে পারবে না। জ্ঞান থাকে সঙ্গমে। এই কথা বোঝানোর যুক্তি চাই। প্রকৃত অন্তর্মুখী হতে হবে। শরীরের অনুভূতি ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। এই সময় আমরা হলাম পুরুষাশ্রী, স্মরণ করতে করতে যখন পাপ ভস্ম হবে তখন যুদ্ধ আরম্ভ হবে, যতক্ষণ না সবাই খবর পেয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরীয় বার্তা বা মেসেজ তো শিববাবা-ই প্রদান করেন। খোদাকে পয়গম্বর বা বার্তা বাহক বলা হয়, তাই না। তোমরা সবাইকে এই ঈশ্বরীয় বার্তা (পয়গম) দাও যে, "নিজেকে আত্মা ভেবে পরম পিতা পরমাত্মার সাথে যোগ যুক্ত হও তো বাবা প্রতিজ্ঞা করেন যে তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের পাপ কেটে যাবে"। এইসব তো বাবা (শিববাবা) ব্রহ্মা মুখ দ্বারা বোঝাচ্ছেন। গঙ্গা নদী কি বোঝাবে। অসীমের (বেহদের) পিতা, অসীমের আত্মা রূপী সন্তানদের বোঝাচ্ছেন - তোমরা সত্যযুগে কত সুখী সম্পদশালী ছিলে, এখন দুঃখী, কাণ্ডাল হয়েছ। এ হল অসীমের (বেহদের) বিষয়। বাকি এই চিত্র ইত্যাদি সবই হল ভক্তি মার্গের। ভক্তিমার্গের এইসব সামগ্রী অবশ্যই থাকতেই হবে। শাস্ত্র পাঠ, পূজা অর্চনা করা এইসব ভক্তি, তাই না! আমি খোড়াই এই শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করাই। তোমরা পতিত, আমি তো তোমাদের পবিত্র করার জন্যে জ্ঞান প্রদান করি যে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। এখন আত্মা ও শরীর দুই ই হল পতিত। এখন বাবাকে স্মরণ কর তাহলে তোমরা দেবতায় পরিণত হবে। দেহের সকল পুরানো আত্মীয় পরিজনদের প্রতি মমত্ব মিটে যাবে। গায়নও করা হয় তুমি এলে আমরা অন্য কারো থেকে আর শুনব না, একমাত্র তোমার সঙ্গেই সব সম্বন্ধ যুক্ত করব এবং সব দেহধারীদের ভুলে যাব। এখন বাবা তোমাদের সেই শপথ বা প্রমিস স্মরণ করাচ্ছেন। বাবা বলছেন আমার সঙ্গে যোগ যুক্ত হলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হবে। এটাই হল মুখ্য লক্ষ্য। রাজার সঙ্গে প্রজাও নিশ্চয়ই তৈরি হবে। রাজাদের দাস-দাসী চাই। বাবা সব কথা বোঝান। ভালো ভাবে যোগ যুক্ত না হলে, দৈবী গুণ ধারণ না করলে উঁচু পদের প্রাপ্তি হবে কিভাবে? ঘরে ছোট ছোট কথায় ঝগড়া কলহ তো হয়, তাইনা? বাবা লিখে দেন তোমাদের ঘরে কলহ হয় তাই জ্ঞান স্থির থাকে না। বাবা জিজ্ঞাসা করেন স্ত্রী পুরুষ দুজনেই ঠিক করে চলে? চলন খুব ভালো চাই। ক্রোধের এতটুকু অংশ যেন না থাকে। এখন তো দুনিয়াতে কত হাঙ্গামা কত অশান্তি আছে। তোমাদের মধ্যে অনেকে জ্ঞান-যোগে তীক্ষ্ণ হয়ে যাবে তো আরও বেশি করে স্মরণ করবে। তোমাদের প্রাক্তিসও ভালো হয়ে যাবে এবং বুদ্ধিও বিশাল হয়ে যাবে।

বাবাকে ছোট চিত্র তেমনি ভালো লাগে না। সব চিত্র বড় বড় হবে। বাইরে মুখ্য স্থানে রাখবে। যেমন নাটকের বড় বড় চিত্র রাখা হয় তাইনা। এমন করে ভালো ভালো চিত্র বানাও যা কখনও

থারাপ হবে না। সিঁড়ির বড় চিত্র বানিয়ে এমন জায়গায় রাখ যাতে সবার নজরে পড়ে। এমন পাকা রঙ দিয়ে চিত্র তৈরি কর যাতে জলে ভিজে বা সূর্যের আলোয় থারাপ না হয়। মুখ্য স্থানে রেখে দাও বা কোথাও প্রদর্শনী ইত্যাদি হলে মুখ্য দুই তিনটি বড় বড় চিত্র-ই যথেষ্ট। এই গোলকের চিত্রটিও বাস্তুবে দেওয়াল জুড়ে তৈরি হওয়া উচিত। সেই চিত্র তুলে রাখতে ৮-১০ জন লোক লাগে, তবুও। যাতে কেউ দূর থেকে দেখেই একদম ক্লিয়ার বুঝতে পারে।

সত্যযুগে তো অন্য সব ধর্ম হয় না। সেসব তো আসেই পরবর্তী কালে। প্রথমে স্বর্গে মানুষের সংখ্যা অনেক কম থাকে। এখন স্বর্গ না নরক - তোমরা এই ব্যাপারে খুব ভালো ভাবে বোঝাতে পার। যে আসবে তাকেই বোঝাতে থাক। পাণ্ডবদের কেমন বিশাল মূর্তি বানানো হয়। তোমরাও তো হলে পাণ্ডব তাই না।

শিববাবা তো সঙ্গমে পড়ান। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের ফার্স্ট প্রিন্স, তোমরা বোঝাতে- বোঝাতে নিজের রাজত্ব স্থাপন করে নাও। কেউ পড়তে-পড়তে পড়া ছেড়ে দেয়। স্কুলেও যখন কেউ পড়া করে না তখন পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। এখানেও অনেকে আছে যারা পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। তাহলে তারা কি স্বর্গে আসবে না? আমি বিশ্বের মালিক, আমার কাছে যদি কেউ দুটো অক্ষরও শুনে নেয় তাহলেই স্বর্গে আসবে। ভবিষ্যতে অনেকে শুনবে। এই সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, কল্প পূর্বের মতন। বাচ্চারা বোঝে আমরা অনেক বার রাজত্ব নিয়েছি, অনেক বার হারিয়েছি। হীরে তুল্য ছিলাম পুনরায় কড়ি তুল্য হয়েছি। ভারত হীরে তুল্য ছিল। এখন কি হয়েছে? ভারত তো সেই রূপই হবে তাইনা। এই সঙ্গম-কে পুরুষোত্তম যুগ বলা হয়। উত্তম থেকে উত্তম পুরুষও আছে। বাকি সবাই হল কনিষ্ঠ। যারা পূজনীয় ছিল তারা-ই আবার পূজারী হয়েছে। ৮৪ বার জন্ম নিয়েছে। সেই শরীরও নষ্ট হয়েছে, আত্মাও তমোপ্রধান হয়েছে। যখন সতোপ্রধান থাকে তখন তো পূজো করে না। চৈতন্যে থাকে। এখন তোমরা শিববাবাকে চৈতন্যে থেকে স্মরণ কর। তারপরে যখন পূজারী হবে তখন পাথরের পূজো করবে। এখন বাবা হলেন চৈতন্য, তাইনা। পরে তাঁরই পাথরের মূর্তি তৈরি করে পূজো অর্চনা করে। রাবণ রাজ্যে ভক্তি আরম্ভ হয়। আত্মারা সবাই সেই আছে, ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করেছে। পতন হয়, তাই ভক্তি আরম্ভ হয়। বাবা পুনরায় এসে জ্ঞান প্রদান করেন তো দিন আরম্ভ হয়। ব্রাহ্মণরাই দেবতায় পরিণত হয়। এখন তো দেবতা বলা হবে না। ব্রহ্মা তো সত্যযুগে থাকেন না। এখানে ব্রহ্মা তপস্যা করছেন। তিনি তো হলেন মানুষ। শিববাবাকে শিব - ই বলা হয়। ব্রহ্মার মধ্যে আছেন, তবুও শিববাবা-ই বলা হবে। দ্বিতীয় কোনও নাম রাখা হয় না, এনার মধ্যে শিববাবা আসেন। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, এই ব্রহ্মার দেহের আধার নিয়ে জ্ঞান প্রদান করেন। তাই চিত্র ইত্যাদি খুব বুঝে শুনে তৈরি করতে হয়। এতে লিখিত বক্তব্য গুলি কাজে লাগে। পতিত-পাবন কি জলের সাগর বা নাকি নদী? নাকি জ্ঞান-সাগর এবং তাঁর থেকে ইমার্জ হওয়া জ্ঞান গঙ্গা স্বরূপ ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীরা? এদের বাবা জ্ঞান প্রদান করেন। ব্রহ্মা দ্বারা যারা ব্রাহ্মণ হয় তারা-ই পুনরায় দেবতায় পরিণত হয়। বিরাট রূপের বিশাল চিত্র দেখাতে হবে। এটাই হল মুখ্য চিত্র।

বাবা বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের নিজের বুদ্ধিকে সিভিল (শিষ্টাচার পূর্ণ) বুদ্ধি করতে হবে। যখন বাবা দেখেন যে, দৃষ্টি ক্রিমিনাল, তখন বুঝতে পারেন চলতে পারবে না। তোমাদের আত্মা এখন ত্রিকালদর্শী হয়েছে, এই কথাও যে বুঝবে, তেমন আত্মা বিরল। বোধহীন আছে অনেক। বাবাকে ত্যাগ করে যায়। বাচ্চারা এই কথা তো বোঝে যে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। সেখানে সব চাই। পরে গিয়ে

সব সাফাংকার হবে। দাস-দাসীও ফাস্ট ক্লাস হবে। তারা কৃষকের লালন পালন করবে। বাসন ধোওয়ার, খাবার খাওয়ানোর, পরিষ্কার করার সব থাকবে। এখান থেকেই তারা বেরোবে। ফাস্ট নম্বরের আত্মা নিশ্চয়ই ভালো পদ পাবে। এটা তো বোঝাই যায়। বাবা বাচ্চাদের দেখে বোঝেন মুরলি ক্লাস ভালো করায়, কিন্তু যোগ কম আছে। কোনও স্ত্রী, পুরুষের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমতী হয়। একজন জ্ঞানে আছে, বলে বাবা দ্বিতীয় চাকা ঠিক নয়। একে অপরকে সাবধান করতে হবে। প্রবৃত্তি মার্গ কিনা। জুটি একরকম হওয়া উচিত। নিজের মতন তৈরি করতে হবে। পরে তোমরা দুনিয়াকে ভুলে যাবে। এই কথা তো বোঝো যে আমরা হংস, তারা বক পাখি। কারো কোনও অবগুণ আছে কারো আবার অন্য দোষ আছে। মন কষাকষি তো চলতেই থাকে। পরিশ্রম অনেক। আবার খুব সহজও বটে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। কোনও কড়ি খরচ না করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পার। যারা গরিব তারা ভালো সার্ভিস করে। এটা তো জানা আছে না যে, কারা কারা খালি হাতে এসেছে। যারা অনেক কিছু নিয়ে এসেছিল তারা আজ নেই আর গরীবরা উঁচু পদ প্রাপ্ত করছে।

আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত ! ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) জ্ঞানের তলোয়ারে স্মরণের ধার ভরতে কর্ম করাকালীন অন্তর্মুখী হয়ে অভ্যাস করতে হবে যে, "আমি হলাম আত্মা । আমি আত্মার প্রতি বাবার আদেশ যে, নিরন্তর আমাকে স্মরণ কর। একমাত্র বাবার সঙ্গে সত্যিকারের প্রীতি রাখ। দেহ এবং দেহের আত্মীয় পরিজনদের প্রতি মমতা ছিন্ন কর।

২) প্রবৃত্তিতে (গৃহস্থে) থেকে একে-অপরকে সাবধান করে হংস রূপে উঁচু পদ নিতে হবে। ক্রোধের অংশটুকুও বের করে দিয়ে, নিজের বুদ্ধিকে সিভিল বুদ্ধি করতে হবে।

বরদান :- তীর পুরুষার্থের দ্বারা সকল বন্ধনগুলিকে ক্রস (অতিক্রম) করে মনোরঞ্জন অনুভবকারী ডবল লাইট ভব

ব্যাখা: অনেক বাচ্চারা এমন বলে যে, যদিও আমি ঠিক আছি কিন্তু বিভিন্ন কারণ আছে না - সংস্কারের, ব্যক্তিদের, বায়ুমন্ডলের বন্ধন আছে কিন্তু কারণ যাই হোক না কেন তীর পুরুষার্থী সব কিছুকে এমন করে ক্রস করে যেন কিছুই নয়। তারা সর্বদা মনোরঞ্জন অনুভব করে। এমন স্থিতিকে বলা হয় উড়ন্ত কলা। আর উড়ন্ত কলার নিদর্শন হল ডবল লাইট। তাদের কোনও রকমের বোঝা বিচলিত করতে পারে না।

স্লোগান - প্রতিটি গুণ বা জ্ঞানের কথাতে নিজস্ব সংস্কার বানাও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - টিচার হলেন বিদেহী, তাই তোমাদের স্মরণের পরিশ্রম করতে হবে, এই স্মরণ করতে করতে যখন পরীক্ষা সম্পূর্ণ হবে, তখনই তোমরা ঘরে চলে যাবে"

প্রশ্ন :-- বাচ্চাদের স্মরণে থাকার পরিশ্রম করতে হবে, কোন্ ধোঁকাতে কখনোই তোমরা আসবে না ?

উত্তর :-- আত্মার সাক্ষাৎকার হল, ঝলমলে রূপে দেখলে - এতে কোনো লাভ নেই, এমন নয় যে সাক্ষাৎকারের দ্বারা বা বাবার দৃষ্টি পড়লেই পাপ মুক্ত হয়ে যাবে অথবা মুক্তি পেয়ে যাবে। তা কিন্তু নয়। এতে তো আরও ধোঁকায় থেকে যাবে। স্মরণের পরিশ্রম কর, এই পরিশ্রমেই কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে। এমন নয় যে, বাবা দৃষ্টি দিলেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে।

ওম শান্তি। রুহানী বাবা বসে রুহানী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, তিনি পড়ান, যোগও শেখান। যোগ কোনো শক্ত কিছু নয়। বাচ্চারা যেমন পড়ে, যোগ তো তখন টিচারের সঙ্গেই থাকে যে, আমাদের অমুক টিচার পড়ান --- তার তুল্য বানানোর জন্য। লক্ষ্য বস্তু (এইম অবজেক্ট) তো থাকেই। তারা মনে করে যে, আমরা এই নির্দিষ্ট জায়গায় পড়ছি। এখানে টিচারকে বলা যাবে না যে, আমার সঙ্গে যোগ লাগাও। অটোমেটিক্যালি যিনি পড়ান, তাঁর সাথে যোগ লেগেই থাকে। সারাদিন তো তিনি পড়ান না। ওরা তো জন্ম - জন্মান্তর পড়ে এসেছে। অভ্যাস হয়ে যায়। কিন্তু ইনি কোনো দেহধারী টিচার নন। ইনি হলেন বিদেহী টিচার, যাঁর সাথে প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর তোমরা মিলিত হও। তিনি নিজেই বলেন, আমি তোমাদের দেহধারী টিচার নই, তাই তোমাদের এই স্মরণ স্থায়ী হয় না। নিজেকে আত্মা মনে করে স্মরণ করাতে হবে যে, আমাকে পরমপিতা পরমাত্মা টিচার পড়াচ্ছেন। যতক্ষণ না পরীক্ষায় পাস করছ ততক্ষণ টিচারকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। স্মরণ করতে করতে যখন পরীক্ষায় পাস করে যাবে তখন ঘরে চলে যাবে। পরীক্ষা সম্পূর্ণ হলেই এই নাটক শেষ হয়ে যায়। তখন বাচ্চারা, তোমরা জানতে পার যে, আমাদের আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে যা আমাদের পালন করতে হবে। এও তোমরা এখন জানতে পেরেছ। পরে ওখানে তোমাদের মনে থাকবে না। এখানে তোমরা সম্পূর্ণ জ্ঞান পাও। টিচার বসেই সম্পূর্ণ জ্ঞান বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন, যা তোমাদের বুঝতে হবে আর স্মরণেও রাখতে হবে। প্রতি মুহূর্তে বাবা বলেন - মনমনাভব। 'মনমনাভব'-র অর্থও আছে। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, এই শব্দটি সঠিক। বাবা নিজেই বলেন যে, আমাকে স্মরণ কর তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে, এতে সময় তো লাগেই। নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পড়াতে যেমন অনেক বিষয় থাকে, যেমন - ইতিহাস, হিসেব - নিকেশ, বিজ্ঞান ইত্যাদি। ছাত্র বুঝতে পারে যে, আমরা কিভাবে পাস হব। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা এতো নম্বর নিয়ে পাস হব। নিজেকে দেখা উচিত যে, আমরা বাবাকে ভুলে যাই না তো? অনেকেই লেখে যে, বাবা, মায়া বারেবারে ভুলিয়ে দেয়। মায়ার ঝড় অনেক আসে, ব্যর্থ চিন্তাও (বিকল্প) আসে। না বোঝার কারণে লেখে, বাবা, এতে পাপ লাগবে না তো? বাবা বলেন, না, পাপ তখনই হবে যখন কর্মেন্দ্রিয়র দ্বারা বিকর্ম করবে।

বাবা বারবার বোঝাতে থাকেন, বাচ্চাদের জ্ঞান তো আছেই, তারা এও জানে যে, বিষ্ণু আর কৃষ্ণের হাতে স্বদর্শন চক্র কেনো দেখানো হয়েছে। দেখানো হয় যে অকাসুর, বকাসুরকে মেরেছিল। এখানে মারার তো কোনো কথাই নেই। এ তো নিজের পাপ কাটার কথা। শিববাবাকেও তো স্বদর্শন চক্রধারী বলা হবে তাই না। ওঁনার তো সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান রয়েছে। আত্মা বাবার থেকে এই জ্ঞান পেয়েছে যে, এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘোরে। স্বদর্শন চক্র ধারণ করে নিজের পাপ ভস্ম করতে হবে। জ্ঞান ধারণ করে বাবাকে স্মরণ কর। বাবার স্মরণ করলেই বিকর্মের বিনাশ হয়। প্রত্যেকেরই নিজের জন্য পরিশ্রম করতে হবে। এমন নয় যে, বাবা বসে দৃষ্টি দেবেন আর পাপ কেটে যাবে। বাবা বসে এমন কাজ করেন না। এমনিতে তো তিনি সকলকেই দেখবেন কিন্তু দেখলে বা জ্ঞান দিলেই বিকর্ম বিনাশ হবে না। বাবা তো পথ বলে দেন যে, এমন - এমন কর, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। তিনি শ্রীমত দেন। আত্মা, মনে কর বাবা এলেন - আত্মা মনে করে আমাদের দেখলেন। এমন নয় যে এতে আমাদের পাপ কেটে যাবে, তা নয়। পাপ কাটে নিজের পরিশ্রমে। বাবা যদি বসে এমন করেন তাহলে এ তো এক ব্যবসা হয়ে গেল। বাবা বোঝান যে, তোমরা এমনভাবে তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো। বাবা শ্রীমতের দানই করেন। পরিশ্রম নিজের করতে হবে। অনেকেই মনে করে অমুক সাধু - সন্ন্যাসীর দৃষ্টিই সব। কৃপা - আশীর্বাদ নিতে নিতে নামতেই থাকে। তারা কি কৃপা করবে? তাঁরা তো তাঁদের ব্রহ্ম - মহাতত্ত্বকেই স্মরণ করে। বাবা তো পরিস্কার ভাবেই রাস্তা বলে দেন যে, এমন এমন করো। এমন গায়নও আছে যে - নল্ল এসেছিলাম আবার নল্লই যেতে হবে। এই গায়নও এই সময়েরই। বাবার ভার্শান আবারও ভক্তিতে কাজে আসে। বাবা এখন বলছেন যে - আমাকে স্মরণ কর তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা তো শ্রীমত দেন। ড্রামাতে এও তাঁর পার্ট। একেই সাহায্য বলো তোমরা, ড্রামা অনুসারে শ্রীমতের গায়নও আছে। বাবাকে মত দিতে হবে। তিনি বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করো। এমন নয় যে তিনি সাহায্য করে কর্মরত অবস্থায় নিয়ে যাবেন। তা নয়। এতে সময় লাগে। অনেক পরিশ্রমও করতে হয়। নিজেকে আত্মা মনে করার খুব সুন্দর অভ্যাস করতে হবে। বাস্তবে মায়েরা অনেক সময় পায়। পুরুষের কাজের নেশা থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে করতে লটারী নিতে হবে। যাতে সমস্ত জং বের হয়ে যায়। অনেকে ভালো পুরুষাখী এমন অনুভবও হয়। তারা চাটও রাখে। ভক্তিতে যেমন দু - তিন ঘন্টা মানুষ আরাধনা করতে বসে যায়। বাণপ্রস্তু গুরু ইত্যাদি অনেকই করে থাকে কিন্তু তাদেরও এতো স্মরণ করে না, যতটা দেবতাদের স্মরণ করে। বাস্তবে দেবতাদের স্মরণ করার কোনো প্রয়োজন নেই, আর না দেবতারা কখনো তা শেখান।

বাচ্চারা, তোমাদের জন্য নতুন কথা নয়, আর না লাখ বছরের কথা। বাবা তো তখনই আসেন যখন স্থাপনা আর বিনাশের কার্য আরম্ভ হয়। বাচ্চারা জানে যে, এই বিনাশ তো কল্পে কল্পে হয়ে থাকে। আগের কল্পেও হয়েছিলো। তোমরা এ কথাও লেখো যে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও এই বিনাশ হয়েছিল। বাবা তাঁর সাথে মিলনের যে পথ বলে দেন, এ কোনো নতুন কথা নয়। বাবা বলেন যে, আমি কল্পে কল্পে এসে তোমাদের পথ বলে দিই। বাচ্চারা, তোমরা জান যে, এ আমাদের রাজ্যের স্থাপন হচ্ছে। মানুষ যেই দেবতাদের পূজা করে, তাঁদের রাজ্য আবারও স্থাপন হচ্ছে। পাঁচ হাজার বছরের চক্র যা আবারও ঘুরতে থাকে। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায়। সকলেই মায়ার মতে চলছে। রাবণকে কেন জ্বালানো হয় এর অর্থ কিছুই জানে না। তোমাদের নাম হল স্বদর্শন চক্রধারী। এ হল তোমাদের লক্ষ্য বস্তু (এইম অবজেক্ট)। বাবার মধ্যে যে জ্ঞান আছে তা তিনি আত্মাদের দিয়েছেন। ড্রামার চক্র যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তিনি এসে এই জ্ঞান দেন। বাবা এসেই এই কর্ম করা শেখান।

। এরপর বাম মার্গে যেতে শুরু করলেই রাত শুরু হয়ে যায় । এরপর আমরা নীচে নামতেই থাকি । সুখ কম হয়ে যায় । বাবার বুদ্ধিতে যেমন সম্পূর্ণ চক্র আছে, তেমনি তোমাদের বুদ্ধিতেও সেই সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান আছে । বাকি তোমাদের পবিত্র হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয় । তোমরা এইজন্যই তাঁকে ডাকো যে, বাবা তুমি এসে আমাদের পতিতদের পবিত্র করো, এরপর জ্ঞানও তো চাই । তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে । বাবা আসেন বাচ্চাদের রাজসোগ শেখাতে । অন্য কাউকেই তিনি শেখাতে আসবেন না । মানুষ পতিত পাবন বাবাকে ডাকে -- বাবা, তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও । এখন তোমরা পুণ্য আত্মা হচ্ছে । এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী আবারও রিপিট হচ্ছে । একতো গুহ্য কথা । মানুষ না আত্মাকে আর না পরমাত্মাকে জানে । আত্মা যে যেমন, তেমন তার পার্ট । তাও বাবাই বলে দেন । এ এক আশ্চর্য যে, ছোটো আত্মার মধ্যে কি কি পার্ট ভরা আছে । শুনেই রোমাঞ্চিত হয়ে যায় । কারোর আবার আত্মার সাক্ষাৎকার হয় । আত্মাকে ঝলমলে দেখা যায় কিন্তু তাতে কি লাভ ? এখানে তো যোগ লাগাতে হবে । মানুষ মনে করে, সাক্ষাৎকার হল আর মুক্তি পেলাম । পাপ ভস্ম হয়ে গেল । এ তো আরো ধোকাতে থেকে যায় । বাবা তো সব কথাই বুঝিয়ে বলেন । তিনি বলেন, তোমাদের আমি গুহ্য কথা শোনাই । তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান আছে । ব্যস, বাবাকে আর চক্রে স্মরণ করতে হবে । টিচারকেও স্মরণ করতে হবে আর নলেজকেও স্মরণ করতে হবে । এই স্মরণ করতে করতে ড্রামা অনুসারে তোমরা কর্মরত অবস্থা প্রাপ্ত করবে । যেমন বস্ত্রহ অবস্থায় এসেছিলে, ঠিক তেমনই যেতে হবে । তোমরা দৈবী সংস্কার নিয়েই যাও । ওখানে কোনো জ্ঞান থাকে না । একেই বলা হয় সহজ স্মরণ । যোগ শব্দে মানুষ দ্বিধায় পড়ে যায় । ওরা হল হঠযোগী । সহজ যোগ তো বাবাই শেখান । তোমরা আগে শুনেছিলে - গীতার ভগবান সহজ যোগ শিখিয়েছিলেন কিন্তু তাঁকে কেউ জানত না । একশো ভাগই ভুল বুঝিয়ে দিয়েছে, যাতে মানুষ পতিত হয়ে গেছে । অনেক মত তৈরী হয়েছে । যারা গৃহস্থ জীবনে থাকে তাদের জন্যই এই গীতা শাস্ত্র । তোমরা হলে প্রবৃত্তি মার্গের । আগে তোমাদের পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিল এখন সবাই অপবিত্র হয়ে গেছে । এখন আবারও তোমাদের পবিত্র হতে হবে । বাবা হলেন চির পবিত্র । তিনি শ্রীমত দিতেই আসেন ।

বাবা বলেন যে, এই সময় সকলেই তমোপ্রধান হয়ে গেছে । প্রথমে সবাই সতোপ্রধান ছিল । আমরাও যেমন প্রথমে সতোপ্রধান ছিলাম তারপর তমোপ্রধান হয়েছি । যারাই প্রথমে আসেন, যেমন পাপ, পাদ্রী সকলেই প্রথমে সতোপ্রধান থাকেন তারপর অ্যাডিশন হতে হতে সম্পূর্ণ কল্পবৃক্ষ তমোপ্রধান হয়ে যায় । এখন তো জর্জরিভূত অবস্থায় রয়েছে । বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পার যে, আমরাই সতোপ্রধান ছিলাম আবার ক্রমানুসারে তমোপ্রধান হই । আবার সতোপ্রধান হতে হবে । ক্রমানুসারেই তোমরা হতে থাকবে । নাটকের নিয়ম অনুসারে । এই রকম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনেক কথাই আছে । বীজ যেমন জানে, কেমনভাবে গাছ বের হয় । এই মনুষ্য সৃষ্টিরূপী বৃক্ষের রহস্য বাবাই বুঝিয়ে বলেন । বাগানের মালিকও তো তিনিই । তিনি জানেন, আমার বাগান কত সুন্দর ছিল । বাবার তো জ্ঞান আছে, তাই না । কত ফার্স্টক্লাস ঐশ্বরীয় বাগান ছিল । এখন তো শয়তানের বাগান । রাবণ রাজ্যকে শয়তান বলা হয় । যেখানে সেখানে মহামারী লেগে আছে । এখন বাকি যেসব অ্যাটমিক বোম্ব রয়েছে, তাও তৈরী করে বসে আছে । সবাই বুঝতে পারে, এ কোনো রেখে দেওয়ার জিনিস নয়, এতে অবশ্যই বিনাশ হতে হবে । বিনাশ যদি না হয় তাহলে সত্যযুগ কিভাবে আসবে । এ তো সম্পূর্ণ পরিষ্কার কথা - যদিও দেখানো হয় - মহাভারী মহাভারতের লড়াই লেগেছিল, পাঁচ পাণ্ডব বেঁচে গিয়েছিল । তাঁরাও পরে মারা গিয়েছিল কিন্তু রেজাল্ট কিছুই নেই । এই নাটকও বানানো হয়েছে যা বাবা বসে বোঝান ।

ভারতকেই লুণ্ঠন করেছিল, এখন আবার রিটার্ন দিচ্ছে । পরের দিকেও দিতে থাকবে । এও তোমরা জানো যে, বিনাশে সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে । আমাদের যখন রাজ্য ছিল তখন অন্য কারও রাজ্যছিল না । হিস্টি অবশ্যই রিপিট হবে । ভারত আবার স্বর্গ হবে । লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য আসবে । আমরা আবার এমন হবো । আর কোনো খন্ডের নাম সেখানে থাকবে না । এখন হল কলিযুগের অন্তিম সময়, এরপর লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজস্ব আসবে । আমরা আবার এমন হব । বাবা বলেন, আমি আসি রাজযোগ শেখাতে । কল্প - কল্প অনেকবার তোমরা মালিক হয়েছ । সারা বিশ্বে এদের রাজধানী ছিল । এরা অনেক জ্ঞানী । ওখানে ওদের উপদেষ্টা প্রমুখদের থেকে রায় নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই । এই নাটক বানানো আছে, আবার রিপিট হবে । কৃষ্ণের মন্দিরকে বলা হয় সুখধাম । শিববাবা এসে সুখধাম স্থাপন করেন । খ্রীষ্টানরা নিজেরাই বলে যে, ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর পূর্বে ভারতে স্বর্গ ছিল । প্রথমে এক ধর্ম ছিল তারপর অন্য ধর্ম এসেছে । বাচ্চাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত যে বাবা আমাদের কিভাবে বাদশাহী দেন । বাবা এসে ভক্তির ফল প্রদান করেন । এ কতো সহজ, কিন্তু তারাই বুঝতে পারবে যারা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে আগের কল্পে বুঝেছিল । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা ও সুপ্রভাত ! ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) স্বদর্শন চক্র ধারণ করে নিজের পাপকে ভস্ম করতে হবে । নজরে রেখো -- কর্মেন্দ্রিয়র দ্বারা কোনো পাপ কর্ম যেন না হয় । কর্মভীত হওয়ার স্বয়ং প্রচেষ্টা করো ।

২) সাক্ষাৎকারের আশা রেখো না । সাক্ষাৎকারে মুক্তি পাওয়া যায় না, পাপও কাটে না, সাক্ষাত্কারেও কোনো লাভ নেই । বাবা আর তাঁর জ্ঞানকে স্মরণ করলেই জং দূর হবে ।

বরদান :-- নিজেকে নিমিত্ত মনে করে ব্যর্থ সঙ্কল্প বা ব্যর্থ বৃত্তির থেকে মুক্ত থেকে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব

আমি বিশ্ব কল্যাণের কার্যে নিমিত্ত - এই দায়িত্বের কথা যদি স্মৃতিতে রাখো তাহলে কখনোই কারোর প্রতি বা নিজের প্রতি ব্যর্থ সঙ্কল্প বা ব্যর্থ বৃত্তি উৎপন্ন হতে পারবে না । দায়িত্ববান আত্মারা একটিও অকল্যাণকারী সঙ্কল্প করতে পারবে না । এক সেকেওও ব্যর্থ বৃত্তি আসবে না কেননা তার বৃত্তির দ্বারাই বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন হবে তাই সকলের প্রতি তার শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার সঙ্কল্প স্বতঃই থাকে ।

স্লোগান :-- অজ্ঞানের শক্তি হল ক্রোধ আর জ্ঞানের শক্তি হল শান্তি ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সদা বাবাকে স্মরণ করার চিন্তা আর জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করতে থাকলে
নতুন নতুন পয়েন্ট যেমন পেতে থাকবে, তেমনি আনন্দেও থাকতে পারবে"

প্রশ্ন :- ড্রামাতে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য আশ্চর্য ঘটনাটি কার এবং কেন ?

উত্তর :- (১) ড্রামার উল্লেখযোগ্য কামালটি শিববাবার। মুহূর্ত মাত্র সময়ের মধ্যেই তোমাকে পরী
বানাতে পারেন। উনি এমন উন্নত জ্ঞানের পাঠ পড়ান, যার ফলে তোমরা (বি.কে.-রা) মনুষ্য
থেকে দেবতা হতে পার। একমাত্র এই বাবা ছাড়া এমন চমৎকার জ্ঞানের শিক্ষা সমগ্র দুনিয়াতে
আর কেউই দিতে পারে না।

(২) জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রের উন্মোচন ঘটিয়ে, অন্ধকার থেকে আলোর দিশায় আনা, আর চতুর্দিকের
ঠোকর খাওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া- তা একমাত্র এই বাবারই কাজ। ওঁনার মতন এমন চমৎকার
আশ্চর্যজনক কার্য (কামাল) আর কেউই যে করতে পারে না।

ওঁম্ শান্তি! ঈশ্বরীয় পিতা প্রতিদিন বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন আর বাচ্চারাও নিজেদেরকে আত্মা
ভেবে বাবার থেকে শুনতে থাকে। বাবা যেমন গুপ্ত, এই জ্ঞানও তেমনি গুপ্ত। লোকেদের বোধে তো
আসেই না যে- আত্মা কি, পরমপিতা পরমাত্মাই বা কি! কিন্তু বি.কে.-দের তাতে পাক্ষা অভ্যাসে
অভ্যাসী হওয়া উচিত যে, প্রকৃত অর্থে আমরা হলাম আত্মা। (পরমআত্মা) বাবা স্বয়ং আমাদের
অর্থাৎ আত্মাদের এই জ্ঞানের পাঠ শোনাচ্ছেন। মন ও বুদ্ধিতে এই ধারণা ধারণ করে যাবতীয় কর্ম-
কর্তব্য করে যেতে হবে। এ ভাবেই চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি যার যা কিছু করার তা
করতে হবে। কেউ যখন তোমাকে ডাকে, তখন তো তোমার নাম ধরেই ডাকবে। তোমার নাম-রূপ
আছে বলেই তো তুমি কথা বলতে পার, অনেক কিছু করতেও পার। তবুও এই ধারণায় পাকা
থাকতে হবে যে, প্রকৃত অর্থে তুমি আত্মা। তোমার যা মহিমা তা কিন্তু সেই নিরাকার আত্মারই
মহিমা। আর সাকার দেবতার মহিমার কথাই যদি ভাবো, তার কৃতিত্বও এই বাবারই। তাদেরকে
এমন সুন্দর মহিমাম্বিত করে গড়ে তুলেছেন তিনিই। তারা নিশ্চয়ই মহিমার উপযুক্ত ছিল বলেই
তেমনটি হয়েছে। আবারও বাবা এখন তেমনই মহিমার উপযুক্ত করে গড়ে তুলছেন সেইসব নিরাকার
আত্মাদেরকেই। যেহেতু মহিমা যা কিছু তা তো নিরাকার আত্মারই। সেই হিসাবেই তো বিচার করা
হয়। এই নিরাকার বাবাও কত সেবা করেন, যে কারণে ওঁনার এত মহিমা। সর্ব বিষয়েই সমর্থ
তিনি। তাই সবকিছুই করেন তিনি। কিন্তু সেই তুলনায় তোমরা কত কম মহিমা কর তাঁর। যদিও
উনি মহিমার সাগর। মুসলমানেরাও বলে, আল্লাহ্ মিঞাই যাবতীয় নির্দেশ দেন। কিন্তু সেই নির্দেশ
তিনি দেন কাদের ? অবশ্যই বাচ্চাদেরকেই তো নির্দেশ দেবেন, যারা মনুষ্য থেকে দেবতা হতে
চলেছে। তেমনি এই আল্লাহ্ মিঞাও কাউকে না কাউকে সেই নির্দেশ অবশ্যই দেবেন। আসলে তা
বোঝানো হয় তোমাদেরকেই। লোকেরা কিন্তু এসব কিছুই বোঝে না। যদিও তোমরা বি.কে.-রা তা
বুঝতে পারছ। কিন্তু এই জ্ঞান যে পরে গুপ্ত হয়ে যায়। বৌদ্ধরা, খ্রিস্টানরাও এমনই বলে থাকে।
কিন্তু কি সেই মূল নির্দেশ, তা জানে না তারা। বাবা কিন্তু তোমাদেরকে 'অল্ফ' আর 'বে'-র বিষয়ে
তা ব্যাখ্যা করে বোঝান। আত্মার কিন্তু তার এই পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যাওয়া
উচিত নয় মোটেই। আত্মা যেমন অবিনাশী, স্মরণের যোগও তেমনই অবিনাশী। আবার এই পরমাত্মা
বাবাও অবিনাশী। মুসলিমরা বলে থাকে, আল্লাহ্ মিঞা এসব কথা বলেছেন। কিন্তু কে তিনি, কি

বলেছিলেন - এসব কিছুই সঠিক জানে না তারা। নুঁড়ি-পাথরের মধ্যেও আল্লাহ মিঞা -এই ধারণার জন্যই তারা কিছুই জানতে পারে না। ঠিক যেমন ভক্তি-মার্গে প্রার্থনা করা হয়।

বাচ্চারা, তোমরা তো জেনেছ, যে কোনও আল্লাই আসুক না কেন, তাকে অবশ্যই সত্যো-রজো-তমো-তে আসতেই হবে। ক্রাইস্ট, বৌদ্ধ যে যখনই আসুক না কেন, তাদের পিছনেই তাদের অনুসরণকারীরাও নামতে থাকে। এখানে ওঠার কোনও নিয়ম নেই। পরে বাবা এসে একসাথে সবাইকে উপরে ওঠান। সবারই সদগতিদাতা যে এই একমাত্র বাবা। সদগতি করতে আর কেউই আসে না। এবার ভাবো, ক্রাইস্ট এসে কাকে বোঝাবে? এ কথার মর্মার্থ বোঝার জন্য অবশ্য তেমন বুদ্ধিধারীর প্রয়োজন। এই বিষয়ে নতুন-নতুন যুক্তি ভাবতে হবে। ভাবনা-চিন্তার পরিশ্রম করতে হবে, তবেই তো জ্ঞান-রত্ন বেরোবে। তাই তো বাবা বলেন- বিচার সাগর মন্বন করে পয়েন্টগুলি লিখে রাখ। তারপর তা পড়ে দেখবে, সেখানে কি কি বাদ গেছে। বাবার যা পার্ট, তা তো চলতেই থাকবে। কল্প-পূর্বেও বাবা এই জ্ঞান শুনিয়েছিলেন। বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, যারা ধর্ম স্থাপন করতে আসে তাদের ধর্মের অনুগামীদের তাদের পিছনে পিছনেই নেমে আসতে হয়। তাই তারা কিভাবেই বা এই জ্ঞানের পার্ট পড়াবে? কল্প-চক্রের গতি যে তখন কেবল নিম্নমুখীই থাকে। প্রথম অর্ধ-কল্পে সুখ, পরের অর্ধ-কল্পে দুঃখ। এই অবিনাশী নাটক রচিত হয়েছে এমনই, যা অতি সূক্ষ্ম ভাবে। অতএব তার বিচার সাগরও মন্বন করা উচিত। ধর্ম-স্থাপকেরা কারও সদগতি করতে আসে না। তারা আসে কেবল নিজ নিজ ধর্ম স্থাপনের উদ্দেশ্যে। জ্ঞানের সাগর তো কেবলমাত্র এই একজনই (বাবা), আর কারও মধ্যে পূর্ণ জ্ঞান নেই। ড্রামাতে যে সুখ-দুঃখের খেলা, তা সবারই জন্য। যেখানে দুঃখের থেকে সুখের ভাগটাই বেশী। ড্রামাতে তোমাদের পার্টই সবার চাইতে সুখের। যেহেতু, বাবা তো আর দুঃখ স্থাপন করেন না। উনি সবাইকে কেবল সুখই প্রদান করেন, যাতে বিশ্বে প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু বর্তমানের এই দুঃখধাম দুনিয়ায় শান্তি আসবে কোথেকে? শান্তি তখনই পাওয়া যাবে যখন তোমরা পৌঁছবে সেই শান্তিধামে।

বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন- "একথা কখনও ভোলা উচিত নয় যে, তোমরা বাবারই সাথে আছো। বাবা এসেছেন বাচ্চাদেরকে আসুরী স্বভাব থেকে দেবতা সংস্কারে পরিবর্তন করতে। এই দেবতারাই সদগতি পায়, বাকীরা তখন মূল-বতনেই থাকে। ড্রামার সবচাইতে আশ্চর্যজনক পার্ট হল অসীমের (বেহদের) এই বাবার। যিনি তোমাদেরকে পরী বানান। এই জ্ঞানের পার্টের দ্বারাই তোমরা পরীজাদা হও। ভক্তি-মার্গের লোকেরা এসবের কিছুই বোঝে না, তারা কেবল মালা জপতেই ব্যস্ত। কেউ স্মরণ করছে হনুমানকে, আবার কেউ বা অন্য কাউকে- কিন্তু ওদের স্মরণ করলে কি বা লাভ হবে? বাবা বলেছেন 'মহারথী', তারা মহারথী বলতে হাতীর উপরে আরোহী দেখিয়ে দিয়েছে। এসবই বাবা-ই বুঝিয়ে বলেন। কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি কোথাও গেলে, সেখানে তাকে বিশেষ জাঁকজমক সহকারে অভ্যর্থনা করা হয়। কিন্তু তোমরা অন্যদের তেমন অভ্যর্থনা জানাবে না। যেহেতু তোমরা তো জানো, কল্প-বৃক্ষ ঝাড়ের মূল সহিত গোটা বৃক্ষের এখন খুবই জরাজীর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থা। সবই এখন বিষের উৎপাদন। অতএব তোমাদের মনে এই ভাব আসা দরকার যে, সত্যযুগে কিন্তু বিষের নামগন্ধও নেই। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে পদ্মাপদমপতি (ধন-সম্পদে অতি ধনী) বানাই। সুদামাও পদ্মাপদমপতি হয়েছিল না! সব নিজের জন্যই করছো।

। এই জ্ঞান পার্টের দ্বারা তোমরা কত উন্নত স্তরে পৌঁছাও। লোকে কত গীতা পার্ট করে, গীতা শোনে, ইনিও (ব্রহ্মা) যথেষ্ট পড়তেন, কিন্তু যখন থেকে বাবা স্বয়ং বসে তা শোনাতে শুরু করলেন

- তখন তিনিও খুব আশ্চর্যান্বিত হলেন। বাবার এই গীতা পাঠ শুনে ওনারও সদগতি হল। অথচ মনুষ্য বসে বসে এই গীতাকেই কি না কি বানিয়ে দিয়েছে। তারা বলে দিল আল্লাহ মিঞা এমনই বলেছেন। অথচ তারা তো এসবের বোঝেই না কিছু - এই আল্লাহ কে? দেবী-দেবতা ধর্মের লোকেরাই যেখানে ভগবানকে জানে না, আর এর পরের যারা, তারা আর কি বা জানবে। সর্ব-শাস্ত্রের শিরোমণি গীতাতেই তারা মিথ্যা সব কথা ঢুকিয়েছে, তেমনি অন্যান্য শাস্ত্রেও আরও কি না কি করে রেখেছে ! বাবা বাচ্চাদেরকে যা কিছুই শোনাচ্ছেন, বর্তমানে তা প্রায় লোপ হয়ে গেছে। কিন্তু বাবার থেকে তা শুনে এখন আবার তোমরা দেবতা হতে চলেছ। পুরানো দুনিয়ার হিসেব-নিকেশ যার যা আছে তা তো সবাইকেই মিটিয়ে দিতেই হবে। তবেই তো আল্লা পবিত্র হতে পারবে। তোমরা বি.কে.-রাই সর্বাগ্রে সেখানে যাও আবার সবার আগে তোমারাই আসো এই দুনিয়ায়। অন্যেরা তখন সাজা ভোগ করতে থাকে, তাদের কৃতকর্মের হিসাবে-নিকেশ মেটাতে। এসব বিষয়ের মধ্যে বেশী না যাওয়াই ভাল। শুরুতে প্রথমে তাদের নিশ্চয় করাও, সবার সদগতিদাতা এই বাবা। একাধারে তিনি যেমনি বাবা, টিচার তেমনি আবার সদগুরুও তিনি । তিনি হলেন অশরীরী। ওঁনার আল্লা সমস্ত জ্ঞানে পরিপূর্ণ। একমাত্র উনিই জ্ঞানের সাগর ও সুখেরও সাগর। সত্যি, কত উচ্চ মহিমা ওনার। উনিও কিন্তু আল্লা-ই। সেই আল্লা এসেই এনার শরীরে প্রবেশ করে। একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া অন্য কোনও আত্মার এমন উন্নত মহিমা হয় না। লোকেরা তো শরীরধারীদের মহিমা করে। কিন্তু ইনি হলেন সুপ্রিম-আত্মা। শরীর ছাড়া আত্মার এই মহিমা একমাত্র এই নিরাকার বাবা ছাড়া আর কারও হয় না।

সংস্কার, জ্ঞান ইত্যাদি যা কিছু তা ধারণ করে আল্লা। বাবার মধ্যে কত অফুরন্ত জ্ঞানের সংস্কারে পরিপূর্ণ। তাই তো উনি প্রেমের সাগর, জ্ঞানের সাগর,....এমন মহিমা কি কোনও সাধারণ আত্মার হতে পারে? তাই কোনও মানুষেরই এমন মহিমা হতে পারে না। এমন কি পুরুষোত্তম কৃষ্ণেরও নয়। যদিও সে কল্পের প্রথম প্রিন্স। একমাত্র এই বাবার মধ্যেই সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে, উনি এসে যা বাচ্চাদেরকে অবিনাশী উত্তরাধিকার বিতরণ করেন। সেই কারণেই ওঁনার মহিমা কীর্তিত হয়। নিরাকার শিবের জন্ম হীরে তুল্য তাই- "শিব-জয়ন্তী"! ধর্ম স্থাপকেরা যে আসে, এসে কি করে তারা ? যখন যীশুখৃষ্ট এসেছিল, তখন কোনও খ্রিস্টান ছিল না। অতএব জ্ঞান প্রদানের প্রশ্নই নেই। যীশু কেবল এটুকু বলতো- "ভাল ব্যবহার রেখো।" এমন তো অনেক মানুষই বলে থাকে। কিন্তু সদগতি তো আর মানুষ মানুষকে করে দিতে পারে না। তা তারা নিজেরাই তাদের যার যার নিজের নিজের পাঠ অনুসারেই তা করে। সবাইকেই সত্য, রজো, তমো-তে আসতেই হয়। খ্রিস্টানেরা আসার পরেই তো তাদের চার্চ (গির্জা) তৈরি হবে, যখন তারা সংখ্যায় অনেক হবে। যখন থেকে ভক্তি শুরু হয়, তখন থেকে চার্চ বানানো শুরু। তা নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন। যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আর সেই কারণেই বাবা মনুষ্য সৃষ্টির কল্প-ঝাড়কে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। জাগতিক বৃক্ষের আয়ু তো আর লক্ষ-লক্ষ বছর হয় না। তাতে কোনো হিসাবও মেলানো যায় না। তাই বাবা বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা কত বুদ্ধিহীন হয়ে পড়েছিলে। এখন এই জ্ঞানের পাঠ পড়ে পড়ে তোমরা যথেষ্ট জ্ঞানীও হয়েছ। ওখানে গিয়ে রাজত্ব করবার পূর্বেই, এখান থেকেই তোমরা উপযুক্ত ও তৈরী হয়ে যাও। অন্যেরা যখন আসে, তা একা একা। ধীরে ধীরে তারা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কল্পবৃক্ষের ভিত্তি দেবী-দেবতা, যার থেকে বের হয় প্রধান তিনটি শাখা। এরপর তার ছোট-ছোট মঠ ও প্রশাখার সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে তারা বৃদ্ধি পায়, তখন তাদের মহিমাও বৃদ্ধি পেতে থাকে । যদিও তাতে লাভের লাভ কিছুই হয় না। সবাইকেই নিম্নগতির নিয়মে নেমে আসতেই

হয়। এই সব জ্ঞান তোমরা এখন জানছ। তাই তো এই জ্ঞান-দাতাকে বলা হয় "গড ইজ নলেজফুল।" কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান কাকে বলে- সেটাই কারও জানা নেই। তোমরা এখন সেই প্রকৃত জ্ঞানের পাঠই পড়ছ এখানে। আর সেই পাঠ পড়বার জন্য কোনও ভাগ্যশালীর রথকেই (দেহকে) আধার করতে হয় বাবাকে। যখন বাবা সেই সাধারণ তনকে (দেহকে) আধার বানান, তখন তা হয়ে যায় ভাগ্যশালী রথ (ভাগীরথ)! সত্যযুগের সবাই পদ্মাপদম্ ভাগ্যশালী। তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নয়নের উন্মোচন ঘটেছে। যার ফলে তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মতনও তৈরি হতে পার। সমগ্র কল্পে কেবল একবারই এই জ্ঞান পাওয়া যায়। ভক্তি-মার্গে তো কেবল ধাক্কাধাক্কিই খেতে হয়। অর্থাৎ অন্ধকার। আর জ্ঞান হল দিন, অর্থাৎ আলো। দিনে ধাক্কা খাওয়ার ব্যাপার নেই। বাবা বলছেন- এটা খুবই ভাল, যদি নিজেদের ঘরেই গীতা পাঠশালা খোলো। অনেকে আবার নিজে চালাতে পারবে না ভেবে, অন্যকে সেই গীতা পাঠশালার জায়গার ব্যবস্থা করে দেয়। এটাও খুব ভাল।

এই পাঠশালার স্থান বেশ শান্ত পরিবেশের (সাইলেন্স) হওয়া উচিত। যেহেতু অতি উন্নত থেকে উন্নততর জ্ঞান ও যোগের পাঠ পড়ানো হয় সেখানে। যেখানে শান্তিতে বসে তোমরা পরমাত্মাকে স্মরণ করবে। এবার যে শান্তিধামে পৌঁছাতে হবে, তাই যত বেশী সম্ভব প্রেম পূর্বক বাবাকে স্মরণ করা উচিত। সত্যযুগে ২১-জন্মের সুখ ও শান্তি দুটোই পাও তোমরা। একমাত্র অসীমের (বেহদের) বাবা-ই এই অসীমের অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে পারেন। অতএব এমন বাবাকে তো অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত। বি.কে.দের মধ্যে যেন কোনও প্রকারের অহংকার ভাব না আসে - তবে কিন্তু পতন অনিবার্য। বি.কে.-দের খুব ধৈর্যশীল থাকা উচিত। কারও প্রতি কোনও প্রকারের দৈহিক বল প্রয়োগ করা উচিত নয়। দেহ-অভিমানও দৈহিক বল। খুবই মিষ্ট-স্বভাবের হতে হবে। দেবতাদের স্বভাব যেমন মিষ্ট। তাই তো সবার কাছেই তারা এত আকর্ষণীয়। তোমাদেরকেও বাবা ঠিক তেমন করেই গড়ে তুলছেন। সুতরাং এমন বাবাকে কত অধিক মাত্রায় স্মরণ করা উচিত। এই কথা সदा মনে রেখে বাচ্চাদের কত খুশীতে থাকা উচিত। বি.কে.-দের এই নিশ্চয়তা অবশ্যই হয়েছে, তোমাদের এই শরীর ত্যাগের পর তোমরাই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হবে। তোমাদের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই থাকবে এই চিত্র। জাগতিক পাঠের টিচারেরা দেহধারী। কিন্তু এখানে তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন নিরাকার বাবা স্বয়ং। অর্থাৎ পরম-আত্মা পড়াচ্ছেন আত্মাদেরকে। একথা ভাবলেই তো মনে কত খুশীর সঞ্চার হয়। তাই তো এনার (ব্রহ্মার) এই পাঠের নেশার ঘোরে উনিই হন ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, তেমনি আবার বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা। কিন্তু, এমন অদ্ভুত কথা শুনে তা ধারণ করে তোমরাও অন্যদেরকে শোনাতে পারো। বাবা তোমাদের সবাইকে সমগ্র বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন, যা ওঁনার কর্ম-কর্তব্য। কিন্তু নিজেদেরকেই তা বুঝতে হবে, কে কেমন রাজ্য-ভাগ্য পদের উপযুক্ত হয়েছে। বাবার কর্তব্য বাচ্চাদের উন্নতি ঘটানো। উনি কিন্তু সবাইকেই বিশ্বের মালিক করে গড়ে তোলেন। কোনও মালিকস্বই উনি নিজে নেন না। তাই বাবা স্বয়ং বসে এনার (ব্রহ্মার) মুখ দ্বারা এই জ্ঞানের পাঠ শোনান। লোকেরা তা আকাশবাণী বলে থাকে। যদিও তার মর্মার্থ কিছুই বোঝে না তারা। প্রকৃত আকাশবাণী তো এই মুরলী শ্রবণ। যেখানে নিরাকার পরমাত্মা উপর থেকে এসে এই গোমুখের মাধ্যমে তা শুনিয়ে থাকেন। যেহেতু এনার মুখের দ্বারাই সেই বাণী নির্গত হয়।

সত্যি, বি.কে.বাচ্চারা কত মিষ্ট-স্বভাবের। আন্দার করে কখনও বলে, বাবা আজ টোলী খাওয়াও। বাবা বলেন-"আচ্ছা বাচ্চারা, তোমরা অনেক টোলী পাবে।" কিছু সুবোধ বাচ্চা বলে- বাবা, আমরা বাচ্চারাও তোমার একান্তই অনুগত (ভৃত্য)! বাচ্চাদের এই কথা শুনে বাবাও খুব খুশী হন- এমন

বাচ্চাদের দেখে। বাচ্চারা, তোমরা তো জান, তোমাদের হাতে সময় আর খুব অল্পই আছে। এই যে এতসব বোম্ব বানানো হচ্ছে, তা কি তারা এমনিতেই ফেলে দেবে? যেমনটা কল্প-পূর্বে ঘটেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি হবে আবার। অথচ লোকেরা ভাবে, বিশ্বে শান্তি স্থাপন হবে। কিন্তু তেমনটি তো হওয়ার নয়। বিশ্বে প্রকৃত শান্তি স্থাপন তো একমাত্র তোমরাই কর। তাই কেবল তোমরাই বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্য বাদশাহীর প্রাইজ পেয়ে থাক। আর তা দেওয়ার মালিক তোমাদের এই বাবা। যোগবলের দ্বারাই তোমরা সমগ্র বিশ্বের বাদশাহী পেয়ে থাক। আর শারীরিক বলের দ্বারা হয় বিশ্বের বিনাশ। সাইলেন্সের শক্তি দ্বারাই তোমরা সেই বিজয় প্রাপ্ত কর। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঔঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজেকে খুব ধৈর্যশীল অবস্থায় রাখতে হবে। বাবাকে অনুসরণ করতে হবে। কোনও কারণেই অহংকার করা চলবে না। দেবতাদের মতন মিষ্ট স্বভাবের হতে হবে।

২) সদা হাসি-খুশী থাকার জন্য জ্ঞানের এই পাঠকে মন্বন করতে থাকবে। মন্বনেরও বিচার-সাগর মন্বন করবে। ভগবানের সন্তান যেমন আমরা, তেমনি আবার ঔঁনার একান্ত অনুগত ভৃত্যও বটে - এই স্মৃতির স্মৃতিতে সদা সেবার প্রতি তৎপর থাকবে।

বরদান :- প্রতিটি মুহূর্তকেই অন্তিম মুহূর্ত ভেবে সদা অলৌকিক (রুহানী) আনন্দে থাকা বিশেষ আত্মা ভব

বিস্তার :- সঙ্গমযুগ হল অলৌকিক (রুহানী) আনন্দে থাকার যুগ। তাই প্রতিটি মুহূর্তেই অলৌকিক আনন্দের অনুভব করতে থাক। কখনও কোনও পরিস্থিতিতে বা কোনও পরীক্ষাতেই বিভ্রান্ত হবে না। বর্তমান সময়টাই যে অকালমৃত্যুর সময়। যদি সামান্য সময়ও আনন্দের পরিবর্তে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো, তবে সেই সময়টাই তোমার অন্তিম সময় এসে গেল, -"যেমন অন্তিম মতি, তেমনই তোমার গতি" এমনটাই হবে তখন। তাই তো 'এভার রেডী'-র এই পাঠ পড়ানো হয় তোমাদের। এমন ধোকা মাত্র একটা সেকেন্ডেরও হতে পারে। তাই নিজেকে বিশেষ আত্মা ভেবে প্রতিটা সংকল্প, বোল আর কর্ম করতে থাকবে এবং নিজেকে সদা অলৌকিক (রুহানী) আনন্দে রাখবে।

স্লোগান :- অচল (অবিচলিত) হতে চাইলে ব্যর্থ আর অশুভ-কে সমাপ্ত করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভারতবাসীদেরকে প্রমাণ করে বোঝাও যে শিব জয়ন্তী-ই হল প্রকৃত গীতা জয়ন্তী।
গীতার দ্বারাই পরবর্তী কালে কৃষ্ণ জয়ন্তী হয়"

প্রশ্ন:- যে কোনো ধর্ম কোন্ মুখ্য বিষয়ের ভিত্তিতে স্থাপিত হয় ? কোন্ কার্য অন্যান্য ধর্ম স্থাপকেরা করে না, কিন্তু বাবা করেন?

উত্তর :- যেকোনো ধর্ম স্থাপনের জন্য পবিত্রতার শক্তি প্রয়োজন। সকল ধর্মই পবিত্রতার শক্তির দ্বারা স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু কোনো ধর্ম স্থাপক-ই কাউকে পবিত্র বানায় না। কারণ, যখন ধর্ম-স্থাপন হয় তখন মায়ার রাজত্ব চলে, অর্থাৎ সবাইকে পতিত হতেই হবে। পতিতদেরকে পবিত্র বানানো কেবল বাবার-ই কর্তব্য। তিনিই পবিত্র হওয়ার শ্রীমং দেন।

গীত :- এই পাপের দুনিয়া থেকে অনেক দূরে নিয়ে চল ...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন বুঝে গেছে যে কাকে পাপের দুনিয়া বলে, আর কাকে পুণ্য অর্থাৎ পবিত্র দুনিয়া বলে। বাস্তবে এই ভারত-ই হল পাপের দুনিয়া এবং এই ভারত-ই পরবর্তী কালে পুণ্যের দুনিয়া বা স্বর্গ হয়। ভারত-ই এক সময়ে স্বর্গ ছিল এবং ভারত-ই এখন কাম-চিন্তাতে জ্বলে পুড়ে নরক হয়ে গেছে। ওখানে তো কাম-চিন্তা থাকবেই না, তাই কেউই কাম-চিন্তায় পুড়বে না। এমন নয় যে সত্যযুগেও কাম-চিন্তা ছিল। এটা তো বোঝার ব্যাপার। সবার আগে প্রশ্ন ওঠা উচিত - যে ভারত আজ এত পতিত-দুঃখী হয়ে গেছে, সেই ভারত নিশ্চয়ই কখনো পবিত্র-সুখী ছিল। বলা হয় আদি সনাতন হিন্দু ধর্ম ছিল। কিন্তু আদি-সনাতন ধর্ম কাকে বলা যাবে? আদি মানে কি, আর সনাতন মানেই বা কি ? আদি মানে সত্যযুগ। সেই সত্যযুগে কারা ছিল ? এটা তো সবাই জানে যে তখন লক্ষ্মী-নারায়ণই ছিল। কিন্তু ওরা নিশ্চয়ই কারোর সন্তান ছিল এবং পরবর্তী কালে সত্যযুগের মালিক হয়েছিল। ওরা সত্যযুগের স্থাপক পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান ছিল। কিন্তু এখন আর নিজেদেরকে তাঁর সন্তান বলে ভাবে না। যদি সন্তান বলে মনে করত, তাহলে তো বাবাকে জানত। কিন্তু বাবাকেই জানে না। গীতাতে তো হিন্দু ধর্মের উল্লেখই নেই। গীতাতে তো ভারতভূমির নাম রয়েছে এবং এটাকেই হিন্দু মহাসভা বলা হয়। শ্রীমং ভগবং গীতা হল সকল শাস্ত্রের জননী। গীতা জয়ন্তী এবং শিব জয়ন্তী দুটোই পালন করা হয়। কিন্তু শিব জয়ন্তী কবে হয়েছিল, সেটা তো জানতে হবে। তারপরে কৃষ্ণ জয়ন্তী হয়। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনে গেছ যে শিব জয়ন্তীর পরেই গীতা জয়ন্তী হয়। গীতা জয়ন্তীর পরে হয় কৃষ্ণ জয়ন্তী। গীতা জয়ন্তীর দ্বারা-ই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন হয়। এই গীতা জয়ন্তীর সাথে মহাভারতের যুদ্ধেরও কানেকশন রয়েছে। ওতে যুদ্ধের কথা আছে। লেখা আছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে তিন রকমের সৈন্য ছিল - যাদব, কৌরব এবং পাণ্ডব। যাদবরা মুসল (মিসাইল) আবিষ্কার করে। মদ্যপান করে আর মুসল তৈরি করে। তোমরা জানো যে এখন ঐরকম মুসল আবিষ্কৃত হচ্ছে। ওরা নিজেদের বংশকেই ধ্বংস করার জন্য একে অপরকে হুমকি দিচ্ছে। ওরা সবাই খ্রিস্টান। ওই ইউরোপ নিবাসীরাই হল যাদব। এটা হল আরেকটা সত্তা। নিজেদের মধ্যে লড়াই করেই ওদের বিনাশ হয়। গোটা ইউরোপের-ই এই অবস্থা হয়। এর মধ্যে ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলেই আছে। এখানে আছে পাণ্ডব এবং কৌরবরা। কৌরবদেরও বিনাশ হয়েছিল। কেবল পাণ্ডবরাই বিজয়ী হয়েছিল। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল - যিনি সহজ যোগ এবং জ্ঞান শিখিয়ে রাজাদের রাজা

বানিয়েছেন, সেই গীতার ভগবান আসলে কে ? তিনি কি শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ? কিন্তু কৌরবরা তো কলিযুগে ছিল। কৌরব এবং পাণ্ডবদের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ আসবে কিভাবে ? শ্রীকৃষ্ণের জয়ন্তী পালন করা হয়। তিনি তো সত্যযুগের শুরুতে ছিলেন এবং ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরে ত্রেতাযুগে ছিলেন ১৪ কলাযুক্ত রাম। কৃষ্ণ হলেন রাজাদের রাজা বা প্রিন্সদের প্রিন্স। বিকারী প্রিন্সরাও শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করে। কারণ তারা জানে যে ইনি হলেন সত্যযুগের ১৬ কলা সম্পূর্ণ প্রিন্স, আর আমরা হলাম বিকারী প্রিন্স। প্রিন্সরাও নিশ্চয়ই এইরকম বলবে। এখন পুনরায় শিব জয়ন্তী আসছে। সবথেকে বড় মন্দির তো তাঁর-ই রয়েছে। ওটা হল নিরাকার শিববাবার মন্দির। তাঁকেই পরমাত্মা বলা হয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরকে তো দেবতা বলা হয়। ভারতেই শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। আর কয়েকদিন পরেই শিবরাত্রি। এটা সবাইকে প্রমাণ করে বোঝাতে হবে যে ভগবান শিবকেই জ্ঞানের সাগর অথবা দুনিয়াকে পবিত্র করতে সক্ষম পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। গান্ধীজিও এইরকম মহিমা করতেন। কিন্তু তিনি কখনো কৃষ্ণের নাম নিতেন না। সুতরাং আসল প্রশ্নটা হল - শিব জয়ন্তীকে গীতা জয়ন্তী বলা যাবে, না কি কৃষ্ণ জয়ন্তীকে গীতা জয়ন্তী বলা যাবে? কৃষ্ণ জয়ন্তী তো সত্যযুগে হয়। কিন্তু শিব জয়ন্তী কবে হয় সেটা কেউই জানে না। শিববাবা তো হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি সঙ্গমযুগে নতুন দুনিয়ার রচনা করেছিলেন। সত্যযুগে শ্রীকৃষ্ণের রাজত্ব ছিল। তাহলে নিশ্চয়ই আগে শিব জয়ন্তী হয়। যেসকল ব্রাহ্মণকুলভূষণ বাচ্চারা সেবারত থাকে, তাদেরকে এটা নিয়ে বুদ্ধি খাটাতে হবে যে কিভাবে ভারতবাসীদেরকে প্রমাণ করে বোঝাব যে শিব জয়ন্তী-ই হল আসল গীতা জয়ন্তী। এরপর এই গীতার দ্বারা-ই শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি রাজাদের রাজা, তার জয়ন্তী হয়। কৃষ্ণ হলেন পবিত্র দুনিয়ার রাজা। ওখানে তার রাজত্ব ছিল। ওখানে নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়েই গীতা শোনাযনি। তাছাড়া সত্যযুগে তো ঐরকম মহাভারতের যুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। এটা নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগেই হয়েছিল। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এই বিষয়টা নিয়ে ভালোভাবে বোঝাতে হবে। পাণ্ডব এবং কৌরবদের সভা সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণকে পাণ্ডব-পতি রূপে দেখানো হয়েছে। মানুষ মনে করে, সেই হয়তো সহজ জ্ঞান আর সহজ রাজযোগ শিখিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এইরকম কোনো যুদ্ধ হয়নি। পরমপিতা পরমাত্মা যাদেরকে সহজ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, তারাই বিজয়ী হয়েছিল। তারাই ২১ জন্মের জন্য সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী হয়ে যায়। তাই আগে এই হিন্দু মহাসভাকে বুঝতে হবে। আরও অনেক সভা রয়েছে। যেমন - লোকসভা, রাজ্যসভা। কিন্তু মুখ্য হল এই হিন্দু মহাসভা। যাদব, কৌরব এবং পাণ্ডব নামক এই তিন রকম সৈন্য এই সঙ্গমযুগেই তৈরি হয়েছে। এখন সত্যযুগের স্থাপন হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের প্রস্তুতি চলছে। গীতাঞ্জান নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগেই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, কার পক্ষে সঙ্গমযুগে আসা সম্ভব ? কৃষ্ণের পক্ষে তো আসা সম্ভব নয়। সে কেন শুধু-শুধু পবিত্র দুনিয়া ছেড়ে এই পতিত দুনিয়াতে আসবে। তাছাড়া কৃষ্ণ তো এখন এখানে নেই। তোমরা জানো যে কৃষ্ণ এখন তার ৮৪তম জন্মে রয়েছে। কিছু লোক আবার বিশ্বাস করে যে কৃষ্ণ হল সর্বব্যাপী, ডাকলেই হাজির হয়ে যায়। কৃষ্ণের ভক্তরা তো বলে যে সব জায়গায় কেবল কৃষ্ণই বিরাজমান। কৃষ্ণই এইরকম রূপ ধারণ করেছে। যারা রাধাপন্থী, তারা বলবে রাধা-ই সকল স্থানে বিরাজমান, আমিও রাধা - তুমিও রাধা। অনেক রকম মত বেরিয়েছে। কেউ বলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, কেউ বলে কৃষ্ণ সর্বব্যাপী, কেউ বলে রাধা সর্বব্যাপী। বাবা এখন তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে এইসব বিষয় বোঝাচ্ছেন। বাবা হলেন ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি। তাই তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকেও তিনি সেই অথরিটি দিচ্ছেন যে কিভাবে সবাইকে বোঝাতে হবে। হিন্দু মহাসভার লোকদেরকে বোঝাও। ওরাই এইসব বিষয় বুঝতে পারবে। ওরা নিজেদেরকে ধর্মীয় মনোভাবের মানুষ বলে মনে করে। গভর্নমেন্ট তো কোনো ধর্মকেই মানে না। ওরা নিজেরাই সংশয় মনোভাবাপন্ন হয়ে গেছে। কেবল পরমাত্মা শিব-ই হলেন জ্ঞানের

সাগর। আর কাউকে জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। তিনি সম্মুখে এসে জ্ঞান দিলেই রাজস্ব স্থাপন হয়। একবার রাজস্ব স্থাপন হয়ে গেলে, বাবা পুনরায় সম্মুখে আসবেন যখন আমরা সেই রাজস্ব হারিয়ে ফেলবো। সুতরাং তোমাদেরকে এটা প্রমাণ করতে হবে যে পরমাত্মা শিব-ই হলেন জ্ঞানের সাগর এবং শিব জয়ন্তী-ই হল প্রকৃত গীতা জয়ন্তী। এটা নিয়ে একটা নাটক মঞ্চস্থ করতে হবে যাতে কৃষ্ণের কথা মানুষের বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যায়। নিরাকার শিব পরমাত্মাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। যত রকম শাস্ত্র রয়েছে, সবগুলোই মানুষের মত অনুসারে, মানুষের দ্বারা বানানো হয়েছে। বাবার তো কোনো শাস্ত্র নেই। বাবা বলছেন, আমি তোমাদের সামনে এসে তোমাদেরকে ভিখারি থেকে রাজকুমার বানিয়ে দিই এবং তারপর আমি চলে যাই। কেবল আমিই তোমাদেরকে সামনে এসে এই জ্ঞান শোনাতে পারি। দুনিয়ায় যারা গীতা শোনায়, তারাও হয়তো গীতা পাঠ করে, কিন্তু সেখানে তো সম্মুখে ভগবান থাকেন না। বলা হয় - গীতার ভগবান সকলের সম্মুখে ছিলেন এবং স্বর্গ রচনা করে চলে গেছেন। কিন্তু দুনিয়ায় যে গীতা পাঠ করা হয়, সেটা শুনলে কি কেউ স্বর্গবাসী হতে পারে? মৃত্যুর সময়েও মানুষকে গীতাই শোনানো হয়, অন্য কোনো শাস্ত্র শোনানো হয় না। মানুষ মনে করে গীতার দ্বারা তো স্বর্গের স্থাপন হয়েছিল, তাই গীতা-ই শোনায়। সুতরাং সকল গীতা অভিন্ন হওয়া উচিত। অন্যান্য ধর্মগুলো তার পরে এসেছে। অন্য কেউই এইভাবে বলতে পারবে না যে তুমি স্বর্গবাসী হবে। মানুষকে গঙ্গাজল-ই খাওয়ানো হয়। যমুনার জল খাওয়ানো হয় না। যত মহিমা, সব কেবল গঙ্গাজলের। অনেক বৈষ্ণব সেখানে যায় আর বোতল ভর্তি করে গঙ্গাজল নিয়ে আসে। তারপর সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা গঙ্গাজল মিশিয়ে পান করে যাতে সব রোগ ভালো হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবে এই জ্ঞান অমৃতের দ্বারা-ই ২১ জন্মের জন্য দুঃখের অবসান হয়। তোমাদের মতো চৈতন্য জ্ঞান গঙ্গাতে স্নান করলেই মানুষ স্বর্গবাসী হয়। তাই পরবর্তী কালে নিশ্চয়ই এইরকম জ্ঞান গঙ্গা তৈরি হবে। জলের নদী তো সবদিন-ই রয়েছে। জল খেয়ে কি কেউ কখনো দেবতা হয়ে যায় ? এখানে কেউ যদি একটুও জ্ঞান শোনে, তাহলেই স্বর্গের দাবীদার হয়ে যায়। এরা হল জ্ঞানের সাগর শিববাবার জ্ঞানগঙ্গা। শিববাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর অর্থাৎ গীতা জ্ঞান দাতা, কৃষ্ণ নয়। সত্যযুগে একজনও পতিত মানুষ থাকবে না যাকে জ্ঞান দিতে হবে। ভগবান এসেই এইসকল কথা বোঝান। অর্জুন বা সঞ্জয়ের নাম খুবই বিখ্যাত। যারা লিখেছে তারা খুব ভালো লেখক। লেখার জন্য নিমিত্ত হয়েছে। এখন শিব জয়ন্তী আসছে। তাই এই কথাগুলো বড় বড় হরফে লিখতে হবে। শিববাবা হলেন নিরাকার। তাঁকেই জ্ঞানের সাগর অথবা কল্যাণকারী বলা হয়। পরমাত্মা শিববাবা-ই জ্ঞান দান করেন এবং করুণা করেন। এই জ্ঞান দেওয়াটাই হল করুণা করা। শিক্ষক করুণা করে শিক্ষা দিলে ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হয়ে যায়। সত্যযুগে কল্যাণ করার প্রয়োজন হবে না। সুতরাং সবার আগে এইটা প্রমাণ করতে হবে যে নিরাকার জ্ঞানের সাগর শিব জয়ন্তীকে গীতা জয়ন্তী বলা যাবে, না কি সত্যযুগের শরীর-ধারী কৃষ্ণ জয়ন্তীকে গীতা জয়ন্তী বলা যাবে? বাচ্চারা, এটাই তোমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে।

তোমরা জান যে, যতজন পয়গম্বর (ঈশ্বরের দূত বা ধর্ম স্থাপক) আসে, তারা কেউই মানুষকে পবিত্র বানায় না। দ্বাপরযুগ থেকে মায়ার রাজস্ব চলে। তাই সকলেই পতিত হয়ে যায়। তারপর যখন মানুষ নাজেহাল হয়ে যায়, তখন ফেরৎ যেতে চায়। যে ধর্মের স্থাপন করা হয়, সেটাই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পবিত্রতার বলের দ্বারা-ই ধর্ম স্থাপন হয়। কিন্তু তারপরে অপবিত্র তো হতেই হবে। মুখ্য ৪টে ধর্ম রয়েছে। পরবর্তী কালে এইগুলো থেকেই বৃদ্ধি হয়। শাখা প্রশাখা বের হয়। শিব জয়ন্তী এবং গীতা জয়ন্তীর এই সম্পর্ক প্রমাণিত হলে বাকি শাস্ত্র গুলোর আর কোনো গুরুত্ব থাকবে

না। কারণ সেগুলো সব মনুষ্য-সৃষ্ট। বাস্তবে গীতা-ই হল এই ভারতের একমাত্র শাস্ত্র। মোস্ট বিলাভেড বাবা কতই না সহজ ভাবে বোঝান। তাঁর মত হল সর্বশ্রেষ্ঠ মত। তাই তোমাদেরকে এটা প্রমাণ করতে হবে যে নিরাকার জ্ঞান সাগরের জয়ন্তীকে গীতা জয়ন্তী বলা উচিত, না কি সত্যযুগের শরীর-ধারী শ্রীকৃষ্ণের জয়ন্তীকে গীতা জয়ন্তী বলা উচিত? এর জন্য বড় কনফারেন্স-এর আয়োজন করতে হবে। এটা প্রমাণিত হয়ে গেলেই সকল পন্ডিত ব্যক্তির তোমাদের কাছে আসবে আর নিজেদের জীবনে এই লক্ষ্য ধারণ করবে। শিব জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কিছু না কিছু তো করতেই হবে, তাই না? হিন্দু মহাসভার লোকদের বোঝাও। ওদের সংগঠন অনেক বড়। সত্যযুগে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। সভা কেবল এই সঙ্গমযুগেই হয়। আর অন্য কখনো সভা হয় না। আগে তো এটাই প্রমাণ করতে হবে যে বাস্তবে এই ব্রাহ্মণদের সভা অথবা পাণ্ডবদের সভাই হল আদি সনাতন সভা। পাণ্ডবরাই জয়ী হয়েছিল এবং স্বর্গবাসী হয়েছিল। এখন কোনো সভাকেই আদি সনাতন দেবী-দেবতাদের সভা বলা যাবে না। ওদের কেবল সার্বভৌমত্ব রয়েছে। আগের কল্পের সঙ্গমেও এইরকম সভা ছিল। এদের মধ্যেই পাণ্ডবদের একটা সভা ছিল যাকে আদি সনাতন ব্রাহ্মণদের সভা বলা হয়। কেউই এইসব কথা জানে না। কৃষ্ণের নাম থেকে ব্রাহ্মণ শব্দটা আসেনি। ব্রহ্মার সাথেই ব্রাহ্মণ কুলের সম্বন্ধ রয়েছে। ব্রহ্মার নাম থেকেই তোমরা ব্রাহ্মণ সভা বলো। এইসব বিষয় যে বোঝাবে, তাকেও অনেক বুদ্ধিমান হতে হবে। এরজন্য জ্ঞানের ভিত মজবুত হতে হবে। নিরাকার শিববাবা-ই হলেন গীতা-জ্ঞান-দাতা এবং দিব্য-দৃষ্টি-বিধাতা। এইসব কথা ধারণ করতে হবে এবং তারপর কনফারেন্স-এর আয়োজন করতে হবে। যারা মনে করে যে আমি প্রমাণ করে বোঝাতে পারব, তাদেরকে নিজেদের মধ্যে বসে আলোচনা করতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রেও মেজর, কমান্ডার ইত্যাদিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। এখানে যারা মহারথী, তাদেরকে কমান্ডার বলা হবে। বাবা হলেন ক্রিয়েটর এবং ডাইরেক্টর। তিনি স্বর্গের রচনা করেন এবং ডাইরেকশন দেন যে মহাসভা তৈরি করে এইসব বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখো। গীতার ভগবান আসলে কে? - এটা প্রমাণিত হয়ে গেলেই সবাই বুঝবে যে তাঁর সাথেই যোগযুক্ত হতে হবে। বাবা বলছেন, আমি তো গাইড রূপে এসেছি। কিন্তু তোমাকেও তো ওড়ার যোগ্য হতে হবে। ডানাগুলোকে মায়া ভেঙে দিয়েছে। যোগের দ্বারা-ই তোমরা আত্মারা পবিত্র হয়ে যাবে এবং উড়তে পারবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঊঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞানের অমৃতধারা দান করে সবাইকে নিরোগী বা স্বর্গবাসী বানানোর সেবা করতে হবে। মানুষকে দেবতা বানাতে হবে। বাবার মতো মাস্টার দয়ার সাগর হতে হবে।

২) জ্ঞানের শক্তিশালী ভিতের দ্বারা বুদ্ধিমান হয়ে শিব জয়ন্তী-তে এটা প্রমাণ করতে হবে যে শিব জয়ন্তী-ই হল প্রকৃত গীতা জয়ন্তী এবং গীতা জ্ঞানের দ্বারা-ই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়।

বরদান :- বাবার স্নেহ-কে অন্তরে ধারণ করে সকল আকর্ষণ থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম সত্যিকারের স্নেহের পাত্র ভব

বাবা সকল বাচ্চাকেই একইরকম স্নেহ করেন। কিন্তু বাচ্চারা নিজ শক্তি অনুসারে সেই স্নেহ-কে ধারণ করে। যে অমৃতবেলার আদি সময়ে বাবার স্নেহ-কে ধারণ করে নেয়, তার অন্তর পরমাত্ম-স্নেহতে মিশে থাকার কারণে অন্য কোনো স্নেহ তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। যে নিজের অন্তরে সম্পূর্ণভাবে স্নেহ ধারণ করে না, তার অন্তরে জায়গা খালি থাকার জন্য মায়া বিভিন্ন ভাবে অনেক রকমের স্নেহের দ্বারা আকৃষ্ট করে নেয়। তাই সত্যিকারের স্নেহের পাত্র হয়ে পরমাত্ম-স্নেহতে সর্বদা পরিপূর্ণ থাকো।

স্লোগান :- যে দেহ, পুরাতন দৈহিক দুনিয়া এবং সম্বন্ধ গুলোর আকর্ষণ ছাড়িয়ে উপরে উড়তে পারে, সে-ই হল ইন্দ্রপ্রস্থ নিবাসী।

"মিষ্টি বাচ্চারা- এই পর্যন্ত যা কিছু পড়েছ সেই সব ভুলে যাও, একদম শৈশবকালে চলে যাও, তবেই এই আধ্যাত্মিক (রুহানী) পড়াতে পাশ করতে পারবে"

প্রশ্ন :- যে সব বাচ্চাদের দিব্য-বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের লক্ষণ কি ?

উত্তর :- সেই সব বাচ্চারা এই পুরানো দুনিয়াকে এই চক্ষু দ্বারা দেখেও যেন দেখবে না। তাদের বুদ্ধিতে সর্বদা থাকে যে এই পুরানো দুনিয়া যে কোনো মুহূর্তে শেষ হল বলে। এই শরীরও পুরানো, তমোপ্রধান, তবে আত্মাও তমোপ্রধান, এর সাথে আর কি প্রীতি রাখব। এই রকম দিব্য বুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চাদের সাথেই বাবারও হৃদয় জুড়ে যায়। এই রকম বাচ্চারাই নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকতে পারে। সেবাতোও অগ্রসর হতে পারে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মাদের পিতা বোঝাচ্ছেন। যেমন জাগতিক (হদের) সন্ন্যাসীরা ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে, কারণ তারা মনে করে আমরা ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাব, সেইজন্য দুনিয়ার আসক্তি ছাড়তে হবে। অভ্যাসও ঐরকম করতে থাকে। কোথাও গিয়ে একান্তে থাকে। তারা হল হঠযোগী, তত্ত্ব জ্ঞানী। মনে করে ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাবে। সেইজন্য তারা মায়া-মমতা ত্যাগ করবে বলে ঘর-বাড়ী ছেড়ে দেয়। বৈরাগ্য এসে যায়। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে মায়া-মমতা যায় না। স্ত্রী- সন্তান ইত্যাদি স্মরণে আসতে থাকে। এখানে তো তোমাদের জ্ঞানের বুদ্ধির দ্বারা সব কিছু ভুলে যেতে হয়। কোনো কিছুই তাড়াতাড়ি ভোলা যায় না। এখন তোমরা এই অসীমের (বেহদের) সন্ন্যাস করো। স্মরণ তো সব সন্ন্যাসীদেরও থাকে। কিন্তু তাদের বুদ্ধিতে বলে আমাদের ব্রহ্মতে লীন হতে হবে, সেইজন্য আমাদের দেহ বোধ (দেহ ভান) রাখতে নেই। ওটা হল হঠযোগ মার্গ। মনে করে আমরা এই শরীর ছেড়ে ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাব। ওদের এটা জানা নেই যে আমরা শান্তিধামে কিভাবে যেতে পারি। তোমরা এখন জান আমাদের নিজ নিকেতনে যেতে হবে। যেমন বিলেত থেকে এলে মনে করে আমাদের বস্ত্রে যেতে হবে ভায়া...। এখন তোমরা বাচ্চারাও দৃঢ় ভাবে সুনিশ্চিত। অনেকে বলে এদের পবিত্রতা ভালো, জ্ঞান ভালো, সংস্থা ভালো। মাতা-রা ভালো পরিশ্রম করে, কারণ তারা নিরলসভাবে বোঝায়। নিজের তন-মন-ধন দেয়, সেই জন্য তাদের সেবা করতে ভালো লাগে। কিন্তু আমরাও এরকম অভ্যাস করি, সেই খেয়ালও হয় না। সেরকম বিরলই কেউ আসে। সে তো বাবাও বলেন কোটির মধ্যে কেউ অর্থাৎ যারা তোমাদের কাছে আসবে, তার মধ্যে থেকে কেউ বেরোবে। তাছাড়া এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার সম্মুখে। তোমরা জানো এখন বাবা এসেছেন। সাক্ষাৎকার হোক বা না হোক, বিবেক বলে অসীমের বা বেহদের বাবা এসেছেন। এটাও তোমরা জানো বাবা একজনই, সেই পারলৌকিক বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। লৌকিক বাবাকে কখনো জ্ঞানের সাগর বলবে না। এটাও বাবা এসেই তোমাদের বাচ্চাদের নিজের পরিচয় দেন। তোমরা জানো এখন পুরোনো দুনিয়া শেষ হতে চলেছে। আমরা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি। এখন আমরা পুরুষার্থ করছি ভায়া শান্তিধাম হয়ে সুখধামে ফিরে যাওয়ার জন্য। শান্তিধাম তো অবশ্যই যেতে হবে। ওখান থেকে আবার এখানে ফিরে আসতে হবে। মানুষ তো এই কথায় বিহ্বল হয়ে রয়েছে। কেউ মারা গেলে তো ভাবে বৈকুণ্ঠে গেছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ কোথায় আছে? এই বৈকুণ্ঠ নামটা তো ভারতবাসীই জানে অন্য ধর্মের কেউ জানেই না। শুধু মাত্র নাম শুনেছে আর চিত্র দেখেছে। দেবতাদের মন্দির ইত্যাদি অনেক দেখেছে। যেমন হল এই দিলওয়ারা মন্দির। লক্ষ-কোটি টাকা খরচা করে তৈরী

হয়েছে, তৈরী হয়েই চলেছে। দেবী-দেবতাদের বৈষ্ণব বলা হয়। তারা হল বিষ্ণুর বংশাবলী। তারা তো পবিত্রই। সত্যযুগকে বলা হয় পবিত্র দুনিয়া। এটা হল পতিত দুনিয়া। সত্যযুগের বৈভব ইত্যাদি এখানে হয় না। এখানে তো আনাজ ইত্যাদি তমোপ্রধান হয়ে যায়। স্বাদও তমোপ্রধান। বালিকারা ধ্যানে যায়, বলে সুবীরস পান করে এসেছে। খুবই সুস্বাদু ছিল। এখানেও তোমাদের হাতের খাওয়ার হলে বলে খুব সুস্বাদু কারণ তোমরা সুন্দর নিয়ম মেনে কর। সবাই মন ভরে খায়। এমন নয়, তোমরা যোগে থেকে তৈরী করো তবে সুস্বাদু হয় ! না, এটাও অভ্যাস বশতঃই হয়। কেউ খুব ভালো খাওয়ার তৈরী করে। ওখানে তো সব জিনিস সতোপ্রধান, সেইজন্য খুব শক্তি সম্পন্ন হয়। তমোপ্রধান হওয়ার জন্য শক্তি কম হয়ে যায়, আবার তার থেকে রোগ-দুঃখ ইত্যাদিও হতে থাকে। নামই হল দুঃখধাম। সুখধামে দুঃখের ব্যাপার নেই। আমরা এতো সুখে যাই, যাকে স্বর্গীয় সুখ বলা হয়। শুধু তোমাদের পবিত্র হতে হবে, তাও এই জন্মের জন্য। পিছনের খেয়াল করো না, এখন তো তোমরা পবিত্র হও। প্রথমে তো বিচার করো- কে বলছে! অসীমের (বেহদের) বাবার পরিচয় দিতে হবে। অসীমের বাবার থেকে সুখের বর্ষা প্রাপ্ত হয়। লৌকিক বাবাও পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করে। বুদ্ধি উপরে চলে যায়। তোমরা বাচ্চারা যারা সুনিশ্চিত বুদ্ধি দ্বারা দূঢ় চেতন, তাদের ভিতরে থাকবে যে এই পুরোনো দুনিয়াতে আমরা আর মাত্র কয়েক দিন আছি। এ যেন হল কড়ির মত শরীর। আত্মাও কড়ি তুল্য হয়ে পড়েছে, একে বৈরাগ্য বলা হয়।

এখন তোমরা বাচ্চারা ড্রামাকে জেনে গেছ। ভক্তি মার্গের ভূমিকা চলছেই। সবাই ভক্তিতে আছে, তবুও তাদের প্রতি ঘৃণা নয়। সন্ন্যাসীরা নিজেরাই ঘৃণা করতে বলে। তাদের বাড়ীর সবাই দুঃখী হয়ে যায়, তারা নিজেরা (সাধনার দ্বারা) নিজেকে সামান্য সুখী করে। মুক্তিতে কেউ ফিরে যেতে পারে না। যারা এসে (পরমধাম থেকে), ফিরে কেউই যায়নি। সবাই এখানেই আছে। একজনও নির্বাণধাম বা ব্রহ্মতে যায় নি। তারা মনে করে অমুকে ব্রহ্মতে লীন হয়ে গেছে। এই সব ভক্তি মার্গের শাস্ত্রে আছে। বাবা বলেন এই শাস্ত্র ইত্যাদিতে যা কিছু আছে, সব ভক্তি মার্গ। বাচ্চারা, তোমাদের এখন জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে সেইজন্য তোমাদের কিছুই পঠনপাঠনের দরকার নেই। তবুও কেউ কেউ এমন আছে যাদের আবার নভেল ইত্যাদি পড়ার অভ্যাস আছে। জ্ঞান তো সম্পূর্ণ নেই, ওদের বলা হয় মোরগ (কুঞ্চড় জ্ঞানী) জ্ঞানী। রাত্রে নভেল পড়ে ঘুমালে তাদের কি গতি হবে? এখানে বাবা বলেন, যা কিছু পড়েছ সব ভুলে যাও। এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়তে থাক। এখানে ভগবান পড়াচ্ছেন, যার মাধ্যমে তোমরা দেবতা হয়ে যাবে, ২১জন্মের জন্য। তবে যা কিছু অধ্যয়ন করেছিলে সব ভুলে যেতে হবে। একদম ছোটবেলায় চলে যাও। নিজেকে আত্মা মনে কর। এই চর্মচক্ষু দিয়েই দেখ, কিন্তু দেখেও যেন দেখো না। তোমাদের দিব্য দৃষ্টি, দিব্য বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে, তাই তোমরা এখন জানো যে এই সমগ্র দুনিয়া হল এখন পুরানো। এটা শেষ হয়ে যাবে। এখানে সবকিছু এখন কবরে, এর প্রতি আর কীসের মোহ! এখন পরিস্থানের অধিবাসী হতে হবে। তোমরা এখন কবরস্থান আর পরিস্থানের মাঝখানে বসে আছ। পরিস্থান এখন তৈরী হচ্ছে। তোমরা এখন বসে আছ পুরানো দুনিয়াতে, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধির যোগ সেখানে। তোমরা পুরুষার্থই করছ নতুন দুনিয়ার জন্য। এখন মধ্যবর্তী স্থানে বসে আছ, পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য। এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগকেও কারোর জানা নেই। পুরুষোত্তম মাস, পুরুষোত্তম বর্ষেরও অর্থ বোঝে না। পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের সময় খুবই অল্প রয়েছে। দেহীতে ইউনিভার্সিটিতে এলে তো অনেক পরিশ্রম করতে হবে। স্মরণ স্থায়ী হওয়া বেশ কঠিন, মায়া বিঘ্ন ঘটাতে থাকে। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, এই পুরানো দুনিয়া শেষে হতে চলেছে। যদিও বাবা এখানেই বসে আছেন, সবকিছুই দেখছেন, কিন্তু বুদ্ধিতে থাকে এই সবকিছু শেষ হতে চলেছে।

কিছুই থাকবে না। এটা তো হল পুরানো দুনিয়া, এতে বৈরাগ্য এসে যায়। শরীরধারীরাও সবাই হল পুরানো। শরীর পুরানো তমোপ্রধান হলে তো আত্মাও তমোপ্রধান হল। এরকম জিনিসকে আমরা দেখে কি করব। এসব কিছুই তো থাকবে না, তাই ওসবের প্রতি কোনো প্রীতি নয়। বাচ্চাদের মধ্যেও বাবার ভালোবাসা তাদের প্রতিই বেশী থাকে, যারা বাবাকে ভালো ভাবে স্মরণ করে আর সার্ভিস করে। যদিও বাচ্চা তো সবাই। কতো কত বাচ্চা তাঁর। সবাই তো কখনো দেখবেও না বাবাকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো জানেই না। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম তো শুনেছে কিন্তু তাঁর থেকে কি প্রাপ্ত হয়- এর কিছুই জানা নেই। ব্রহ্মার মন্দির আছে, সেখানে সাদা দাঁড়িওয়ালা দেখিয়েছে। কিন্তু তাকে কেউ স্মরণ করে না, কারণ তার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। আত্মাদের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় এক লৌকিক পিতার থেকে, দ্বিতীয় পারলৌকিক পিতার থেকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো কেউ জানে না। এটা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার (ওয়ান্ডারফুল)। বাবা হয়েও তোমাদের উত্তরাধিকার দেবে না, তিনি অবশ্যই অলৌকিক হলেন। উত্তরাধিকার হয়ই হদের (পার্শ্ব) আর বেহদের (অপার্শ্ব)। মধ্যবর্তী কোনো উত্তরাধিকার নেই। যদিও প্রজা বলা হয় কিন্তু উত্তরাধিকার কিছুই নেই। এই অলৌকিক বাবারও উত্তরাধিকার পারলৌকিক দ্বারা প্রাপ্ত হয় তো ইনি আবার দেবে কি ভাবে! পারলৌকিক বাবা এনার মাধ্যমে (থ্রু) দেন। ইনি হলেন রথ। এনাকে কি স্মরণ করবে। এনার নিজেরই ওই বাবাকে স্মরণ করতে হয়। ওসব লোক মনে করে এই ব্রহ্মাই পরমাত্মা। কিন্তু আমাদের উত্তরাধিকার এনার থেকে প্রাপ্ত হয় না, উত্তরাধিকার তো শিববাবার দ্বারা প্রাপ্ত হয়। উনি তো থাকেন মধ্যবর্তী দালাল রূপে। উনিও হলেন আমাদের মতোন স্টুডেন্ট। ভয় পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই।

বাবা বলেন এই সময় সমগ্র দুনিয়া তমোপ্রধান। তোমাদের যোগ বল দ্বারা সতোপ্রধান হতে হবে। লৌকিক পিতার থেকে পার্শ্ব (হদ) উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তোমাদের এখন বুদ্ধি রাখতে হবে অসীমে (বেহদে)। বাবা বলেন, বাবা ব্যাভীত আর কারোর থেকে কিছু পাওয়া যায় না, এমনকি দেবী- দেবতাদের থেকেও না। ওসব লোকেরা তো মনে করে ইনি অমর, কখনো মারা যান না। তমোপ্রধান হন না। কিন্তু তোমরা জানো যিনি সতোপ্রধান ছিলেন সেই তমোপ্রধান এ আসেন। শ্রী কৃষ্ণকে লক্ষ্মী-নারায়ণের থেকেও উঁচুতে ভাবে কারণ তিনি আবার বিবাহ করেছিলেন। কৃষ্ণ তো জন্ম থেকেই পবিত্র সেইজন্য কৃষ্ণের অনেক মহিমা। দোলনাতেও কৃষ্ণকে দোলায়। কৃষ্ণেরই জয়ন্তী পালিত হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের কেন পালন করা হয় না? জ্ঞান না হওয়ার জন্য কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। বলা হয় গীতার জ্ঞান দ্বাপর যুগে দিয়েছে। কাউকে বোঝানো কতো কঠিন! বলে দেয় জ্ঞান তো পরম্পরায় চলে আসছে। কিন্তু পরম্পরায় বা কবে থেকে ? এটা তো কেউ জানে না। পূজা কবে থেকে শুরু হয়েছে এটাও কেউ জানে না, সেইজন্য বলে দেয় রচয়িতা আর সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না। কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে পরম্পরা বলে দেয়। তিথি-তারিখ কিছুই জানে না। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও জন্মদিন পালন করে না। একে বলা হয় অজ্ঞান অন্ধকার। তোমাদের মধ্যেও কেউ যথার্থ ভাবে এই ব্যাপারে জানে না। তাই তো বলা হয়ে থাকে - মহারথী, ঘোড়সওয়ার আর পেয়াদা। হাতীকে নত্র (বৃহৎ কুমারী বিশেষ) খেয়েছে। নত্র বড় হয়, একদম গ্রাস করে নেয়। যেমন সাপ ব্যাঙকে গিলে খায়।

ভগবানকে বাগানের মালিক (বাগবান), মালী, পাটনী কেন বলা হয় ? এটাও তোমরা এখন বুঝতে পার। বাবা এসে বিষয় সাগর থেকে পারে নিয়ে যান, তাই তো বলে, পাটনী পার করো আমাকে।

তোমাদেরও এখন জানা হয়ে গেছে যে আমরা কি ভাবে পারে যাচ্ছি। বাবা আমাদের ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাচ্ছেন। সেখানে দুঃখ-যন্ত্রণার ব্যাপার নেই। তোমরা শুনে অন্যান্যদেরও বল যে নৌকাকে যে পার করেন সেই পাটনী বলে- হে বাচ্চারা, তোমরা সবাই নিজেকে আত্মা মনে কর। তোমরা প্রথমে ক্ষীরসাগরে ছিলে, এখন বিষয় সাগরে এসে পৌঁছেছ। প্রথমে তোমরা দেবতা ছিলে। স্বর্গ হল বিশ্বের বিস্ময় (ওয়ান্ডার অফ ওয়ার্ল্ড)। সমস্ত দুনিয়াতে আধ্যাত্মিক বিস্ময় (ওয়ান্ডার) হল স্বর্গ। নাম শুনেই আনন্দ হয়। তোমরা স্বর্গে (হেভেন) থাকো। এখানে রয়েছে সপ্তম আশ্চর্য। তাজমহল তার মধ্যে একটি, কিন্তু ওখানে তো আর থাকা যায় না। তোমরা তো বিশ্বের বিস্ময়ের (ওয়ান্ডার অফ ওয়ার্ল্ড) মালিক হবে। তোমাদের থাকার জন্য বাবা কত বিস্ময়কর (ওয়ান্ডারফুল) স্বর্গ তৈরী করেছেন, ২১ জন্মের জন্য লক্ষ কোটি গুণের (পদ্মা পদমপতি) মালিক হবে। তাই বাচ্চারা, তোমাদের কত খুশী হওয়া উচিত। আমরা ওই পারে যাব। অনেক বার বাচ্চারা, তোমরা স্বর্গে গিয়েছ হয়তো। এই চক্র তোমরা পরিক্রমা করতেই থাক। পুরুষার্থ এমনই করা উচিত যেন নতুন দুনিয়াতে আমরা সর্বপ্রথমেই আসতে পারি। পুরানো বাড়ীতে যেতে কি আর মন চায়! বাবা উৎসাহিত করছেন বাচ্চাদের, পুরুষার্থ করে নতুন দুনিয়াতে যাও। বাবা আমাদের বিশ্বের বিস্ময়ের (ওয়ান্ডার অফ ওয়ার্ল্ড) মালিক করেন। তবে ঐরকম বাবাকে আমরা কেন স্মরণ করব না। অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এসব দেখেও দেখো না। বাবা বলেন যদিও আমি দেখি, কিন্তু আমার মধ্যে জ্ঞান আছে - আমি হলাম অল্প দিনের যাত্রী (মুসাফির)। সেইরকম তোমরাও এখানে ভূমিকা পালন করতে এসেছ। তাই এ সব কিছুর থেকে মমতা ত্যাগ করো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) আধ্যাত্মিক পঠনপাঠনে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হবে। কখনো নভেল (গল্প, উপন্যাস) ইত্যাদি পড়ার খারাপ অভ্যাস কোরো না, এখন পর্যন্ত যা কিছু পড়েছ, সে সব ভুলে বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

২) এই পুরানো দুনিয়াতে নিজেকে অতিথি মনে করে থাকতে হবে। এর প্রতি প্রীতি রাখতে নেই, দেখেও দেখতে নেই।

বরদান :- অধিকারী হয়ে সমস্যা কে খেলতে খেলতে পার করতে সক্ষম হিরো পাটধারী ভব যে কোনো পরিস্থিতিই হোক বা সমস্যা আসুক, সমস্যার অধীন নয়, অধিকারী হয়ে সমস্যাকে এমন ভাবে পার করে ফেল যেন খেলতে খেলতে পার করছ। বাইরে থেকে রোদনের ভূমিকাও যদি পালন করতে হয়, মনের ভিতর যেন থাকে এ সব হল খেলা- যাকে বলে ড্রামা আর আমরা ড্রামার হিরো পাটধারী। হিরো পাটধারী অর্থাৎ নিখুঁত ভূমিকা পালন করে যে। সেইজন্য কঠিন সমস্যাকেও খেলা মনে করে হাল্কা করে দাও, কোনো বোঝা যেন না থাকে।

শ্লোগান :- সর্বদা জ্ঞানের মথন করতে থাকলে সর্বদা প্রফুল্লিত থাকবে, মায়া'র আকর্ষণ থেকে বেঁচে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা- উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য বাবা তোমাদের যা পড়াচ্ছেন, যেভাবে পড়াচ্ছেন ঠিক সেভাবেই তাকে গ্রহণ কর, সবসময়ই শ্রীমতে চল"

প্রশ্ন :- কখনও যেন আক্ষেপ না হয়, তার জন্য কোন্ বিষয়ে ভালো ভাবে বিচার করতে হবে ?

উত্তর :- প্রতিটি আত্মা যে ভূমিকা পালন করছে (পার্ট প্লে করছে), তা ড্রামায় পূর্ব নির্ধারিত । এটাই অনাদি আর অবিনাশী ড্রামা । এই বিষয়ে যদি বিচার কর, তবে কখনও আক্ষেপ হতে পারে না । আক্ষেপ তাদেরই হয় যারা ড্রামার আদি-মধ্য অন্তকে উপলব্ধি করতে পারে না । বাচ্চারা, তোমাদের এই ড্রামাকে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে, এতে কাল্পনাটি বা হতাশ হওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই ।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের বাবা (রুহানী বাবা) বসে আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, আত্মা কত ছোট । অনেক ছোট এই আত্মার মধ্যে শরীরকে কত বড় দেখায় । ছোট আত্মা যখন শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায় তারপর আর কিছুই দেখতে পায় না। আত্মার উপরই যা কিছু বলা হয় । এত ছোট বিন্দু (আত্মা) কী কী কাজই না করে ! খুব ছোট হীরে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়েই দেখা যায়, হীরের মধ্যে কোনও দাগ নেই তো ! আত্মাও কত ছোট । কেমন ম্যাগনিফায়িং গ্লাস -- যা দিয়ে দেখছ ! কোথায় থাকে ? কি কানেকশন আছে ? এই চোখ দিয়েই কত বড় আকাশকে দেখা যায় ! বিন্দু বেড়িয়ে গেলে আর কিছুই থাকে না । যেমন বাবা বিন্দু তেমনই আত্মাও বিন্দু । এত ছোট আত্মাও পিওর, ইমপিওর হয়ে যায়, এটাই ভালো করে ভেবে দেখার বিষয়। দ্বিতীয় কেউ জানেনা - আত্মা কে, পরমাত্মা কে । এত ছোট আত্মা শরীরে থেকে কত কি তৈরি করে । কত কি দেখে । সেই আত্মার মধ্যেই সম্পূর্ণ পার্ট সঞ্চিত থাকে -- ৮৪জন্মের । কিভাবে আত্মা কাজ করে, এ সত্যিই আশ্চর্যের । এত ছোট বিন্দুতে ৮৪ জন্মের পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে । আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । যেমন নেহেরু ও ক্রাইস্টের মৃত্যু হয়েছে । আত্মা বেড়িয়ে গেছে যখন শরীরও মরে মৃত । কত বড় শরীর আর কত ছোট আত্মা । এটাও বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন যে, মানুষ কি করে জানবে এই সৃষ্টি চক্র প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আবার ঘুরে আসে । অমুক মারা গেছে এটা কোনও নতুন কথা নয় । তার আত্মা ঐ শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করেছে । ৫ হাজার বছর আগেও এই নাম রূপ নিয়েই শরীর ত্যাগ করেছিল । আত্মা জানে আমি এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করি ।

এখন তোমরা শিব জয়ন্তী উৎসব পালন কর । তোমরা দেখাও যে, ৫ হাজার বছর পূর্বেও শিব জয়ন্তী উদযাপিত হয়েছিল । প্রতি ৫ হাজার বছর পরেও শিব জয়ন্তী যা হীরে তুল্য তা পালন করা হয় । এটাই সত্যি । বিচার সাগর মন্বন করতে হয় অন্যকে বোঝানোর জন্য । এই উৎসব পালন করা হয়, তোমরা বলবে এ কোনও নতুন কথা নয়, হিস্টি রিপট হয় সুতরাং ৫ হাজার বছর পরেও যার যে পার্ট থাকে, তাকেই সেই শরীর ধারণ করতে হয় । নিজের নাম রূপ দেশ কাল ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে । এর উপর বিচার সাগর মন্বন করে এমন ভাবে লেখ যাতে মানুষ অবাক হয়ে যায় । বাবা যেমন বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন - এর আগে কি দেখা হয়েছে ? এত ছোট আত্মাকেই তো জিজ্ঞাসা করতে, তাই না ! এই নাম রূপ নিয়ে আগে কি দেখা হয়েছে ? আত্মাই শোনে ।

অনেকেই বলে হ্যাঁ বাবা, তোমার সাথে কল্প প্রথমে মিলিত হয়েছিলাম । সম্পূর্ণ ড্রামার পার্ট বুদ্ধিতে আছে । ওরা হল জাগতিক (হদের) ড্রামার এক্টর্স আর এ হলো অসীমের (বেহদের) ড্রামা । এই ড্রামা হুবহু এক, এর মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই । এখানে বায়োস্কোপ হল জাগতিক, যা মেশিন দ্বারা চলে । বড়জোর দুই-চার রিল ঘোরে । আর এ হল অনাদি অবিনাশী একটাই অসীমের (বেহদের) ড্রামা । এই ড্রামাতেই কত ছোট আত্মা এক পার্ট প্লে করে আবার দ্বিতীয় পার্ট প্লে করে । ৮৪ জন্মে কত বড় ফিল্মের রিল হবে তাহলে ! এটাই স্বাভাবিক । কারও কারও বুদ্ধিতে ধারণ হবে । এ হল রেকর্ডের মতো, সত্যিই আশ্চর্যের । ৮৪ লক্ষ তো হতে পারে না । ৮৪ চক্র, একে কীভাবে বোঝান যেতে পারে ? সাংবাদিকদের কাছে যদি তোমরা ব্যাখ্যা কর তবে তারা সংবাদপত্রে প্রচার করতে পারে । ম্যাগাজিনেও প্রচার করতে পারে । আমরা এই সঙ্গমের কথাই বলছি। সত্যযুগে এসব কথা তো হবে না । না কলিযুগে হবে । জন্তু জানোয়ার ইত্যাদি যা কিছু আছে সবার জন্যই বলা হবে আবার ৫ হাজার বছর পরে দেখব । কোনও পার্থক্য হবে না । ড্রামায় পূর্ব নির্ধারিত । সত্য যুগে জন্তু জানোয়ারও খুব সুন্দর হবে । সম্পূর্ণ ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি রিপোর্ট হবে । যেমন ড্রামায় স্যুটিং হয় । একটা মাছি উড়ে চলে গেলে তাও রিপোর্ট হবে । এখন আমরা এইসব ছোট ছোট জিনিসকে খেয়াল তো করব না । সর্বপ্রথম তো বাবা স্বয়ং বলেন আমি কল্পে- সঙ্গম যুগে এই ভাগ্যশালী রথের (ব্রহ্মা শরীর) মধ্যে আসি । আত্মা জিজ্ঞাসা করে এত ছোট বিন্দুর মধ্যে কোথা থেকে কিভাবে আসে ? ওঁনাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় । এসব কথা তোমরা বাচ্চাদের মধ্যে যারা সমঝদার তারাই বুঝবে। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আমি আসি । কত মূল্যবান এই ঈশ্বরীয় পার্ট । বাবার কাছেই প্রকৃত নলেজ আছে যা বাচ্চাদের প্রদান করেন । তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলে চট করে বলে দিতে পারবে সত্যযুগের আয়ু ১২৫০ বছরের । এক-এক জন্মের আয়ু ১৫০ বছর করে হয় । কত পার্ট প্লে করতে হয় । সমস্ত চক্র বুদ্ধিতে ঘোরে । আমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি । সম্পূর্ণ সৃষ্টি এভাবেই চক্রাকারে ঘুরতে থাকে । এটা অনাদি অবিনাশী নির্ধারিত ড্রামা। এতে নতুন কিছু সংযোজন হতে পারে না । মনে রাখতে হবে সব কিছুই পূর্ব নির্ধারিত, চিন্তা করে কিছু হবে না । যা কিছু হবে সবই ড্রামায় নির্ধারিত । সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে । ঐ নাটকে কেউ এমন পার্ট প্লে করে যে, দুর্বল চিত্তের লোকেরা সেই নাটক দেখে কান্নাকাটি শুরু করে । এ তো নাটক, তাই না! এটা সত্যি যে, এতে প্রতিটি আত্মা নিজের পার্ট প্লে করছে । ড্রামা কখনও বন্ধ হয় না। এখানে কান্নাকাটি করার বা আক্ষেপের কোনও প্রশ্নই নেই । কোনও নতুন কথা তো নয় । আক্ষেপ তারই হয় যে ড্রামার আদি-মধ্য অন্তকে রিয়েলাইজ করে না । এটাও তোমরা জান । এই সময় আমরা জ্ঞান অর্জন করে যে পদ প্রাপ্ত করি, চক্র শেষে আবারও তাই হবে । এটাই বড় আশ্চর্যচকিত হয়ে বিচার সাগর মন্ডন করার বিষয় । কোনও মানুষ এই বিষয়ে জানেনা । ঋষি-মুনিরাও বলে থাকে - আমরা রচনা আর রচয়িতাকে জানি না । ওরা তো জানেই না রচয়িতা এত ছোট এক বিন্দু । উনিই নতুন সৃষ্টি রচনা করেন । তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের পড়ান। জ্ঞানের সাগর তিনি । এসব কথা তোমরা বাচ্চারাই বোঝাও । তোমরা তো এমন বলবেই না যে আমরা জানিনা । তোমাদেরকে বাবা এই সময় এসে সব বুঝিয়ে বলেন ।

তোমাদের কোনও ব্যপারে আক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই । সবসময় উৎফুল্ল থাকা উচিত । জাগতিক ড্রামার ফিল্ম চলতে-চলতে ছিড়ে যাবে, পুরনো হয়ে যাবে, তারপর আবার বদল করবে । পুরানোটাকে ফেলে দেয় । কিন্তু এ তো অসীমের (বেহদের) অবিনাশী ড্রামা । এমন সব বিষয়ের উপরে চিন্তন করে দুট করে নেওয়া উচিত । এটা ড্রামা । আমরা বাবার শ্রীমতে চলে পতিত থেকে

পবিত্র হয়ে উঠছি আর কোনো কথাই হতে পারে না, যার দ্বারা আমরা পতিত থেকে পবিত্র হতে পারব বা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারব । পাঁট প্লে করতে করতে আমরা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে গেছি, আবার সতোপ্রধান হতে হবে । না আত্মা বিনাশ হয়, না পাঁট বিনাশ হয় । এমন সব বিষয়ের উপর কেউ বিচার করে না । মানুষ তো শুনে অবাক হয়ে যাবে । ওরা তো শুধুমাত্র ভক্তি মার্গের শাস্ত্রই পড়ে। রামায়ণ, ভাগবত, গীতা ইত্যাদি সবই এক । এখানে তো বিচার সাগর মন্থন করতে হয় । বেহদের বাবা যা বোঝান তাকে সঠিক ভাবে ধারণ করলে ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারবে । সবাই একই রকম ভাবে ধারণা করতে সক্ষম নয় । কেউ কেউ ভীষণ গভীরতায় গিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে । আজকাল তো জেইল-এও ভাষণ দিতে যায় । বেশ্যাদের কাছেও যায়, অন্ধ বধিরদের কাছেও বাচ্চারা যায়, কেননা তাদেরও অধিকার আছে । ইশারায় তারা বুঝতে পারে । অন্তরাত্মাই তো বুঝতে পারে । চিত্র সামনে রেখে দাও, পড়তে তো পারবে । বুদ্ধি তো আত্মার মধ্যেই আছে না ! হলই বা অন্ধ, খোঁড়া কিন্তু কোনো না কোনোভাবে ঠিক বুঝতে পারে । অন্ধদের তো কান আছে । তোমাদের কাছে সিঁড়ির খুব সুন্দর চিত্র রয়েছে । এই নলেজ যে কোনো কাউকে বুঝিয়ে স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত করে তুলতে পার । আত্মা বাবার থেকে অবিনাশী বর্ষা গ্রহণ করতে পারে । স্বর্গে যেতে পারে । এখানে তো কারো ডিফেক্টিভ (শারীরিক ত্রুটি) অঙ্গ প্রত্যঙ্গও থাকে । ওখানে (সত্য যুগে) পঙ্গু খোঁড়া হবে না । ওখানে আত্মা আর শরীর দুই-ই পবিত্র হবে । প্রকৃতিও পবিত্র । নতুন জিনিস অবশ্যই সতোপ্রধান হয় । এটাও ড্রামায় নির্ধারিত । এক সেকেন্ড ও পর মুহূর্তেই এক হতে পারে না । কিছু না কিছু পার্থক্য থাকবেই । এভাবেই ড্রামাকে সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে দেখতে হবে । এই নলেজ এখন তোমরা পাছ তারপর আর কখনও পাবে না । প্রথমে তো এই নলেজ ছিলই না । একেই অনাদি অবিনাশী পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা বলা হয় । একে ভালো ভাবে বুঝে ধারণ করে অপরকে ও বোঝাতে হবে ।

তোমরা ব্রাহ্মণরাই এই জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত । শক্তিশালী হওয়ার জন্য পাওয়ারফুল ওষুধ তোমরা এখানে পাছ । ভালো যা কিছু তারই মহিমা করা হয় । নতুন দুনিয়া কিভাবে স্থাপন হবে তারপর এই রাজ্য কেমন হবে তোমাদের মধ্যেও নশ্বর অনুসারে তা জানবে । যে জানে সে অন্যদের ও বোঝাতে পারে । সে অনেক খুশিতে থাকে । কার ও তো কানাকড়ি ও খুশি থাকে না । সবারই নিজের-নিজের পাঁট প্লে করতে হয় । যে বুদ্ধিতে ধারণ করতে সক্ষম হবে, বিচার সাগর মন্থন করবে সেই অন্যদের বোঝাতে পারবে । এই হল তোমাদের ঈশ্বরীয় পঠনপাঠন, যার দ্বারা তোমরা সেটাই হয়ে উঠবে । তোমরা যে কোনো কাউকে বুঝিয়ে বল যে, তুমি আত্মা । আত্মাই পরমাত্মাকে স্মরণ করে । আত্মারা সবাই ভাই-ভাই । বলাও হয় ঈশ্বর একজনই । বাকি সমস্ত মানুষের মধ্যে আত্মা আছে । সব আত্মাদের পারলৌকিক বাবা আছেন । যার মধ্যে নিশ্চয় বুদ্ধি (দৃঢ় বিশ্বাস) থাকবে তাকে কেউ নাড়াতে পারবে না । সংশয় যার থাকবে তাকে সহজেই হিলানো যাবে । সর্বব্যাপী জ্ঞানের উপর কত তর্কবিতর্ক করে । তারাও নিজেদের জ্ঞানের বিষয়ে পাকাপোক্ত, হয়ত আমাদের এই জ্ঞানের তারা নয়। সুতরাং ওরা দেবতা ধর্মের কি ভাবে বলা যেতে পারে । আদি সনাতন দেবী-দেবতাদর্ম প্রায় লুপ্ত । তোমরা বাচ্চারা সেটা জান । আমাদের আদি সনাতন ধর্ম পবিত্র প্রবৃত্তির ছিল, এখন অপবিত্র হয়ে গেছে । যে প্রথমে পূজ্য ছিল সেই এখন পূজারী হয়ে গেছে । অনেক পয়েন্টস কন্ঠস্থ হলে বোঝাতে পারবে । বাবা তোমাদের বোঝান তোমরা আবার অন্যদের বোঝাও যে, এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে । তোমরা ছাড়া আর কেউ জানেনা । তোমাদের মধ্যেও নশ্বর অনুসারে আছে ।

বাবাকেও প্রতিটি মুহূর্তে পয়েন্টস বারংবার রিপোর্ট করতে হয় কেননা নতুন-নতুন অনেকে আসে । প্রথমে কিভাবে স্থাপন হয়েছিল, তোমাদেরও জিজ্ঞাসা করবে, সুতরাং তোমাদেরও রিপোর্ট করতে হবে । তোমরা সবসময় সেবায় ব্যস্ত থাকবে । চিত্র দেখিয়েও তোমরা বোঝাতে পার । কিন্তু জ্ঞানের ধারণা তো সবার একরকম হতে পারে না । এর জন্য জ্ঞান চাই, স্মরণ চাই ,খুব ভালো ভাবে ধারণা হওয়া উচিত । সত্যপ্রধান হওয়ার জন্য বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করা উচিত । কিছু বাচ্চা আছে যারা নিজেদের কাজকর্মেই ফেঁসে থাকে, কিছুই পুরুষার্থ করে না । এটাও ড্রামায় নির্ধারিত । কল্প পূর্বে যে যেমন পুরুষার্থ করেছিল তেমনটাই করবে । একদম শেষে তোমাদের ভাই-ভাই হয়ে থাকতে হবে । নগ্ন হয়ে এসেছিলে নগ্ন হয়েই যেতে হবে । এমনটা যেন না হয় শেষে গিয়ে কেউ স্মরণে এলো । এখন তো কেউ ফিরে যেতে পারবে না । যতক্ষণ বিনাশ না হবে, স্বর্গে কিভাবে যাবে । নিশ্চয়ই সূক্ষ্মবতনে যাবে নয়তো এখানেই জন্ম নেবে । যা কিছু দুর্বলতা (কমজোরি) থাকবে আবারও তার জন্য পুরুষার্থ করবে । সেটাও যখন বড় হবে তখন বুঝবে । এসবই ড্রামায় নির্ধারিত । তোমাদের একরকম অবস্থা একদম শেষে গিয়ে হবে । এমন নয় যে সবকিছু লিখলেই স্মরণ হতে থাকবে । লাইব্রেরিতে এত বই কেন রাখা হয় । ডাক্তার, উকিল অনেক বই সংগ্রহে রাখে, স্টাডি করে । তারা হল মানুষদের উকিল । তোমরা আত্মারা হলে আত্মাদের উকিল । আত্মারা, আত্মাদের পড়ায় । ওটা হলো শরীরের জন্য অধ্যয়ন । আর এ হল আধ্যাত্মিক (রুহানী) অধ্যয়ন । এই আধ্যাত্মিক (রুহানী) অধ্যয়নে ২১ জন্ম আর কোনও ভুলভ্রান্তি হবে না । মায়ার রাজ্যে অনেক ভুলভ্রান্তি হতেই থাকে । যে কারণে সহনও করতে হয় । যে সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করবে না, কর্মজীবনে অবস্থাও প্রাপ্ত করতে পারবে না, সুতরাং সহন করতেই হবে । তারপর পদও কম হয়ে যাবে । বিচার সাগর মন্ডন করে অন্যদের শোনাতে তবুই চিন্তন চলতে থাকবে । বাচ্চারা জানে কল্প প্রথমেও বাবা এভাবেই এসেছিলেন, যাঁর শিব জয়ন্তী উদযাপিত হয় । লড়াই ইত্যাদির তো কোনও প্রশ্নই আসে না । ওসব হল শাস্ত্রের কথা । এ হল জ্ঞানের পঠনপাঠন । আমদানিতে খুশি অনুভব হয় । যে লক্ষপতি হয় তার অগাধ খুশি থাকে । কেউ লক্ষপতি হয়, কেউ বা কোটিপতি আবার কারও অল্প পয়সা থাকে । সুতরাং যার কাছে যত পরিমাণ জ্ঞান রহ্ন থাকবে তার অগাধ খুশিও থাকবে । আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বিচার সাগর মন্ডন করে নিজেকে জ্ঞান রহ্নে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে । ড্রামার রহস্যকে ভালো ভাবে বুঝে অন্যদেরও বোঝাতে হবে । কোনও ব্যাপারে আক্ষেপ না করে সবসময় উৎফুল্ল থাকতে হবে ।

২) নিজের অবস্থা দীর্ঘ সময় ধরে একরকম স্থিতিতে স্থিত করতে হবে যাতে শেষে গিয়ে এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ স্মরণে না আসে । অভ্যাস করতে হবে আমরা ভাই-ভাই (আত্মা)। এখন ফিরে যেতে হবে ।

বরদান :- সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে কমল পুষ্পের মতো নির্লিপ্ত বাবার ঘনিষ্ঠ থাকা ডবল লাইট ভব

বাবার হওয়া অর্থাৎ সব বোঝা বাবাকে অর্পণ করা । ডবল লাইটের অর্থই হল সবকিছু বাবাকে দিয়ে দেওয়া । এই শরীর আমার নয় । যখন শরীরই আমার নয় তবে তো আর কিছুই রইল না। তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছ এই শরীর তোমার, এই মন তোমার, ধন সম্পদ তোমার- যখন সবকিছুই তোমার বলেছ তবে আর বোঝা কিসের, তাই কমল পুষ্পের দৃষ্টান্তকে স্মৃতিতে রেখে সবসময় নির্লিপ্ত বাবার হয়ে হতে পারলেই ডবল লাইট হতে পারবে।

স্লোগান :- আত্মিক স্থিতি দ্বারা কর্তৃস্থ ফলানোর মনোভাবকে সমাপ্ত করে, নিজেকে শরীরের স্মৃতি থেকে গলাতে সক্ষম ব্যক্তিই হল সত্যিকারের পান্ডব ।

বিচিত্র বাবার থেকে বিচিত্র অধ্যয়ন তথা বিচিত্র প্রাপ্তি

আজ আত্মাদের বাবা (রুহানী বাবা) তাঁর আত্মা রূপী (রুহানী) বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। রুহানী বাবা প্রত্যেক রুহ-কে লক্ষ্য করছেন, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কতখানি রুহানী (আত্মিক) শক্তি আছে। আত্মারা প্রত্যেকে কতখানি খুশির প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে! রুহানী বাবা অবিনাশী খুশির ভান্ডার জন্মসিদ্ধ অধিকার হিসেবে বাচ্চাদের দিয়েছেন, তিনি লক্ষ্য করছেন যে তোমরা প্রত্যেকে নিজের উত্তরাধিকার এবং অধিকার কতদূর পর্যন্ত জীবনে প্রাপ্ত করেছ! ভান্ডারের বালক তথা মালিক কি হয়েছে তোমরা? বাবা দাতা, প্রত্যেক বাচ্চাকেই পূর্ণ অধিকার দেন। যতই হোক, বাচ্চারা সবাই নিজ নিজ ধারণার শক্তি অনুযায়ী অধিকারী হয়। বাবার সব বাচ্চার প্রতি একটাই শুভ সঙ্কল্প থাকে, প্রত্যেক আত্মারূপী বাচ্চা অনেক জন্ম ধরে সর্ব-ভাণ্ডারে সম্পন্ন হোক, পূর্ণ উত্তরাধিকারের অধিকারী হোক। এইরকম প্রাপ্তির জন্য বাচ্চারা কিভাবে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বজায় রাখে, তা' দেখে বাপদাদাও পুলকিত হন। তোমরা প্রত্যেকে ছোট-বড়ো, বাচ্চা, যুবক বা বৃদ্ধ, মিষ্টি মিষ্টি মায়েরা, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, শারীরিকভাবে দুর্বল হলেও আত্মা কতো বলবান, তোমাদের প্রত্যেকের এক পরমাত্মার প্রতি কতো আকর্ষণ! তোমাদের অনুভব হয়, পরমাত্মাকে জেনে তোমরা সবকিছু জেনে গেছ। বাপদাদাও এইরকম অনুভাবী আত্মাদের সদা এই বরদানই দিয়ে থাকেন, "হে বাচ্চারা, একনিষ্ঠায় মগ্ন তোমরা সদাসর্বদা স্মরণে প্রাণময় হয়ে থাকো। সদা সুখ-শান্তির প্রাপ্তিতে প্রতিপালিত হতে থাকো। অবিনাশী খুশির দোলায় দুলতে থাক আর বিশ্বের আত্মারূপী নিজের রুহানী ভাই সকলকে সুখ-শান্তি প্রাপ্ত করার সহজ উপায় শোনাও, যাতে তারাও পরমাত্মা বাবার থেকে তাদের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের অধিকার নিতে সক্ষম হয়। এই একটা পাঠই সবাইকে পড়াও, আমরা সব আত্মা এক বাবার, একই পরিবারের, একই ঘরের। আমরা সবাই আমাদের পাঠ একই সৃষ্টিমঞ্চে অভিনয় করছি। আমরা সব আত্মার স্বধর্ম শান্তি এবং পবিত্রতা।" তোমরা স্ব-পরিবর্তন এবং বিশ্ব পরিবর্তন এই পঠন-পাঠনের মাধ্যমেই করছো, আর এটা যে ঘটবেই, তা' নিশ্চিত। এটা সহজ, তাই না? কঠিন কিছু নয়। এমনকি লেখাপড়া জানেনা এমন ব্যক্তিও এই পাঠের মাধ্যমে নলেজফুল হয়েছে। কারণ, রচয়িতা বীজকে জেনে নিজে থেকেই রচয়িতা দ্বারা রচনাকে জেনে যাও তোমরা। সবাই তোমরা নলেজফুল, তাই না? রচয়িতা আর রচনার সমগ্র পাঠ তোমরা শুধু তিন শব্দে অধিগত করেছ - আত্মা, পরমাত্মা আর সৃষ্টিচক্র। এই তিন শব্দের মাধ্যমে তোমরা কি হয়েছে! কি সার্টিফিকেট পেয়েছ তোমরা? তোমরা বি.এ. অথবা এম. এ.-এর সার্টিফিকেট পাওনি, কিন্তু ত্রিকালদর্শী, জ্ঞানস্বরূপ এই টাইটেল তো লাভ করেছো, নয় কি? আর তোমাদের সোর্স অফ ইনকাম কি হয়েছে? কি পেয়েছ? সত্য শিক্ষকের থেকে তোমরা জন্ম জন্ম ধরে অবিনাশী প্রাপ্তির গ্যারান্টি পেয়েছো। বাস্তবে, টিচার গ্যারান্টি দেয় না যে তোমরা সদা রোজগার করবে বা ধনবান থাকবে। তারা শুধু পড়াশোনা করিয়ে উপযুক্ত বানায়। তোমরা বাচ্চারা তথা গডলি স্টুডেন্টরা শিক্ষক বাবার থেকে বর্তমানের আধারে সত্য-ত্রৈত্যগুণে ২১ জন্মের জন্য সদাই সুখ, শান্তি, সম্পত্তি, আনন্দ, প্রেম, সুখদায়ী পরিবার লাভ করবেই। শুধু যে লাভ হবে তা' নয়, লাভ হবেই হবে। এই গ্যারান্টি আছে, কেননা বাবা অবিনাশী, শিক্ষক অবিনাশী। অতএব, অবিনাশী একাধিপতি দ্বারা প্রাপ্তিও অবিনাশী। খুশির এই গীতই তো গেয়ে থাকো, কিভাবে তোমরা সত্য বাবা, সত্য শিক্ষক দ্বারা সর্বপ্রাপ্তির অধিকার লাভ করেছ! একেই বলা হয়ে থাকে বিচিত্র বাবা, বিচিত্র স্টুডেন্টস্ আর বিচিত্র পাঠ এবং

বিচিত্র প্রাপ্তি । যে যতই লেখাপড়া জানা হোক, কিন্তু এই বিচিত্র বাবা আর শিক্ষকের পাঠ বা উত্তরাধিকার জানতে পারে না, চিত্র বানাতে পারে না । তাহলে তারা জানবে কিভাবে! এত উঁচুতম থেকেও উঁচু বাবা, শিক্ষক কি পড়ান ! কাকে পড়ান ! কতো সাধারণ তিনি ! এই পঠন-পাঠন মানুষকে দেবতা বানানোর, সদাসর্বদার জন্য চরিত্রবান বানানোর পাঠ । কে পড়ে সেই পাঠ ? যা অন্য কেউ পড়াতে পারে না, বাবা সেইসব পড়ান । যাদের দুনিয়া পড়ায় বাবা যদি তাদের পড়ান সেটা এমন কি বড়ো ব্যাপার ! আশাহীন আত্মাদের মধ্যে তিনি আশা জাগিয়ে তোলেন । তিনি অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করেন । এইজন্যই গাওয়া হয়েছে - ঈশ্বরই জানেন তাঁর গতি-মতি । এইরকম নিরাশ বাচ্চাদের আশাপূর্ণ হতে দেখে বাপদাদা খুশি হন । সুস্বাগতম ! বাবার ঘরের অলঙ্করণ, সুস্বাগতম ! আচ্ছা !

সদা নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির অধিকারী অনুভবকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, অন্যদের এক জন্মে অনেক জন্মের প্রাপ্তি করায় এমন জ্ঞানস্বরূপ বাচ্চাদের, যারা সদা এক পাঠ পড়ে ও পড়ায় এমন শ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের, সদা বরদাতা বাবার বরদানে প্রতিপালিত হওয়া ভাগ্যবান বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

বর্তমান ব্রাহ্মণ জন্ম - হীরে তুল্য

আজ, বাপদাদা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বাচ্চাদের দেখছেন । বিশ্বের তমোগুণী আত্মাদের তুলনায় তারা কতো শ্রেষ্ঠ আত্মা ! দুনিয়ার সকল আত্মা আহানরত, লক্ষ্যহীনভাবে এদিকে ওদিক ঘুরে বেড়ানো অপ্রাপ্ত আত্মা । তাদের যতই বিনাশী প্রাপ্তি থাকুক না কেন, তবুও কোনও না কোনও অপ্রাপ্তি অবশ্যই থাকবে । তোমরা সব ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের, সর্বপ্রাপ্তির দাতার বাচ্চাদের অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই । সদা প্রাপ্তিস্বরূপ তোমরা । স্বল্পকালীন সুখের সাধন, স্বল্পকালীন বৈভব, স্বল্পকালীন রাজ্য অধিকার তোমাদের না থাকা সত্ত্বেও বিনা কড়ির বাদশাহ তোমরা । "বেফিকর (চিন্তামুক্ত) বাদশাহ" । তোমরা মায়াজিৎ, প্রকৃতিজিৎ স্বরাজ্য অধিকারী । সর্বক্ষণ ঈশ্বরীয় পালনায় পালিত, খুশির দোলায়, অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় তোমরা দোল খাও । বিনাশী ধনসম্পদে ধনী হওয়ার পরিবর্তে তোমরা অবিনাশী ধনসম্পদে সম্পদশালী । রত্নজড়িত মুকুট নেই কিন্তু পরমাত্ম বাবার মাথার মুকুট তোমরা । রত্নজড়িত সজ্জাকরণ নেই কিন্তু জ্ঞানরত্ন ও গুণরূপী রত্নের অলঙ্করণে সদা অলঙ্কৃত তোমরা । যত বড়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বিনাশী হীরে হোক বা সেটা যতই মূল্যবান হোক, জ্ঞানের এক রত্ন বা গুণের এক রত্নের তুলনায় তার কি ভ্যালু আছে ! এই রত্নরাজির সামনে সেই হীরে পাথরসম, কারণ তা' বিনাশী । ন'লখা হারের তুলনায় তোমরা নিজেরাই বাবার গলার হার হয়ে গেছ । ঈশ্বরের গলার হার হওয়ার কাছে - ন'লখা হারই বলো বা নয় (৯) লক্ষকোটিগুণ বা অগণিত লক্ষকোটিগুণ মূল্যের হার, কিছুই নয় । ৩৬ প্রকারের ভোজনও এই ব্রহ্মা ভোজনের সামনে কিছু নয়, কেননা ডাইরেক্ট বাপদাদাকে ভোগ নিবেদন করে এই ভোজনকে তোমরা পরমাত্ম প্রসাদ বানিয়ে দাও । এমনকি, আজও এই শেষ জন্মে ভক্ত আত্মাদের কাছে প্রসাদের কতো ভ্যালু ! তোমরা সাধারণ ভোজন খাও না । তোমরা প্রভু প্রসাদ খাচ্ছ, যার প্রতিটা দানা লক্ষ-কোটি থেকেও শ্রেষ্ঠ । এইরকম শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা । এমন রূহানী শ্রেষ্ঠ নেশা থাকে তোমাদের? চলতে চলতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ভুলে যাও না তো ? নিজেকে সাধারণ মনে করো না তো ? শুধু শোনা বা শোনানো, তোমরা তো তেমন নও, তাই না ? স্বমান বজায় থাকে, এমন হয়েছে তোমরা ? যারা শোনে বা শোনায়, তারা তো অগুণতি । যাদের স্বমান থাকে তারা কোটির মধ্যে

মুষ্টিমেয় মাত্র । তোমরা কে ? অনেকের মধ্যে আছো নাকি কোটিতে কয়েকের মধ্যে আছো ? প্রাপ্তির সময়ে অমনোযোগী হওয়া বাচ্চাদের বাপদাদা কোন ধরনের বোধবুদ্ধির বলবেন ? যে ভাগ্য লাভ হয়েছে, পাওয়া হয়েছে তা' অনুভব করেনি অর্থাৎ এই সময়ে মহান ভাগ্যবান হওনি তো আর কখন হবে ? সঙ্গমযুগে এই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির সময়, প্রতি পদে এই স্লোগান সদা স্মরণে রাখো, "এখন নয় তো কখনো নয়" বুঝেছো তোমরা ! আচ্ছা !

আজ, গুজরাট জোন এসেছে, গুজরাটের বিশেষত্ব কি ? গুজরাটের এটাই বিশেষত্ব যে ছোট-বড়ো সকলেই খুশিতে অবশ্যই নাচে । শারীরিকভাবে ছোট বা বড়ো সবাই ভুলে যায় । রাসের একাগ্রতা আর ভালোবাসায় তারা নিমজ্জিত হয় । সারারাত ধরে তারা বিভোর হয়ে থাকে । সুতরাং, ঠিক যেমন রাসের একাগ্রতায় তোমরা বিভোর হয়ে থাকো, তেমনই সদা জ্ঞানের খুশির রাসে অর্থাৎ জ্ঞানের খুশির নাচেও মগ্ন থাকো, তাই না ! এই অবিনাশী একাগ্রতায় মগ্ন থাকার ক্ষেত্রেও নশ্বর ওয়ান অভ্যাসী তোমরা, তাই নয় কি ! সেবার বিস্তারও ভালো হচ্ছে । এইবার, মুখ্যস্থানের (মধুবন) নিকট সাথী উভয় জোনই এসেছে । একদিকে গুজরাট, অন্যদিকে রাজস্থান । উভয়ই নিকটবর্তী । সমস্ত কার্যের সম্বন্ধ রাজস্থান আর গুজরাটের সাথে যুক্ত । সুতরাং, ড্রামা অনুসারে, উভয় স্থানই সহযোগী হওয়ার গোল্ডেন চান্স লাভ করেছে । উভয়ই প্রতিটা কার্যে নিকট আর সহযোগী হয়ে রয়েছে । সঙ্গমযুগের স্বরাজ্যের রাজগদি তো রাজস্থানেই আছে, তাই না ! কতো রাজা তোমরা প্রস্তুত করেছ ? বলাই হয়ে থাকে - রাজস্থানের রাজা । সুতরাং রাজারা কি তৈরি হয়ে গেছে নাকি হচ্ছে ? রাজস্থানে রাজাদের শোভাযাত্রা বার হয় । সুতরাং রাজস্থান নিবাসীদের পূর্ণ শোভাযাত্রা প্রস্তুত করে নিয়ে আসা উচিত, তবেই তো সবাই পুষ্প বর্ষণ করবে, নয় কি ? অনেক জাঁকজমকের সাথে তাদের শোভাযাত্রা বার হয় । সুতরাং কতো রাজার শোভাযাত্রা আসবে ? কমপক্ষে যেখানে সেবাকেন্দ্র আছে, সেখানের একজন করেও যদি রাজা আসে তবে কতো রাজা হয়ে যাবে! পঁচিশ জায়গা থেকে পঁচিশ রাজা আসলে তো শোভাযাত্রা সুন্দর হয়ে উঠবে, তাই না ! ড্রামা অনুসারে সেবার গদি রাজস্থানেই আছে । সুতরাং রাজস্থানেরও বিশেষ পার্ট আছে । রাজস্থান থেকেই সেবার জন্য বিশেষ ঘোড়াও বার হয়েছে, নয় কি ! ড্রামাতে পার্ট স্থিরীকৃত, এটা শুধু রিপোর্ট হতে হবে ।

কর্ণটকেও অনেক বিস্তার হয়েছে । কর্ণটকের যারা, তাদের বিস্তার থেকে সারে যেতে হবে । যখন মাথনের জন্য দুষ্ক মন্থন করা হয়, তখন প্রথমে বিস্তৃত হয় তারপরে সার অংশ থেকেই মাখন নিষ্কাশিত হয় । সুতরাং কর্ণটকেও বিস্তার থেকে এখন মাখন নিষ্কাশন করতে হবে । সারস্বরূপ হতে হবে এবং অন্যদেরও অনুরূপ বানাতে হবে । আচ্ছা -

যারা নিজের শ্রেষ্ঠ স্বমানে স্থিত, সর্বপ্রাপ্তির ভান্ডার, সদা সঙ্গমযুগীয় শ্রেষ্ঠ স্বরাজ্যের এবং মহান ভাগ্যের অধিকারী আত্মাদের, সদা রুহানী নেশা এবং খুশিস্বরূপ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

গ্রুপের সাথে - সবাই নিজেকে স্বরাজ্য অধিকারী শ্রেষ্ঠ আত্মা মনে করো ? স্বরাজ্যের অধিকার লাভ করেছ ? এমন অধিকারী আত্মারা শক্তিশালী হবে, তাই না ! রাজ্যকে সজ্জা বলা হয়ে থাকে । সজ্জা অর্থাৎ শক্তি । এমনকি, আজকের গভর্নমেন্টকেও বলা হয় - রাজ্য সজ্জা পার্টি । সুতরাং রাজ্যের সজ্জা অর্থাৎ শক্তি । সুতরাং স্বরাজ্য কতো বড়ো শক্তি!

এইরকম শক্তি প্রাপ্ত হয়েছে ? তোমার শক্তি অনুযায়ী সব কর্মেন্দ্রিয় কাজ করছে ? রাজা সদা নিজের রাজ্যসভা, রাজ দরবার তলব করে জিজ্ঞাসা করেন, রাজ্য কেমন চলছে ! সুতরাং তোমরা সব রাজ্য অধিকারী রাজার কারবার ঠিক চলছে নাকি কোথাও উত্থান-পতন ঘটে ? কখনও তোমার রাজ্য-কর্মচারী কৌশলে তোমাকে ভুলপথে চালিত করে না তো ? কখনো তোমার নয়ন তোমায় ছলনা করে, কখনো কান ভুল ধারণার সৃষ্টি করে, কখনো হাত, কখনো পা তোমার বিশ্বাস ভঙ্গ করে । এইভাবে তোমরা প্রতারিত হও না তো ? যদি রাজ্য সম্বন্ধ ঠিক থাকে তাহলে প্রতিটা সঙ্কল্প প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ-কোটির উপার্জন । যদি রাজ্য সম্বন্ধ ঠিক না থাকে তাহলে প্রতি সেকেন্ডে লক্ষ-কোটি খোয়া যায় । প্রাপ্তিও একের লক্ষ-কোটি গুণ আর যদি পথভ্রষ্ট হও, তবে একের লক্ষ-কোটি গুণ নষ্ট । যতটা তুমি লাভ কর, ঠিক ততটাই খুইয়ে ফেল । যথাযথ হিসাব । সুতরাং সারাদিনের রাজ্যের কর্মকাণ্ড দেখ । নয়নরূপী মন্ত্রী ঠিকঠাক কাজ করেছে ? সবার ডিপার্টমেন্ট ঠিক ছিল ? নাকি ছিল না ? এটা চেক করো ? নাকি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড় ? কার্যতঃ, কোনো কর্ম করার পূর্বে নিজেকে চেক করে তবেই তোমার কর্ম করা উচিত । আগে ভাবো, পরে কর্ম করো । প্রথমে ক'রে আর পরে ভাববে, এটা নয় । টোটাল (সমগ্র) রেজাল্ট পাওয়া আলাদা ব্যাপার, কিন্তু জ্ঞানী আত্মা প্রথমে ভাববে তারপরে করবে । সুতরাং তোমরা কি ভেবে চিন্তে সব কাজ করো ? তোমরা আগে ভাবো নাকি পরে ভাবো । যদি জ্ঞানী আত্মা পরে ভাবে, তাকে জ্ঞানী বলা হবে না । এই কারণে তোমরা সর্বদা স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা এবং এই স্বরাজ্য অধিকার থেকেই তোমাদের বিশ্ব রাজ্যের অধিকারী হতেই হবে । হবে কি হবে না সেটা কোশ্চেন নয় । যদি তোমাদের স্বরাজ্য অধিকার থাকে তাহলে অবশ্যই বিশ্ব-রাজ্যের অধিকার থাকবেই । সুতরাং কোনরকম জটিলতা নেই তোমাদের স্বরাজ্যে, তাই না ? দ্বাপর যুগ থেকে তোমরা জটীলাগারে অর্থাৎ সমস্যাসঙ্কুল স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছ । বর্তমানে সেই জটীলাগার থেকে তোমরা বেরিয়ে এসেছ, এখন কখনও আর কোনরকম জটিলতার আগারে পা রেখো না । এটা এমনই সমস্যাসঙ্কুল আস্তানা, যদি একবার পা রেখেছ তো গোলকধাঁধার খেলা হয়ে যাবে । তারপরে বেরিয়ে আসা কঠিন হয়ে যায়, সেইজন্য সদা এক রাস্তা, একের মধ্যে কোনো জটিলতা থাকে না । এক রাস্তা ধরে যারা চলে তারা সদা খুশি, সদা সন্তুষ্ট ।

ব্যাপ্সালোর হাইকোর্টের জাজের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার:-

আপনি কোথায় আছেন আর কি অনুভব করছেন ? অনুভব সবচেয়ে বড়ো অথরিটি । সবচেয়ে প্রথম অনুভব হল, আত্ম-অভিমানী হওয়ার । যখন আত্ম-অভিমানী হওয়ার অনুভব হয়, তখন নিজে থেকেই আপনি পরমাত্ম-স্নেহ, পরমাত্ম-প্রাপ্তির অনুভব করতে পারেন । আপনি যত অনুভব করেন, ততই শক্তিশালী হন । জন্ম-জন্মান্তরের দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জাজমেন্ট প্রদানকারী আপনি, তাই না ? নাকি শুধু একই জন্মের দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জাজ ? সে তো হল হাইকোর্টের বা সুপ্রিম কোর্টের জজ হওয়া । এই হল স্পিরিচুয়াল জাজ হওয়া । এই জজ হওয়ায় পঠন-পাঠনের বা সময়ের আবশ্যকতা নেই । আপনাকে শুধু দুটো শব্দ অধ্যয়ন করতে হবে, আত্মা এবং পরমাত্মা । ব্যস্ ! এই শব্দদ্বয় অনুভব করতে পারলে আপনি স্পিরিচুয়াল জাজ হয়ে ওঠেন । বাবা অনেক জন্মের দুঃখ থেকে মুক্তি দেন, সেইজন্য বাবাকে সুখের দাতা বলা হয়, সুতরাং যেমন বাবা তেমন বাচ্চা । ডবল জাজ হয়ে আপনি অনেক আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত হয়ে যাবেন । তারা আসবে একটা কেস-এর (case) জন্য আর অনেক জন্মের কেস জিতে তারা ফিরে যাবে । তারা খুব খুশি হবে । তাইতো বাবার নির্দেশ- "স্পিরিচুয়াল জাজ হও" । আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

বরদানঃ- সৰ্বশক্তিমান বাবাকে কস্মাইন্ড ৰূপে সাত্বে ৰেখে সফলতা-মূৰ্ত ভব
যে বাচ্চাদেৰ সাত্বে সৰ্বশক্তিমান বাবা কস্মাইন্ড, তাদেৰ সৰ্বশক্তিতে অধিকাৰ আছে এৰং যেখানে
সৰ্বশক্তি আছে সেখানে সাফল্য আসবে না, এমন অসম্ভব । যদি তোমরা প্ৰতিনিয়ত বাবার সাত্বে
কস্মাইন্ড না থাকো, তখন সফলতারও অভাব ঘটে । সদা তোমাদেৰ সাত্বে কস্মাইন্ড সাহচৰ্যেৰ দায়িত্ব
যিনি পৰিপূৰণ কৰেন, সেই অবিনাশী সাথীকে যদি সদাসৰ্বদা সাত্বে ৰাখো, সফলতা তখন তোমাদেৰ
জন্মসিদ্ধ অধিকাৰ কাৰণ সফলতা মাস্টাৰ সৰ্বশক্তিমানের আগুপিছু ঘূৰতে থাকে ।

স্লোগানঃ- প্ৰকৃত বৈষ্ণব তৰাই, যাৰা বিকাৰ ৰূপী নোংরা স্পৰ্শও কৰে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- 'স্বদর্শন চক্রধারী ভব' - তোমাদের লাইট হাউস হতে হবে, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, এতে গাফিলতি কোরো না"

প্রশ্ন:- তোমরা হলে সবচেয়ে ওয়ান্ডারফুল স্টুডেন্ট - কিভাবে ?

উত্তর :- তোমরা থাকো গৃহস্থে, শরীর নির্বাহনের জন্যে ৮ ঘন্টা কর্মও কর তার সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য ৮ ঘন্টা বাবার সম বানানোর সেবাও কর, সবকিছু করে শিববাবা এবং পরমধাম ঘরকে স্মরণ কর - এই হল তোমাদের ওয়ান্ডারফুল স্টুডেন্ট লাইফ। নলেজ খুব সহজ, তোমরা কেবল পবিত্র হওয়ার জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছ।

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। মূল বতনকে (পরমধাম) স্মরণ করার ক্ষেত্রে তোমাদেরও নিশ্চয়ই নম্বরক্রম রয়েছে । বাচ্চাদের এই কথাও অবশ্যই স্মরণে আসে হয়তো যে আমরা প্রথমে শান্তি ধামের নিবাসী ছিলাম তারপরে সুখধামে আসি, বাচ্চারা এই কথা নিশ্চয়ই মনে মনে বুঝতে পারে । মূল বতন থেকে এই সৃষ্টি চক্র পরিক্রমা করছে কিভাবে - সেসবও বুদ্ধিতে আছে। এই সময় আমরা ব্রাহ্মণ তারপরে দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হব। এই চক্র বুদ্ধিতে চলা উচিত, তাই না ! বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই সম্পূর্ণ নলেজ আছে। বাবা বুঝিয়েছেন, আগে এইসব জানতে না। এখন তোমরা-ই জান। দিন দিন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে। অনেককে শেখাতে-ই থাকো। নিশ্চয়ই তোমরা প্রথমে স্বদর্শন চক্রধারী হবে। এখানে তোমরা বসে আছ, বুদ্ধি দিয়ে জান উনি আমাদের পিতা। উনি আমাদের শেখান, উনি-ই সুপ্রীম টিচার। উনি আমাদের বুঝিয়েছেন - আমরা ৮৪-র চক্র কিভাবে পরিক্রম করি। নিশ্চয়ই বুদ্ধিতে স্মরণ আসে, তাই না ! বুদ্ধিতে সর্বক্ষণ এটাই স্মরণ রাখতে হবে। পার্থ্য বিষয় খুব বড় (লেসন) নয়। এক সেকেন্ডের লেসন (পাঠ) । বুদ্ধিতে থাকে যে আমরা কোথাকার নিবাসী, পরে এখানে কিভাবে আসি পার্ট প্লে করতে। এই হল ৮৪-র চক্র । সত্যযুগে এত জন্ম, ত্রেতায় এত জন্ম - এই চক্র তো স্মরণ করবে, তাই না ! নিজের পজিশন, যে পার্ট প্লে করেছিলাম, সেসবও নিশ্চয়ই বুদ্ধিতে স্মরণে থাকবে। বলবে আমরা এইরূপ ডবল মুকুটধারী ছিলাম পরে সিঙ্গল মুকুটধারী হয়েছি। তারপরে সম্পূর্ণ রাজত্ব হারিয়ে তমোপ্রধান হয়েছি। এই চক্র তো ঘোরানো উচিত তাই তো নাম দেওয়া হয়েছে স্বদর্শন চক্রধারী। আত্মার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। আত্মার দর্শন হয়েছে। আত্মা জেনেছে আমরা এমন ভাবে পরিক্রমা করেছি। এখন আবার ফিরে যেতে হবে নিজ নিকেতনে (পরম ধামে)। বাবা বলেছেন আমাকে স্মরণ করলে তোমরা ঘরে পৌঁছে যাবে। এমনও নয় তোমরা এই সময়েই সেই অবস্থায় বসে যাবে। না, বাইরের অনেক কিছু বুদ্ধিতে এসে যায়। এক একজনের এক এক রকম কথা মনে পড়ে । এখানে তো বাবা বলেন অন্য সব কথাকে গুটিয়ে নিয়ে কেবল এক-এর স্মরণে থাকো। শ্রীমৎ যা প্রাপ্ত হয় সেই অনুযায়ী চলতে হবে। স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে তোমাদের শেষ পর্যন্ত পুরুষার্থ করতে হবে। প্রথমে তো কিছু জানতে না, এখন বাবা বলে দিচ্ছেন। বাবাকে স্মরণ করলে সব-কিছু প্রাপ্ত হয়। রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে এসে যায়। এই যে জ্ঞানের পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে, এই জ্ঞান তো ঘরে বসেও স্মরণ করতে পার। এ হল বুদ্ধি দ্বারা বোঝার বিষয় । তোমরা হলে ওয়ান্ডারফুল স্টুডেন্ট। বাবা বুঝিয়েছেন - ৮ ঘন্টা আরাম কর, ৮ ঘন্টা শরীর নির্বাহের জন্যে কাজও কর । সেসব কাজকর্ম তো করতেই হবে। তার সঙ্গে বাবা এই

যে কাজটি দিয়েছেন - নিজ সম বানানোর, এই কাজটিও শরীর নির্বাহ-ই হল, তাই না ! ঐ কাজটি হল অল্পকালের জন্যে আর এই কাজটি হল ২১ জন্ম শরীর নির্বাহের জন্য। তোমরা যে পার্ট প্লে করছ, তাতে এই পার্টের গুরুত্ব অনেক। যে যত পরিশ্রম করে, পরবর্তী কালে ভক্তিমার্গে তার ততই পূজো হয়। এইসব ধারণা বাচ্চারা তোমাদেরই করতে হবে।

তোমরা বাচ্চারা হলে ভূমিকা পালনকারী । বাবা তো শুধু জ্ঞান প্রদান করার পার্ট প্লে করেন। বাকি শরীর নির্বাহের জন্য পুরুষার্থ তোমরা করবে। বাবা তো করবেন না, তাই না। বাবা তো আসেন বাচ্চাদের এই কথা বোঝানোর জন্যে যে এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি কিভাবে রিপটি হয়, চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে। এই কথা বোঝাতেই আসেন। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে থাকেন। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, গাফিলতি কোরো না। স্বদর্শন চক্রধারী বা লাইট হাউস হতে হবে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে। এই কথা তো জান শরীর ছাড়া আত্মা পার্ট প্লে করতে পারে না। মানুষ তো কিছুই জানে না। যদিও তোমাদের কাছে এসে এই জ্ঞান ভালো ভালো বলে কিন্তু স্বদর্শন চক্রধারী হতে পারবে না, এর জন্যে খুব প্র্যাক্টিস করতে হয়। তখন যেখানেই যাবে জ্ঞানের সাগর হয়ে যাবে। যেমন স্টুডেন্ট পড়া করে টিচার হয় তারপরে কলেজে গিয়ে পড়ায় পেশায় বা চাকরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তোমাদের পেশা হল টিচার হওয়া। সবাইকে স্বদর্শন চক্রধারী বানাও। বাচ্চারা চিত্র তৈরি করেছে - ডবল মুকুটধারী রাজা, পরে সিঙ্গেল মুকুটধারী রাজা কিভাবে হয়, সেসব তো ঠিক আছে, কিন্তু কবে আরম্ভ হয়, কতদিন পর্যন্ত ডবল মুকুটধারী রাজারা অবস্থান করেছেন ? কবে থেকে সিঙ্গেল মুকুটধারী হয়েছেন ? সেই রাজত্ব কিভাবে ও কখন হারিয়েছে ? সেই ডেট লেখা উচিত। এ হল অসীমের (বেহদের) বিশাল ড্রামা। এই কথাটি নিশ্চিত (সার্টেন) আমরা পুনরায় দেবতায় পরিণত হই। এখন আমরা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণরা-ই হল সঙ্গম যুগের। এই কথা যতক্ষণ তোমরা না বলবে ততক্ষণ কেউ জানবে না। এই হল তোমাদের অলৌকিক জন্ম। লৌকিক ও পারলৌকিকের কাছে বর্সা প্রাপ্ত হয়। অলৌকিকের কাছে বর্সা প্রাপ্ত হয় না। এনার (ব্রহ্মা বাবার) দ্বারা শিববাবা তোমাদের বর্সা প্রদান করেন। গায়নও হয় - হে প্রভু। এমন কখনও বলা হবে না - হে প্রজাপিতা ব্রহ্মা । লৌকিক এবং পার লৌকিক পিতাকে স্মরণ করা হয়। এই কথা কেউ জানে না , তোমরা জানো। পারলৌকিক পিতার অবিনাশী উত্তরাধিকার, লৌকিক পিতার বিনাশী উত্তরাধিকার । যদি কোনো রাজার সন্তান ৫ কোটি টাকার সম্পত্তি প্রাপ্ত করে এবং বেহদের পিতা শিববাবা প্রদত্ত সম্পদ সামনে রেখে তুলনা করে, তাহলে সে বলবে অসীমের উত্তরাধিকার তো হল অবিনাশী এবং লৌকিক পিতার উত্তরাধিকার তো সব নষ্ট হয়ে যাবে। আজকালকার কোটিপতি-রা মায়ার প্রভাবে প্রভাবিত , তারা আসবে না। বাবা হলেন গরীব-নিবাজ অর্থাৎ দীনের নাথ। ভারত হল গরীব, ভারতে অনেক গরীব মানুষ আছে। এখন তোমরা অনেকের কল্যাণ করার পুরুষার্থ করছ। বিশেষ করে রুগী মানুষের বৈরাগ্য অনুভব হয়। তারা ভাবে বেঁচে থেকে কি লাভ। এমন পথ খুঁজে পাই যাতে মুক্তিধামে চলে যাই। দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে। সত্যযুগে কেউ প্রার্থনা করে না কারণ সেখানে কোনও দুঃখ নেই। এইসব কথা এখন তোমরা বুঝেছ। বাবার সন্তানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যারা সূর্যবংশী -চন্দ্রবংশী দেবতায় পরিণত হবে তারা এসে জ্ঞান নেবে, নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। এই জ্ঞান বাবা ব্যতীত কেউ প্রদান করতে পারেন না। এখন তোমরা বেহদের বাবা অর্থাৎ শিববাবাকে ত্যাগ করে কোথাও যাবে না, বাবার সঙ্গে যাদের ভালোবাসা আছে তারা বুঝতে পারবে নলেজ তো খুব সহজ, শুধু পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থে মায়া বিদ্ব সৃষ্টি করে। কোনো

কথায় গাফিলতি করলে সেই গাফিলতি দ্বারা পরাজয় হবে। এর জন্যে বক্সিং-এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। বক্সিং খেলায় একে অপরকে হারানো হয়। বাচ্চারা জানে মায়া আমাদের হারিয়ে দেয়।

বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, দুটতার সাথে নিজেকে আত্মা মনে কর। বাবা নিজে বোঝেন এতে পরিশ্রম আছে। বাবা যুক্তি খুব সহজ বলে দেন। আমরা আত্মা, এক শরীর ত্যাগ করে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করি, পার্ট প্লে করি, আমরা বেহদের বাবার সন্তান - এই পরিচয় টি ভালো ভাবে পাকা করতে হবে। বাবা অনুভব করেন - মায়া এদের বুদ্ধি যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। নশ্বর অনুসারে তো আছেই, এই হিসাবের আধারে রাজধানী স্থাপন হয়। সবার একরস অর্থাৎ একরকম হয়ে গেলে রাজত্ব স্থাপন হবে না। রাজা, রানী, প্রজা, ব্যবসায়ী সবাই থাকবে। এই কথা তোমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। আমরা নিজেদের রাজধানী স্থাপনা করছি। এই সব কথা তোমাদের মধ্যে যারা অনন্য তাদেরই স্মরণে থাকে। এই কথা কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বাচ্চারা জানে আমরা ভুলে যাই। তা নাহলে অনেক খুশি অনুভব হওয়া উচিত - আমরা বিশ্বের মালিক হই। পুরুষার্থ দ্বারা-ই হতে পারবে, শুধু বললে হবে না। বাবা তো কাছে এলেই জিজ্ঞাসা করেন - বাচ্চারা সাবধান, স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে বসেছ ? বাবাও হলেন স্বদর্শন চক্রধারী কিনা যিনি এনার (ব্রহ্মাবাবার) মধ্যে প্রবেশ করেন। মানুষ তো ভাবে বিষ্ণু হলেন স্বদর্শন চক্রধারী। তারা এই কথা জানে না যে ইনি হলেন লক্ষ্মী- নারায়ণ। এনাকে জ্ঞান কে প্রদান করেছেন ? যে জ্ঞানের দ্বারা উনি এই লক্ষ্মী-নারায়ণ পদ পেয়েছেন। দেখানো হয় স্বদর্শন চক্র দিয়ে নাশ করে ছিলেন। এইরূপ চিত্র তৈরি করে যারা তাদের এই কর্ম তোমাদের হাস্যকর লাগে। বিষ্ণু হলেন কম্বাইন্ড গৃহস্থ আশ্রমের নিদর্শন। তাদের তৈরী ওই চিত্রটি দেখতে সুন্দর কিন্তু এই চিত্রটি রাইট চিত্র নয়। প্রথমে তোমরাও জানতে না। চার ভূজাধারী এখানে আসবে কোথা থেকে। এইসব কথাগুলি তোমাদের মধ্যেও নশ্বর অনুসারে জানে। বাবা বলেন সমস্ত কিছু নির্ভর করছে তোমাদের পুরুষার্থের উপরে। বাবার স্মরণ দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়। সবচেয়ে বেশি নশ্বরওয়ান এই পুরুষার্থটি করা উচিত। সময় তো বাবা দিয়েছেন। গৃহস্থও থাকতে হবে। তা নাহলে তোমাদের সন্তানাদিদের রক্ষণাবেক্ষণ কে করবে ! সেসব কিছু করতে করতে প্র্যাক্টিস করতে হবে। বাকি কোনও কথা নেই। কৃষ্ণের জন্যে দেখানো হয় অকাসুর, বকাসুর ইত্যাদিকে স্বদর্শন চক্র দিয়ে মেরেছিলেন। এখন এইসব তোমরা বুঝতে পারো, চক্র ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। কতখানি তফাৎ। এই কথা একমাত্র বাবা বোঝান। মানুষ, মানুষকে বোঝাতে পারে না। মানুষ, মানুষের সদগতি করতে পারে না। রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য কেউ বোঝাতে পারবে না। স্বদর্শন চক্রের অর্থ কি, সে কথাও এখন বাবা-ই বুঝিয়েছেন। শাস্ত্রে তো এমন কাহিনী আছে যে কোনও কথা বলার নয়। কৃষ্ণকেও হিংসক দেখানো হয়েছে। এর জন্যে একান্তে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। রাত্রে যে বাচ্চারা পাহারা দেয় তারাও অনেক ভালো সময় পায়, তারা খুব ভালোবাসে স্মরণ করতে পারে। বাবাকে স্মরণ করতে করতে স্বদর্শন চক্র ঘোরাও। স্মরণ করতে থাকলে খুশীতে চোখের ঘুম উড়ে যাবে। যার ধন প্রাপ্তি হয় সে অনেক খুশীতে থাকে। কখনও হোঁচট খাবে না। তোমরা জানো আমরা এভার হেলদী, ওয়েলদি হই। তাই এই কাজেই ভালো ভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই কথা বাবাও জানেন যে ড্রামা অনুসারে যা কিছু ঘটছে সেসব সঠিক। তবুও পুরুষার্থ করাতেই থাকেন। এখন বাবা শিক্ষা প্রদান করেছেন, এমন অনেকে আছে যাদের না জ্ঞান আছে, না যোগ আছে। কোনও বুদ্ধিমান, বিদ্বান ইত্যাদি তাহলে আর কথা বলতে পারবে না। সার্ভিসেবল বাচ্চারা জানে আমাদের কাছে কে কে এমন আছে যারা ভালো বোঝাতে পারে ? তারপরে বাবাও দেখেন যদি বুদ্ধিমান শিক্ষিত ভালো মানুষ এসেছে এবং যে বোঝাতে বসেছে সে বোধহীন তখন

নিজে প্রবেশ করে তাকে সেবায় উপরে উঠিয়ে দেন। অতএব যারা প্রকৃত সত্য বাচ্চারা থাকে তারা বলে আমাদের এত জ্ঞান ছিল না বাবা বসে যত খানি এদের বোঝালেন। কারো আবার নিজের অহংকার অনুভব হয়। ড্রামায় তাঁর আগমন , এইরূপ সহযোগিতা সবই ড্রামাতে পার্ট নির্দিষ্ট আছে। ড্রামা খুবই বিচিত্র। এইসব বোঝার জন্যে বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন আছে।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা সেই রাজধানী স্থাপন করছি যেখানে সবাই ছিল গৌর বর্ণ। সেখানে কেউ শ্যাম বর্ণের হয় না। তোমরা এই গৌর বর্ণ ও শ্যাম বর্ণের চিত্র বানিয়ে লেখো। ৬৩ জন্ম কাম চিতায় বসে এমন শ্যাম বর্ণ হয়েছে। আত্মা-ই হয়েছে। লক্ষ্মী নারায়ণেরও কালো চিত্র বানিয়েছে। এই কথা বোঝেনা আত্মা কালো হয়। তারা তো সত্যযুগের মালিক, রঙ ফর্সা ছিল, তারপরে কাম চিতায় বসে কালো হয়। আত্মা পুনর্জন্ম নিয়ে তমোপ্রধান হয়। তখন আত্মা ও শরীর দুই ই কালো হয়ে যায়। তো হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করতে পারো লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র কোথাও কালো, কোথাও সাদা কেন দেখানো হয়েছে , এর কারণ কি ? জ্ঞান তো নেই। কৃষ্ণকে ফর্সা কৃষ্ণকে কালো কেন দেখিয়েছে ? এইসব এখন তোমরা জানো। তোমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছ।
আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) খুশীতে ভরপুর থাকার জন্য একান্তে বসে জ্ঞান ধন যা পেয়েছ সেসবের স্মরণ করতে হবে। পবিত্র বা সদা নিরোগী (সুস্থ) থাকার জন্যে স্মরণে থাকার পরিশ্রম করতে হবে।

২) বাবার মতন মাস্টার জ্ঞান সাগর হয়ে সবাইকে স্বদর্শন চক্রধারী করতে হবে। লাইট হাউস হতে হবে। ভবিষ্যতে ২১ জন্মের শরীর নির্বহনের জন্যে রুহানী টিচার নিশ্চয়ই হতে হবে।

বরদান :- অবিনাশী উৎসাহ-উদ্দীপনার দ্বারা তুফানকে তোফা (উপহারে) বানিয়ে নিয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মা ভব

ব্যাখা : উৎসাহ-উদ্দীপনা হল ব্রাহ্মণদের উড়ন্ত কলার ডানা। এই ডানার সাহায্যে সদা উড়তে থাকে। তোমরা ব্রাহ্মণ, এই উৎসাহ-উদ্দীপনা হল তোমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। নিরস জীবন নয়। সদা উৎসাহ-উদ্দীপনার রস বিদ্যমান। উৎসাহ-উদ্দীপনা মুশকিল আসান করে দেয়, তাদের মন কখনো খারাপ হয় না। উৎসাহ তুফান-কে তোফা বানিয়ে দেয়, উৎসাহ যে কোনো পরীক্ষা বা সমস্যাতে মনোরঞ্জন অনুভব করায়। এমন অবিনাশী উৎসাহ উদ্দীপনায় থাকা ব্রাহ্মণ হল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ।

স্লোগান - শান্তির সুগন্ধিত ধূপ জ্বালিয়ে রাখো তাহলে অশান্তির দুর্গন্ধ সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই ঈশ্বরীয় পঠনপাঠন হল 'দি বেস্ট', একেই সোর্স অফ ইনকাম বলা হয়, এই পড়াতে যদি পাস করতে হয় তাহলে টিচারের মত-এ চলতে থাকো"

প্রশ্ন :-- বাবা এই ড্রামার রহস্য জেনেও তাঁর বাচ্চাদের দিয়ে কোন্ ধরনের পুরুষার্থ করান ?

উত্তর :-- বাবা জানেন যে নম্বর অনুসারে সব বাচ্চারা সতোপ্রধান হবে কিন্তু তিনি বাচ্চাদের দিয়ে এই পুরুষার্থ করান যে, বাচ্চারা এমন পুরুষার্থ করো যাতে সাজা ভোগ করতে না হয় । সাজার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যতটা সম্ভব ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করো । চলতে - ফিরতে, উঠতে - বসতে যদি স্মরণে থাক তাহলে অনেক খুশীতে থাকবে । আত্মা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে ।

ওম শান্তি । বাচ্চারা এখন জানে যে, শিববাবা আমাদের জ্ঞান আর যোগ শেখান । আমাদের যোগ কেমন, এ তো বাচ্চারাই জানে । আমরা যারা পবিত্র ছিলাম, তারাই এখন অপবিত্র হয়েছি কেননা ৮৪ জন্মের হিসেব তো চাই । এ হল ৮৪ জন্মের চক্র । এ কথাও তারাই জানবে যারা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করবে । বাচ্চারা, তোমরা এ কথা বাবার কাছ থেকে জেনেছ । কোটির মধ্যে কয়েকজনই এ কথা মানবে । বাবা কত পরিষ্কার করে এই শিক্ষা দেন । বাচ্চারা, তোমরাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে এই কথা মানবে । সবাই একরস ভাবে তো মানবে না । টিচারের পড়াকে সবাই একরস ভাবে মানবে না বা পড়বে না । নম্বর অনুসারে কেউ কুড়ি পায়, কেউ আবার অনেক মার্কস পায় । কেউ আবার ফেলও করে যায় । ফেল কেন করে ? কেননা তারা টিচারের মতে চলে না । ওখানে অনেক মত থাকে । এখানে একই মত পাওয়া যায় । এ হল আশ্চর্যজনক মত । বাচ্চারা জানে যে, বরাবর আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছি । বাবা বলেন -- আমি যাঁর মধ্যে প্রবেশ করি...একথা কে বলছেন ? শিববাবা বলছেন । তিনি বলছেন, আমি যাঁর মধ্যে প্রবেশ করি, যাঁকে ভাগীরথ বলা হয়, ইনিও তাঁর নিজের জন্মকে জানতেন না । বাচ্চারা, তোমরাও জানতে না । আমি তোমাদের এখন বোঝাই । তোমরা এতো জন্ম সতোপ্রধান ছিলে তারপর সতো, রজো, তমোতে এসে নীচে নেমে এসেছো । এখন তোমরা এখানে পড়ার জন্য এসেছ । এই ঈশ্বরীয় পঠনপাঠন হল উপার্জন, সোর্স অফ ইনকাম । এই পড়া হল "দি বেস্ট ।" ওই পড়াতে বলবে আই.সি.এস দি বেস্ট । তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ দেবতা ছিলে, এখন তোমাদের কোনো গুণ নেই । এই গায়নও আছে যে, নিগুণ হেরে যাওয়ার মধ্যে কোনো গুণ নেই । সবাই এমন কথা বলতে থাকে । তারা মনে করে ভগবান সর্বত্র আছে । দেবতাদের মধ্যেও ভগবান আছে, এই কারণে দেবতাদের সামনে বসে বলতে থাকে, আমি নিগুণ, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই.... কেবল তুমিই দয়া করতে পার । এমনও গাওয়া হয় যে, বাবা ব্লিসফুল, দয়ালু আমাদের উপর দয়া করেন । মানুষ বলে - হে ঈশ্বর, কৃপা করো । তারা বাবাকে ডাকে, এখন সেই বাবা তোমাদের সামনে এসেছেন । এমন বাবাকে যে জানে তার কতো খুশী হওয়া উচিত । বেহদের বাবা, যিনি প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আমাদের আবার সম্পূর্ণ বিশ্বের রাজত্ব দেন, তাই কতো অগাধ খুশী হওয়া উচিত ।

তোমরা জানো যে, এই শ্রীমতে তোমরা শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ তৈরী হচ্ছে । তোমরা যদি শ্রীমতে চলো তাহলেই শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । অর্ধেক কল্প রাবণের মত চলে । বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন ।

তোমরাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছিলে, তোমরাই সতোপ্রধান ছিলে, এখন তোমাদের আবার সতোপ্রধান হতে হবে। এ হলো রাবণ রাজ্য। যখন এই রাবণের উপর জয় পাবে তখনই রামরাজ্য স্থাপন হবে। বাবা বলেন যে, তোমরা আমার গ্লানি করো। বাবার নামের কীর্তন করার পরিবর্তে গ্লানি করে। বাবা বলেন যে, তোমরা আমার কতো অপকার করেছে। এও ড্রামাতে বানানো আছে। এখন তোমাদের বোঝানো হয় যে, এইসব বিষয় থেকে মুক্ত হও। এককে স্মরণ করো। এমন বলাও হয়ে থাকে, সংসঙ্গ ২১ জন্মের জন্য উদ্ধার করে। তাহলে কে ডুবিয়ে দিল? তোমাদের সাগরে কে ডুবিয়েছে? বাচ্চাদেরই তো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হবে, তাই না। তোমরা জান যে, আমারই নাম বাগানেই মালী, কান্ডারী। অর্থ না বোঝার কারণে মানুষ বেহদের বাবার অনেক গ্লানি করেছে। তাও বেহদের বাবা তাদের বেহদের সুখ দান করেন। অপকারকারীরও তিনি উপকার করেন। ওরা বুঝতে পারে না যে আমরা অপকার করছি। ওরা খুব খুশী হয়ে বলে যে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী। এখন এমন তো হতেই পারে না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে। এও তোমরা জানো যে, প্রত্যেকেই নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে। এও তোমরা জানো যে, যখন দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো তখন আর কোনো রাজ্য ছিল না। ভারত তখন সতোপ্রধান ছিল। এখন ভারত হলো তমোপ্রধান। বাবা আসেন এই দুনিয়াকে সতোপ্রধান করতে। এও বাচ্চারা তোমরাই জান। সম্পূর্ণ দুনিয়া যদি জানতে পারে তাহলে কিভাবে সবাই এখানে পড়ার জন্য আসবে। তাই বাচ্চারা, তোমাদের অগাধ খুশী হওয়া উচিত। খুশীর মতো খাবার নেই। সত্যযুগে তোমরা খুব খুশী থাকো। দেবতাদের খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি খুব সূক্ষ্ম হয়। তাঁরা খুব খুশী থাকে। এখন তোমরা খুশী পেয়েছো। তোমরা জানো যে, আমরা সতোপ্রধান ছিলাম। বাবা এখন আবার আমাদের এমন ফার্স্টক্লাস যুক্তি বলে দিচ্ছেন। গীতাতেও প্রথম শব্দটি রয়েছে - "মনমনাভব"। এ তো গীতা এপিসোড, তাই না। গীতাতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে সম্পূর্ণ দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে। সেটা হল ভক্তিমার্গ। বাবাও এই জ্ঞান বুঝিয়ে বলেন এতে বিরক্ত কিছু নেই। কেবল তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। এ হলো তমোপ্রধান দুনিয়া। কলিযুগে দেখো মানুষের অবস্থা কেমন হয়ে গেছে। এখানে অনেক মানুষ হয়ে গেছে। সত্যযুগে এক ধর্ম, এক ভাষা আর একটিই বাচ্চা হয়। সেখানে একটিই রাজ্য চলে। এই ড্রামা বানানো আছে। তাহলে এক হলো সৃষ্টিচক্রের জ্ঞান আর দ্বিতীয় হলো যোগ। জ্ঞানের ধুরিয়া আর হোলি। মুখ্য বিষয় বাবা বলেন যে - এইসময় সকলেরই তমোপ্রধান জরাজীর্ণ অবস্থা, বিনাশ সামনে উপস্থিত। বাবা এখন বলছেন, তোমরা আমাকে ডেকেছ তোমাদের পবিত্র বানানোর জন্য। তোমরা পতিত হয়ে গেছ। আমাকেই পতিত - পাবন বলা হয়। তোমরা এখন আমার সাথে যোগ লাগাও, আমাকে স্মরণ করো। আমি তোমাদের সবকিছুই সঠিক বলে দেবো। বাকি জন্ম - জন্মান্তর তোমরা ভুল হয়ে এসেছো। তাই সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে গেছ।

বাবা বাচ্চাদের বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের আত্মা এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কে বানালো এমন? পাঁচ বিকার। মানুষ তো এতো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যে মাথাই খারাপ করে দেয়। শাস্ত্রার্থ যদি করে তাহলে নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকে। একে অপরকে লাঠির আঘাতও করে। এখানে তো বাবা তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানান, এতে শাস্ত্র কি করবে? পবিত্র তো হতেই হবে, তাই না। কলিযুগের পরে অবশ্যই সত্যযুগ আসতে হবে। সতোপ্রধানও অবশ্যই হতে হবে। বাবা বলেন যে, তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো। তোমাদের আত্মা যদি তমোপ্রধান হয় তাহলে শরীরও তোমরা তমোপ্রধান পাবে। সোনা যতো ক্যারেটের হবে গয়নাও তেমনই হবে। খাদ তো দেওয়া হয়, তাই না। তোমাদের এখন ২৪ ক্যারেট সোনা হতে হবে। দেহী - অভিমাত্রী ভব। দেহ - অভিমানে আসার

কারণে তোমরা ছি - ছি হয়ে গেছো । কোনো খুশী নেই । অসুস্থতা, রোগ ইত্যাদি সবকিছুই আছে । এখন আমিই তো পতিত পাবন । আমাকে তোমরা ডেকেছো । আমি কোনো সাধু সন্ত আদি নই । কেউ আসে আর বলে - গুরুজীর দর্শন করবো । বলা, গুরুজী তো নেই আর দর্শন করাতেও কোনো লাভ নেই । বাবা তো সমস্ত কথাই সহজে বুঝিয়ে বলেন । যতো স্মরণ করবে, ততই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে থাকবে । এরপর দেবতা হয়ে যাবে । তোমরা এখানে আবারও সতোপ্রধান দেবতা হতে এসেছো । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের জং দূর হয়ে যাবে । তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে । পুরুষার্থেই তো হবে, তাই না । তোমরা উঠতে - বসতে, চলতে - ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো । স্মরণ করতে করতে কি তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে পারো না ? নিজেকে আত্মা মনে করে যদি বাবাকে স্মরণ করো তাহলে জং দূর হয়ে যাবে আর তোমাদের খুশীর পারদ চড়তে থাকবে । আমি তোমাদের কতো সম্পদ দান করি । তোমরা এখানে এসেছো বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য । ওখানে তোমরা সোনার মহল তৈরী করবে । তোমাদের কতো হীরে - জহরত থাকবে । ভক্তিতে যে মন্দির বানানো হয় সেখানে কতো হীরে জহরত থাকে । অনেক রাজারাই মন্দির নির্মাণ করেন । এতো হীরে, সোনা কোথা থেকে আসে ? এখন তো তা আর নেই । এই ড্রামাও তোমরাই জানো যে, কিভাবে চক্র ঘুরতে থাকে । যারা সবথেকে বেশী ভক্তি করেছে, একমাত্র তাদের বুদ্ধিতেই এই কথা চুকবে । নশ্বরের ক্রমানুসারেই তারা বুঝতে পারবে । এখানে বুঝতে পারা যায়, কারা খুব সেবা করে, খুব খুশীতে থাকে, যোগে থাকে । এই অবস্থা শেষের দিকে হবে । যোগই অত্যন্ত জরুরী । তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে । বাবা যখন এসেছেন তখন তাঁর থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে । তোমরা এও বল যে, বাবা তো আমার সাথেই আছেন । আমি শুনছি । তোমাদের যখন শোনান, আমিও শুনতে থাকি । কাউকে তো শোনাবেন, তাই না । জ্ঞান অমৃতের কলস তোমরা মায়েরা পাও । মায়েরা সবাইকে তা ভাগ করে দেন । তারা অনেক সেবাও করেন । তোমরা সকলেই হলে সীতা । রাম হলেন একজন । তোমরা সবাই বধূ (ব্রাইডস), আমি হলাম পাত্র (ব্রাইডগ্রাম) । আমি তোমাদের শৃঙ্গার করিয়ে শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিই । গায়নও আছে যে উনি আমাদের বাবারও বাবা, পতিরও পতি । একদিকে মানুষ মহিমা করে অন্যদিকে গ্লানি করে দেয় । শিববাবার মহিমা আলাদা আবার কৃষ্ণের মহিমা আলাদা । সকলের জায়গা আলাদা - আলাদা । এখানে সবাইকে মিলিয়ে এক করে দিয়েছে । এ হলো অন্ধকারের রাজ্য, এখন তোমরা অবশ্য বাবার হয়েছ । তোমরা হলে শিববাবার পৌত্র - পৌত্রী । তোমাদের সকলেরই অধিকার আছে, এই বাবার কাছে তো সম্পত্তি নেই । সম্পত্তি পাওয়া যায় হদের আর বেহদের বাবার থেকে । তৃতীয় আর কেউই নেই যার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । ইনি বলেন, আমিও এনার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করি । পারলৌকিক পরমপিতা পরমাত্মাকে সকলেই স্মরণ করে । সত্যযুগে কেউই স্মরণ করব না । সত্যযুগে থাকে একজন বাবা আর রাবণ রাজ্যে থাকে দুইজন বাবা । সঙ্গম যুগে থাকে তিনজন বাবা - লৌকিক, পারলৌকিক আর তৃতীয় হল এই আশ্চর্যের অলৌকিক বাবা । এনার দ্বারাই বাবা আমাদের আশীর্বাদী বর্ষা দেন । ইনিও ওঁনার থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার পান । ব্রহ্মাকে এডমও বলা হয় । গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার । শিবকে তো বাবাই বলা হবে । মনুষ্য ঝাড় ব্রহ্মার থেকে শুরু হয়, তাই তাঁকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয় । এই জ্ঞান তো খুবই সহজ । তোমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছো । তোমাদের বোঝানোর জন্য চিত্রও আছে । এখন এতে উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করার দরকারই নেই । ঋষি - মুনিদের জিজ্ঞেস করলে তারাও কিছুই না, কিছুই না বলে দেয় । এখন বাবা এসে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন । তাই এমন বাবাকে কতো ভালোবেসে স্মরণ করা উচিত ।

এখন ড্রামা অনুসারে বাচ্চারা, তোমরা উপরে উঠছো । কল্পে কল্পে নশ্বরের ক্রমানুসারে কেউ সতোপ্রধান, সতো, রজো, তমো হয় । এমনই পদ ওখানে পাওয়া যায়, তাই বাবা বলেন -- বাচ্চারা, খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করো তাহলে সাজা ভোগ করবে না । তিনি অবশ্যই পুরুষার্থ করান । যদিও তিনি জানেন, তারাই হতে পারবে যারা কল্প পূর্বে হয়েছিল, তবুও অবশ্যই তিনি পুরুষার্থ করান । যারা বাবার কাছাকাছি থাকেন তারা পূজাও খুব ভালোভাবে করে থাকেন । প্রথমদিকে তোমরা আমাদের পূজা করো । তারপর অন্য দেবতাদের পূজা করো । এখন তোমাদের দেবতা হতে হবে । তোমরা যোগবলের দ্বারা তোমাদের রাজ্য স্থাপন করছ । যোগবলের দ্বারাই তোমরা বিশ্বের বাদশাহী নাও । বাহুবলে কেউই বিশ্বের বাদশাহী নিতে পারে না । ওরা ভাই - ভাইকে নিজেদের মধ্যে লড়াই - ঝগড়া করিয়ে দেয় । কতো বারুদ তৈরী করে । ধারে একে অপরকে দিতে থাকে । বারুদ হলো বিনাশের জন্য কিন্তু এ কথা কারোর বুদ্ধিতেই আসে না, কেননা তারা মনে করে এই কল্প লাখ বছরের । মানুষ ঘোর অন্ধকারে আছে । বিনাশ হয়ে যাবে আর সকলে কুস্কর্ণের নিদ্রায় নিদ্রিত থাকবে । কেউই জাগবে না । তোমরা এখন জাগ্রত হয়েছো । বাবা হলেনই জাগ্রত জ্যোতি, নলেজফুল । বাচ্চারা, তোমাদের তিনি নিজের সমান বানান । ও হলো ভক্তি আর এ হলো জ্ঞান । এই জ্ঞানে তোমরা সুখী হও । তোমাদের মনে হওয়া উচিত, আমরা আবার সতোপ্রধান হচ্ছি । বাবাকে স্মরণ করতে হবে । একেই বলা হয় বেহদের সন্ন্যাস । এই পুরানো দুনিয়া তো বিনাশ হয়ে যাবে । এতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও অনেক সাহায্য করে । সেই সময় তোমরা সম্পূর্ণ খাবারও পাবে না । আমরা আমাদের খুশীর খাবারেই খুশী থাকবো । তোমরা জানো যে, এইসবই শেষ হয়ে যাবে । এতে মন খারাপের কোনো কথাই নেই । বাচ্চারা, আমি তোমাদের সতোপ্রধান বানাতেই আসি । এ তো কল্পে কল্পে আমারই কাজ । আচ্ছা ।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত । ঈশ্বরীয় পিতা ঔঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) স্বয়ং ভগবান আমাদের উপর দয়া করেছেন, তিনি আমাদের পড়াচ্ছেন, এই নেশায় থাকতে হবে । পড়া হল সোর্স অফ ইনকাম তাই মিস্ করবে না ।

২) অগাধ খুশীর অনুভব করতে হবে এবং করাতে হবে । চলতে - ফিরতে দেহী - অভিমানী হয়ে বাবার স্মরণে থেকে আত্মাকে অবশ্যই সতোপ্রধান করতে হবে ।

বরদান :--- নিজের শ্রেষ্ঠ বৃত্তির দ্বারা বিশ্বের পরিবেশ পরিবর্তন করে আধারমূর্ত ভব

তোমরা বাচ্চারা কেবল নিজের জীবনের জন্যই আধার নয়, কিন্তু বিশ্বের সমস্ত আত্মাদের আধারমূর্তি । তোমাদের শ্রেষ্ঠ বৃত্তির দ্বারা এই বিশ্বের পরিবেশ পরিবর্তন হচ্ছে । তোমাদের পবিত্র দৃষ্টির দ্বারা এই বিশ্বের আত্মা এবং প্রকৃতি দুইই পবিত্র হচ্ছে । দৃষ্টির দ্বারাই সৃষ্টির পরিবর্তন হচ্ছে । তোমাদের শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারাই শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া তৈরী হচ্ছে । এখন তোমরা যখন এতো বড় দায়িত্বের মুকুটধারী হচ্ছে তখন তোমরা ভবিষ্যতে মুকুট এবং সিংহাসনের অধিকারী হবে ।

স্লোগান :-- সর্বশক্তিমান বাবাকে যদি নিজের সাথী বানিয়ে নাও তাহলে কোনো বিঘ্নই তোমাদের
আটকাতে পারবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেদের হার-জিতের ইতিহাসকে স্মরণ করো। (ড্রামার) এ হল সুখ-দুঃখের খেলা। যেখানে তিন-চতুর্থাংশ (৩/৪) সুখ আর এক-চতুর্থাংশ (১/৪) দুঃখ। সুখ আর দুঃখ সমান-সমান মোটেই নয়"

প্রশ্ন :- বেহদের এই ড্রামা খুবই বিস্ময়ের - কিন্তু তা কি কারণে ?

উত্তর :- বেহদের এই ড্রামা এতই বিস্ময়কর যে, প্রতিটি সেকেণ্ডেই সমগ্র সৃষ্টি জগতে যা কিছু ঘটছে, হবহ আবারও তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এবং হবে। এই অবিনাশী ড্রামা ঠিক যেন উঁকুনের চালে চলতে থাকে আর ঘড়ির কাঁটার মতন টিক-টিক করতে থাকে, যার একটি টিক অপর টিক-এর সাথে মেলে না। এই কারণেই ড্রামা খুব বিস্ময়কর। ভাল বা মন্দ, যার যেমন পার্টই থাকুক না কেন - তা কিন্তু পূর্বেই নির্ধারিত। -এই কথার মর্মার্থ কেবল তোমরা বি.কে.-রই সঠিক বুঝতে পারো।

ওঁম শান্তি! এই 'ওঁম শান্তি'-র যথার্থ অর্থ বাচ্চাদেরকে বোঝানোই আছে। তোমরা এখন আত্ম-অভিমानी হওয়ার অভ্যাস করছ। আত্মা নিজেই নিজের পরিচয়ে জানায় - "আমি আত্মা!" আত্মার স্বধর্ম হল শান্ত থাকা। সব আত্মাদেরই এবার ঘরে ফেরার পালা। আত্মাদেরকে তাদের নিজের ঘরে ফিরে যাবার কথা জানায় কে ? অবশ্যই তা আত্মাদের প্রকৃত পিতা পরম-আত্মা। বলেন- "ওহে আত্মারা, এবার এই পুরানো দুনিয়া বিনাশের সময়।" প্রায় সকল পার্টধারীই এখন এখানে এসে পৌঁছেছে। খুবই অল্প সংখ্যক আত্মা রয়েছে ওখানে। কিন্তু এখন যে সবারই ঘরে ফেরার পালা। আবারও যে যার যার নিজের কর্ম-কর্তব্যের পার্টের পুনরাবৃত্তি হবে। বাচ্চারা, আসলে পূর্ব কল্পে তোমরাই ছিলে সেই আদি-সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। সত্যযুগের শুরুতেই তোমরা আসো দুনিয়ায়, কিন্তু বার-বার জন্ম নিতে নিতে এখন তোমরা অপরের শাসনাধীন (রাবণের) রাজ্যে এসে পড়েছ। যা কেবলমাত্র তোমাদের আত্মাই তা উপলব্ধি করতে পারে, অন্যদের আত্মা তা পারে না। যদিও তোমরা সকলেই সেই একই পিতার সন্তান। তাই তো মিষ্টি-মিষ্টি বি.কে. বাচ্চাদেরকে বাবা বলেন - বাচ্চারা, নিজেদের রাজ্য-ভাগ্য পদ খুইয়ে, তোমরা এখন অপরের অর্থাৎ রাবণের রাজ্যে এসে পড়েছ। ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে সত্যযুগে তোমরাই ছিলে দেবী-দেবতা ধর্মের বাহক। কল্পের অর্ধেকটা তোমাদেরই হাতে ছিলো শাসন ক্ষমতা, এরপর নিয়মানুসারের অধোগতিতে কেবলই নীচের দিকে এসে পৌঁছেছ। অবশ্য এমনটা হতেই হয়- সত্যযুগ থেকে ত্রেতাযুগ, তারপর দ্বাপর ও কলিযুগে তো আসতেই হয় - তা ভুললে কিন্তু চলবে না। অতএব নিজেদের সেই হার-জিৎ-এর ইতিহাসকে স্মরণ করার চেষ্টা করো। বাচ্চারা, তোমরা এও জানো, সত্যযুগে তোমরা থাকো সতোগ্রধান, সুখধাম-বাসী। বারবার জন্ম নিতে নিতে এখন এই জরাজীর্ণ দুঃখধামে এসে পড়েছ। তোমরা অর্থাৎ আত্মারা এখন আবার আত্মাদের পিতা পরমাত্মা বাবার শ্রীমৎ পাচ্ছ। যে আত্মারা এতদিন তাদের প্রকৃত পিতা পরমাত্মার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল বহুকাল। সর্বপ্রথম তোমরাই সেই বিচ্ছিন্ন হওয়া বাচ্চা, কর্মফল অনুযায়ী যারা এসেছিলে সুখের দুনিয়ায় নিজেদের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করতে। পরে তোমাদের রাজ্য-ভাগ্য কেড়ে নেওয়া হয়। এরপরেই দুঃখের দুনিয়ায় দুঃখের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করতে হয় তোমাদেরকেই। এবার আবার নিজেদেরকেই তার অধিকারী হতে হবে, পূর্ব সেই রাজ্য-ভাগ্য পদের, যে দুনিয়া কেবলই সুখ ও শান্তি।

লোকেরা অর্থাৎ আত্মারা চায় বিশ্বে যেন শান্তি স্থাপন হয়। কিন্তু বিশ্ব এখন এতই তমোপ্রধান যে কারণে বিশ্বে এত অশান্তি। শান্তি আর অশান্তি, সুখ আর দুঃখ - এটাই তো জাগতিক খেলা। অবশ্য তোমরা তা জানো, ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে এই বিশ্বেই সুখ-শান্তি বিরাজ করতো। আত্মাদের প্রকৃত বাসস্থান মূল-বতন কিন্তু সদাকালের শান্তিধাম, তাই সেখানে অশান্তির কোনও প্রশ্নই নেই। সত্যযুগ হলো শান্তির-বিশ্ব। তারপর নিয়মের অধোগতিতে ধীরে ধীরে তা হয়ে ওঠে অশান্তির-বিশ্ব। সমগ্র বিশ্বই এখন চায়, বিশ্বে শান্তি স্থাপিত হোক। বিশ্ব কিন্তু "ব্রহ্ম-মহতত্ত্ব"-রই এক অংশ। ব্রহ্ম-মহতত্ত্বকেই "ব্রহ্মাণ্ড" বলা হয়। যেখানে আত্মারা নিবাস করে। আত্মাদের স্বধর্মই হলো শান্ত থাকা। শরীর থেকে আত্মা বেরিয়ে গেলেই তা শান্তরূপ হয়ে যায়। আবার নতুন শরীর পেলে তারপর কথাবার্তা-চলাফেরা করতে পারে। বাচ্চারা, এখানে তোমাদের আসার উদ্দেশ্য কি? উত্তরে তোমরা জানাও-"বাবা, তুমি আমাদের শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে চলো।" শান্তিধাম কিস্থা মুক্তিধামে তো আর সুখ-দুঃখের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করতে হয় না। সত্যযুগ হলো সুখধাম আর কলিযুগ হলো দুঃখধাম। কিন্তু এই অধোগতি নিয়ম কি প্রকারের, ৮৪-জন্মের সিঁড়ির চিত্রে তা প্রদর্শিত হয়েছে। যদিও এই ৮৪-সিঁড়ি বেয়ে তোমরা ধীরে ধীরে নেমে আসো, কিন্তু চড়ার বেলায় মুহূর্তেই তা চড়তে পারো। চড়তে গেলে পবিত্র হতেই হয় আর পতিত হলেই নিম্নগতি। বাবা না এলে বাচ্চারা পবিত্র হতে পারে না যে। তাই তো পবিত্র হবার জন্য এত কাতর হয়ে বাবাকে ডাকতে থাকো-"বাবা তুমি এসো, আমাদেরকে পবিত্র করে গড়ে তোলো।"

প্রথমে তোমাদের যেতে হয় পবিত্র শান্তিধামে। সেখান থেকে আসতে হয় সুখধামে। আগে সুখ - পরে দুঃখ। সুখের ভাগই বেশী। সমান-সমান হলে তো আর মজা নেই সেখানে। তা তখন মূল্যহীন হয়ে যায়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, এই ড্রামার তিন-চতুর্থাংশ (৩/৪) হলো সুখ আর বাকী এক-চতুর্থাংশ (১/৪) নানাপ্রকার দুঃখের। তাই এই ড্রামাকে বলা হয় সুখ-দুঃখের খেলা। বাবা এও জানেন, একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কেউই বি.কে.দেরকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। তাই তো বাবা নিজেই বাচ্চাদেরকে নিজের পরিচয় জানিয়ে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের বিষয়টাও উপস্থাপন করেছেন। বাচ্চাদেরকে নাস্তিক থেকে আস্তিক বানিয়েছেন। তিন-লোকের বিষয়েও জানিয়েছেন। ভারতবাসীরা তো কল্পের আয়ুও জানে না। যা একমাত্র তোমরাই বোঝো। তাই আবারও বাবা তোমাদেরকে কত সুন্দর করে এত উন্নত জ্ঞানের পার্ট পড়াচ্ছেন। যেহেতু এটা অপরের রাজ্য, তাই বাবা আসেন গুপ্ত বেশে। অর্থাৎ ইনি গুপ্ত-বাবা। লোকেরা কেবল নিজেদের দেহকেই জানে, আত্মাকে জানেই না। অথচ আত্মা অবিনাশী আর দেহ বিনাশী। বি.কে.-দের কিন্তু আত্মা আর আত্মার বাবা পরমাত্মাকে ভোলা উচিত নয় মোটেই। এও স্মরণে রাখতে হবে, অবিনাশী উত্তরাধিকার এই বাবার থেকেই পেয়ে থাকো তোমরা। কিন্তু তা পাওয়া যায় পবিত্র হতে পারলেই। এই রাবণ রাজ্যে থাকতে থাকতে তোমরা পতিত হয়ে পড়েছ, তাই তো বাবাকে এভাবে ডাকতে থাকো তোমরা। এখন তোমাদের দুই বাবা। সকল আত্মারই সেই একই বাবা, যিনি পরমপিতা পরমাত্মা। (অর্থাৎ আত্মা-আত্মা ভাই-ভাই) তাই ভাই কখনও বাবা হতে পারে না। যখন-যখন ভারতে অতি মাত্রায় ধর্মের গ্লানি হয়, তখন সব ধর্মাবলম্বীরাই এক ও অভিন্ন এই পারলৌকিক বাবাকে ভুলে যায়। আর ঠিক তখনই বাবাকে আসতে হয় এই দুনিয়ায়। এটা এক ধরনের খেলা। ড্রামাতে যা কিছুই ঘটছে, ড্রামার প্রতিটি দৃশ্যেরই তা পুনরাবৃত্তি হয় আবার। তোমরা আত্মাধারীরা তোমাদের কর্মফলের কর্ম-কর্তব্য সম্পূর্ণ করতে অনেক বারই আসো আর যাও। এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপট উকুনের মতন ধীরে

ধীরে চলতেই থাকে। যা কখনই থামে না। টিক-টিক করে চলতেই থাকে। কিন্তু একটি ঘটনার সাথে অন্যটির হুবহু মিল হয় না কখনই। সত্যি, কি আশ্চর্যের এই নাটক। প্রতি সেকেন্ডেই যা কিছু ঘটে চলেছে তারই আবার পুনরাবৃত্তি হয়। যে যেই ধর্মের প্রচারক সে সেই ধর্মের মুখ্য পার্টধারী। এইভাবেই সবাই যে যার নিজের ধর্মের স্থাপনা করে, কিন্তু কেউই তাদের নিজেদের রাজধানী স্থাপন করে না। এক ও একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই যেমনি নিজের ধর্ম স্থাপনা করেন তেমনি আবার নিজস্ব রাজধানী ও রাজকূলও তৈরী করেন। অন্য ধর্মস্থাপকেরা ধর্ম স্থাপন করার পরেই তার অনুগামীরা আসতে থাকে। কিন্তু সবাইকে একসাথে জড়ো করে (শান্তিধামে) নিয়ে যান কে? -- একমাত্র এই বাবা। কারও আবার অল্প কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করেই রেহাই। যেমন- পোঁকা-মাকড়, জীব-জন্তুরা, জন্মের কিছু দিন পরেই মারা যায়। তাই তাদেরকে এই অবিনাশী ড্রামার অংশ হিসাবে গণ্য করা হয় না। (পার্টধারীর) মনোযোগ কোন্ দিকে যায় ? প্রথমে তো রচয়িতার দিকেই, যাকে সবাই ডাকতে থাকে- "ও গড-ফাদার, হে পরমপিতা-পরমাত্মা।" যেহেতু উনিই সকল আত্মাদের প্রকৃত পিতা। কল্প শুরুর প্রথমেই আসে আদি-সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম। সৃষ্টি-চক্রের অসীম-বেহদের এই কল্প-বৃক্ষের বিস্তারও অনেক। কত মত-মতান্তর, কত বিভিন্মতা, কতকিছুই উঠে আসে এতে। যা গুণে শেষ করা যায় না। মূল-শিকড়টাই যে নেই এখন, অন্যগুলির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে কোনওক্রমে। তাই বাবা বলছেন- "মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তখনই আসি যখন অনেক ধর্মের সমাবেশ হয়, কোনও একটি ধর্মের নয়। কল্প-বৃক্ষের মূল ভিত্তি তো এখন প্রায় লোপ পেয়েছে। যা কেবল ছবির মতন দাঁড়িয়ে আছে মাত্র।" আদি সনাতন ধর্ম যখন ছিল, তখন কেবল একটি মাত্রই ধর্ম ছিল দুনিয়ায়। অন্যান্য ধর্মগুলি ধীরে ধীরে পরে আসতে থাকে। ত্রেতায়ুগে এমন অনেকেই আসে যারা (সত্যযুগের) স্বর্গে আসতে পারে না।

বাচ্চারা, তোমরা এখন পুরুষার্থ করছ নতুন দুনিয়ার স্বর্গ-রাজ্য (স্বর্ণযুগের সত্যযুগ) যাবার লক্ষ্যে। বাবা জানাচ্ছেন সেই স্বর্গ-রাজ্যে তোমরা তখনই আসতে পারবে, যখন বাবার সাথে স্মরণের যোগের দ্বারা পবিত্র হতে পারবে ও দৈবগুণগুলি ধারণ করতে পারবে। কল্প-বৃক্ষের ডাল-পালাও তো অনেক। কিন্তু বি.কে.-রা তো জানতে পেরেছে, তোমরাই ছিলে স্বর্গ-রাজ্যের সেই আদি-সনাতন দেবী-দেবতা। যে স্বর্গ-রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ হয়ে এখন তা নরক-রাজ্যে পর্যবসিত হয়েছে। তাই তো বাবা এমন প্রশ্নাবলী তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা নিজেরাই নিজের অন্তর-মনের কাছে জানতে চাও, তোমরা কি সেই সত্যযুগের স্বর্গবাসী ছিলে, নাকি ছিলে কলিযুগী নরকবাসী ? সত্যযুগ থেকে অধঃপতন হতে হতে কলিযুগে এসে পড়েছে ? এরপর উর্ধ্বমার্গে যাবে কিভাবে ? তাই তো বাবা তোমাদের এই পাঠ পড়াচ্ছেন। কিভাবে তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় আসা যাবে। নিজেকে আত্মা ভেবে, বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে, সেই যোগ-অগ্নির দ্বারা তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে বেরিয়ে যাবে। গত কল্পেও তোমাদেরকে এই একই জ্ঞান শিখিয়ে দেবতা করে গড়ে তুলেছিলেন এই বাবা-ই। সেই তোমাদেরই যে এখন তমোপ্রধান অবস্থা। বাচ্চাদেরকে সতোপ্রধান বানাবার নিমিত্তে অবশ্যই কেউ (বাবা) আসবেই। পতিত-পাবন কোনও মনুষ্য তো আর তা করতে পারে না। --"হে পতিত-পাবন", "হে ভগবান" -এইসব শব্দবন্ধ যখনই ব্যবহার করো, বুদ্ধি কিন্তু তখন উপরের দিকেই যায়। একমাত্র উনিই হলেন নিরাকার। অন্যান্যরা সবাই তো পার্টধারী। আর পার্টধারীদের পুনর্জন্মে আসতেই হয়। একমাত্র বাবাই পুনর্জন্ম রহিত। ড্রামার চিত্রপট এভাবেই রচিত, যা কেউই তা জানে না। ইতিপূর্বে তোমরাও তা জানতে না। তা সঠিক ভাবে জানার পরেই তোমাদেরকে স্বদর্শন-চক্রধারী বলা হয়। তখন তোমরা অর্থাৎ আত্মারা, আত্মার স্ব-ধর্মে স্থিত হতে পারো। অতএব

নিজেদের মধ্যে এই নিশ্চয়তা আনো-আমি আত্মা। বাবা তো তোমাদেরকে বুদ্ধিয়েছেন, এই সৃষ্টি-চক্রের আবর্তনের বিষয়টা। তাই তো বি.কে.-দের বলা হয় "স্বদর্শন চক্রধারী"! যে জ্ঞান আর কারও জানা নেই। এতে তোমাদের কত খুশী হওয়া উচিত। বাবা স্বয়ং তোমাদের টিচারও। সত্যি কত মিষ্ট এই বাবা। ওঁনার মতন মিষ্ট-স্বভাবের এমনটি আর কেউ হয় না। তোমরা সেই পারলৌকিক বাবার বাচ্চা। বাস্তবে তোমরা আত্মারা পরলোকবাসী। তোমাদের এই বাবাও পরমধাম নিবাসী। যেমন লৌকিক বাবা বাচ্চার জন্ম দিয়ে তাকে লালন-পালন করে, পরে তার সবকিছুই (সম্পত্তি) সন্তানকে দিয়ে দেন, যেহেতু সন্তানই তার উত্তরাধিকারী, আর এটাই জাগতিক নিয়ম। তেমনি এই বাবা, তোমরা যারা বেহদের বাবার বাচ্চা হও। এখন তো তোমাদের সবার নির্বাণধামে ফিরে যাবার পালা। সেই দুনিয়া হল সাইলেন্সের দুনিয়া। এর নীচে মূর্তির দুনিয়া আর এই দুনিয়াটা হল টকীর দুনিয়া। বাচ্চারা যখন সূক্ষ্মবতনে যায়, তখন তাদের তা সাক্ষাৎকারও হয়। তখন কিন্তু আত্মা বেরোয় না।

ড্রামাতে যা নির্দিষ্ট হয়ে আছে, প্রতি সেকেণ্ড বাই সেকেণ্ড তারই পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু কোনও এক সেকেণ্ডের ঘটনার সাথে অন্য কোনও সেকেণ্ডের হুবহু মিল হয় না। যে যেমন তার কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করে, ভাল বা খারাপ, তা করে ড্রামার চিত্রপট অনুসারেই। যেমন সত্যযুগের পার্ট খুবই ভাল, কিন্তু কলিযুগের পার্ট ততোধিক খারাপ। এই কলিযুগেই মানুষের যত দুঃখ-কষ্ট। সত্যযুগের রামরাজ্যে এমন ছিঃ ছিঃ ঘটনা ঘটেই না। রাম-রাজ্য আর রাবণ-রাজ্যের সময়-কালেরও বিস্তর তফাৎ। কিন্তু লোকেদের ড্রামা সম্বন্ধে ধারণা না থাকার কারণে বলে যে, সুখ-দুঃখ সব পরমাত্মারই দান। তারা যেমন শিববাবাকে জানে না, তেমনি রাবণকেও জানে না তারা। অথচ প্রতি বছরই শিবজয়ন্তী পালন করে আবার রাবণের পুতলিকাকেও জ্বালিয়ে থাকে। এখন বেহদের বাবা স্বয়ং এসে নিজেই নিজের পরিচয় জানিয়ে বলছেন-বাচ্চারা, "নিজেদেরকে আত্মা ভেবে একমাত্র এই প্রকৃত বাবাকে (আমাকে) স্মরণ করো"। তোমাদের এই বাবা খুবই মিষ্টি বাবা। কিন্তু বাবা নিজে তো আর নিজের মহিমার কীর্তন করবে না। যে সুখ অনুভব করবে, সেই তো মহিমা প্রচার করবে। উত্তরাধিকারে তোমরা বাচ্চারা বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পেয়ে থাক। বাবা যে প্রেমের-সাগর। ফলে তোমরাও সত্যযুগের উপযুক্ত এত সুন্দর ও মিষ্ট হয়ে ওঠো। কেউ যদি বলে, সেখানেও তো কাম-বিকার ইত্যাদি থাকবে। তাদেরকে বলবে, সেটা তো আর রাবণের রাজ্য নয়, রাবণের আবির্ভাব হয় দ্বাপর যুগ থেকে। তোমাদেরকে কত সুন্দর রীতিতে তা বুদ্ধিয়ে দেন। সৃষ্টির হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি অন্যেরা তো জানেই না। যা বাবার কাছ থেকে এখন তোমরা জানতে পারছো। ফলে তোমরাই দেবতা হতে পারো। দেবতাদের থেকে উন্নত আর কেউই নয়। যা হবার জন্য কোনও গুরু ধরার প্রয়োজন নেই। জগতে অনেক প্রকারের গুরু আছে। কিন্তু সদগুরু তো কেবল এই একজনই। শিখ ধর্মাবলম্বীরা বলে থাকে "সদ্বুরু অকাল (অবিনশ্বর)"! একমাত্র সদ্বুরুই অকাল! (অর্থাৎ কাল বা মৃত্যু নেই যার) যেহেতু উনি কালেরও কাল মহাকাল। কাল (যম) তো কেবল একজনকেই নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু এই বাবা মহাকাল, সবাইকে একসাথে নিয়ে যান। পবিত্র বানিয়ে প্রথমে সবাইকে শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যান। আর যদি কেউ বাবার বাচ্চা হবার পরেও মায়ার সাথেও সম্পর্ক রাখে, তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, সদ্বুরুর নিন্দুকেরা কোনও পদই পায় না। স্বর্গ-রাজ্যের পুরো সুখ তো পায়ই না, সামান্য প্রজার পদ পায়। তাই তো বাবা সতর্ক করে বলেন- "বাচ্চারা, তোমাদের কারণে আমার যেন কোনও নিন্দা না হয়। যেখানে আমি তোমাদের স্বর্গ-রাজ্যের মালিক করে গড়ে তুলি ও দৈবীগুণ ধারণ করাই।

বাচ্চারা, তোমাদের কারণে কেউ যেন কোনও প্রকারের দুঃখ না পায়। এখানে আমার আসার উদ্দেশ্যই হলো, তোমাদেরকে সুখধামের মালিক বানানো। তোমাদের এই বাবা যে প্রেমের সাগর, আর মানুষেরা তো কেবল দুঃখ দেবার সাগর। একে অপরের প্রতি কাম-বিকারের দাঁ-কাটারী চালিয়ে দুঃখ দিতেই ব্যস্ত। সেখানে কিন্তু এসবের প্রচলন নেই, যেহেতু তা হলোই রাম-রাজ্য। যোগ-বলের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম হয় সেখানে। এই যোগ-বলের দ্বারা তোমরা সমগ্র বিশ্বেকেই পবিত্র বানাও। তোমরা এমনই যোদ্ধা - যাদের এমন গুপ্তবেশ। তোমরাই হতে পারো খুব সুনামের ও সম্মানের অধিকারী। আবার ভক্তি-মার্গেও তোমরাই দেবীদের কত মন্দির নির্মাণ করো। কথিত আছে, অমৃত-কলস তো মাতাদের মাথার উপরেই রাখা হয়। অথচ লোকেরা ভাবে তা গৌ-মাতা। আসলে তা হলো স্ত্রীজনের বিষয়, যেখানে জলের প্রশ্ন নেই। তোমরা বি.কে.-রা হলে শিব-শক্তি-সেনা। লোকেরা তোমাদেরকেই নকল করে নিজেরাই গুরু সেজে বসে থাকে। আর তোমরা বসো সত্যের নৌকায়। তারা তো গীতও গায়, "ও মাঝি, ভবসাগর পার করে দাও" । এদিকে তোমরা তো পার করাবার কান্ডারীকেও পেয়ে গেছ। যিনি এই বেশ্যালয়ের দুনিয়া থেকে শিবালয়ে পৌঁছে দেন তোমাদের। ওনাকে আবার বাগানের মালীও বলা হয়। যেহেতু উনি কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগানে রূপান্তরিত করেন। যেখানে কেবলই সুখ আর সুখ। আর এই দুনিয়াটা কেবলই দুঃখ-কষ্টের।

বাবা যে প্রচারপত্র ছাপাতে বলেছেন, তাতে তো স্পষ্টই লেখা আছে - তোমরা নিজেরাই নিজেদের অন্তরের কাছে জানতে চাও, মনে-প্রাণে তোমরা স্বর্গবাসী নাকি নরকবাসী ? এভাবে নিজেরাই নিজেদের অনেক প্রশ্ন করতে পারো। লোকেরা যে বলে ভ্রষ্টাচারে ভরে গেছে দুনিয়াটা, অর্থাৎ এই দুনিয়াই পূর্বে কখনও শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, অর্থাৎ যে সময়কালটা ছিল দেবতাদের রাজত্বের। বর্তমানে যার কোনও অস্তিত্বই নেই। সেই দেবী-দেবতা ধর্ম যখন প্রায় লোপ পায়, তখনই ভগবানকে আসতে হয়। উনি আসেন আবার এক-ধর্মের স্থাপনা করতে। যার মর্মার্থ, তোমরা নিজেরাই নিজেদের জন্য সেই স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করছো, বাবার শ্রীমৎ অনুসারে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার মতন প্রেমের সাগর হতে হবে, দুঃখের সাগর নয়। সন্তানের কর্মের জন্য বাবার নিন্দা হয়, এমন কোনও কার্য করবে না। খুবই মিষ্টি ও সুন্দর স্বভাবের হতে হবে।

২) যোগবলের দ্বারা নিজে পবিত্র হয়ে অপরকেও তেমনই তৈরী করতে হবে। কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগান বানাবার সেবা করতে হবে। সদা এই খুশীতেই থাকতে হবে যে, আমাদের এই মিষ্টি বাবা, একাধারে যেমন বাবা তেমনি আবার টিচারও বটে। ওঁনার মতন মিষ্টি-স্বভাবের এমনটি আর কেউই নেই জগতে।

বরদান :- বিশেষত্বের সংস্কারগুলিকে স্বাভাবিক চরিত্র বানিয়ে পূর্বের সাধারণত্বকে সমাপ্ত করে মরজীবা ভব

ব্যাখ্যা: যার যেমন স্বভাব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সে তেমন করেই নিজের কাজ করে। এর জন্য আলাদা করে ভাবনা-চিন্তা করতে হয় না, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তা হয়ে যায়। তেমনই এমন মরজীবা জন্মধারী ব্রাহ্মণদের স্বভাবই হলো বিশেষ আত্মার বিশেষত্ব সম্পন্ন। এই বিশেষত্বের সংস্কার তখন সাধারণ স্বভাব হয়ে যায়, আর প্রত্যেকেরই মনে হয় যেন-এটাই তো আমাদের প্রকৃত স্বভাব। সাধারণত্ব এখন অতীত (বি.কে.-দের)। পূর্বে যা স্বভাব ছিল নতুন জন্ম নেবার পর এখন আর তা নেই। এই নতুন জন্মের স্বভাবের বিশেষত্ব, যা সাধারণত্ব নয় মোটেই।

স্লোগান :- রয়েল (মহান) সে, যে জ্ঞান-রত্ন নিয়ে খেলে, পাথর নিয়ে নয়।

“মিষ্টি বাচ্চারা - আল্ল-অভিমান বিশ্বের মালিক বানায়, আর দেহ-অভিমান কাঙাল বানিয়ে দেয়।
তাই আল্ল-অভিমानी হও”

প্রশ্ন :- কোন্ অভ্যাস অশরীরী হওয়ার জন্য খুব সাহায্য করে ?

উত্তর :- নিজেকে সর্বদা অভিনেতা মনে করো। অভিনেতা যেমন অভিনয় করা হয়ে গেলেই তার ড্রেস খুলে ফেলে, তোমাদেরকেও সেইরকম অভ্যাস করতে হবে। কর্ম করা হয়ে গেলেই পুরাতন বস্ত্র (শরীর) ত্যাগ করে অশরীরী হয়ে যাও। আল্লারা সকলে ভাই-ভাই। এইরকম অভ্যাস করতে থাকো। এটাই হল পবিত্র হওয়ার সহজ উপায়। শরীরকে দেখলেই ক্রিমিনাল চিন্তা ভাবনা আসে। তাই অশরীরী হয়ে যাও।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা অবুঝ হয়ে গেছে, তাই বাবা বসে থেকে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। ৫ হাজার বছর আগেও বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়েছিলেন এবং দিব্য কর্ম শিখিয়েছিলেন। তোমরা দেবী দেবতা ধর্মে এসেছিলে এবং ড্রামার প্ল্যান অনুসারে পুনর্জন্ম নিতে নিতে কলা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে এবং এখন তোমরা বাস্তবিক ভাবেই কলাহীন হয়ে গেছ। এটা তো আসলে তমোপ্রধান রাবণ-রাজ্য। এই রাবণ রাজ্যটাই আগে সতোপ্রধান ছিল। পরে ক্রমশঃ সতো, রজো এবং তমো অবস্থা প্রাপ্ত করেছে। এখন তো একেবারে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এবার এর বিনাশ হবে। রাবণ রাজ্যকেই অসুরী রাজ্য বলা হয়। ভারতেই রাবণকে পোড়ানোর প্রচলন রয়েছে। ভারতবাসীরাই বলে রামরাজ্য আর রাবণরাজ্য। রামরাজ্য তো সত্যযুগেই হয়। রাবণরাজ্য কলিযুগে হয়। এটা অত্যন্ত বোঝার বিষয়। বাবা আশ্চর্য হয়ে যান যে ভালো ভালো বাচ্চারা পুরোপুরি ভাবে না বোঝার কারণে নিজের ভাগ্যকেই খারাপ করে দেয়। রাবণের খারাপ গুণের বশীভূত হয়ে যায়। যদিও সে নিজের মুখেই দিব্যগুণের কথা বলে। বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরাই এইরকম দেবী দেবতা ছিলে। তোমরাই ৮৪ জন্ম ভোগ করেছ। তোমরা কেন তমোপ্রধান হয়ে গেছ সেটাও বোঝানো হয়েছে। এটা হল রাবণ রাজ্য। রাবণ হল সবথেকে বড়ো শত্রু। সে-ই ভারতকে এত কাঙাল এবং তমোপ্রধান বানিয়েছে। রাম রাজ্যে এত লোক থাকে না। ওখানে তো একটাই ধর্ম থাকবে। এখানে সবার মধ্যেই ভূত রয়েছে। ক্রোধ, লোভ এবং মোহরূপী ভূত তো আছেই। মানুষ এটাই ভুলে যায় যে আমি অবিনাশী আর এই শরীরটা বিনাশী। তাই কেউই আল্ল-অভিমानी হতে পারে না। অনেক দেহ অভিমান রয়েছে। দেহ অভিমান আর আল্ল অভিমানের মধ্যে দিন-রাতের পার্থক্য। আল্ল-অভিমानी দেবী-দেবতার সমগ্র বিশ্বের মালিক হয়ে যায়। আর তারপরে দেহ অভিমানে বশীভূত হয়ে কাঙাল হয়ে যায়। ভারত সোনার পাখি ছিল। এই কথাটা অনেকেই বলে। কিন্তু কেউ বোঝে না। শিববাবা দিব্য বুদ্ধি বানানোর জন্য আসেন। বাবা বলছেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাই। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিল। কখনো কি শুনেছ যে এদেরকে এই রাজত্ব কে দিয়েছিল ? ওরা এমন কোন্ কর্ম করেছিল, যার জন্য এত উঁচু পদ পেয়েছিল? কর্মের ওপরেই তো নির্ভর করে, তাই না ? মানুষ আসুরি কর্ম করে বলে সেইসব কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়। সত্যযুগে সকল কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। ওখানে কোনো কর্মের হিসাব তৈরি হয় না। বাবা এইসব বোঝাচ্ছেন কিন্তু অনেকে কিছু না বুঝতে পেরে অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বলে দেয় যে শিব আর শংকর অভিন্ন। আরে, নিরাকার শিবকে তো একাই দেখানো হয়। আর শঙ্করকে পার্বতীর সাথে দেখানো হয়। এই দুজনের কর্তব্য একেবারে

আলাদা। মিনিস্টার আর প্রেসিডেন্টকে কি এক বলা যাবে ? দুইজনের পদ একেবারেই আলাদা। তাহলে কিভাবে শিব-শঙ্করকে এক বলা যাবে ? তবে এটাও জানা আছে যে, যারা রাম সম্প্রদায়ে আসবে না, তারা বুঝবেও না। আসুরি সম্প্রদায় তো কেবল গালি দেবে, বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, কারণ তাদের মধ্যে পাঁচ বিকার রয়েছে। দেবতারা সম্পূর্ণ নির্বিকারী। ওরা কত উঁচু পদের অধিকারী। এখন তোমরা বুঝতে পার যে আমরা কত বিকারগ্রস্ত ছিলাম। বিকারের দ্বারাই জন্ম হয়। সন্ন্যাসীদেরকেও বিকারের দ্বারাই জন্ম নিতে হয়। পরে তারা সন্ন্যাস গ্রহণ করে। সত্যযুগে এইরকম হয় না। সন্ন্যাসীরা সত্যযুগের কথা বুঝতেও পারে না। বলে দেয় যে সত্যযুগ তো সর্বদাই রয়েছে। যেভাবে বলে যে কৃষ্ণ কিংবা রাধাকে ডাকলেই হাজির হয়ে যায়। অনেক ধর্ম, অনেক মত পার্থক্য রয়েছে। অর্ধেক কল্প ধরে দৈবী মত প্রচলিত থাকে। এখন তোমরা সেই মত প্রাপ্ত করছ। তোমরাই হলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। এরপর তোমরাই বিষ্ণু বংশী এবং চন্দ্র বংশী হবে। ওই দুটোকে সাম্রাজ্য বলা হবে, কিন্তু এটাকে ব্রাহ্মণ বংশ বলা হবে। এটাকে সাম্রাজ্য বলা যাবে না। এনার রাজত্ব স্থাপন হয় না। তোমরাই এইগুলো বুঝতে পারো। তোমাদের মধ্যেও আবার কেউ কেউ বুঝতে পারে। কেউ কেউ একেবারেই শোধরায় না। কোনো না কোনো ভূত রয়েছে। যেমন - লোভের ভূত, ক্রোধের ভূত। সত্যযুগে এইরকম কোনো ভূত থাকে না। সত্যযুগে দেবী-দেবতারা ছিল। তারা খুবই সুখী ছিল। এইসব ভূতগুলোই দুঃখ দেয়। কাম বিকারের ভূত আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দিয়ে এসেছে। একে পরাজিত করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। মুখের কথা নয়। বাবা বলেন, ভাই-বোন মনে করলে ক্রিমিনাল দৃষ্টি যাবে না। প্রত্যেক ব্যাপারে সাহস থাকতে হবে। কেউ বলে দেয় যে বিয়ে না করলে ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। এইরকম ক্ষেত্রে সাহস অবলম্বন করতে হবে। নিজেকেও চেক করতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা কোটি কোটি গুণ সৌভাগ্যবান হচ্ছ। এইসব বিনাশ হয়ে যাবে। সবকিছু মাটিতে মিশে যাবে। কেউ কেউ সাহস করে চলতে শুরু করে দেয়। আবার অনেকে সাহস করে, কিন্তু পরে ফেল হয়ে যায়। বাবা প্রত্যেকটা বিষয় ভালোভাবে বোঝাচ্ছেন। কিন্তু শ্রীমৎ পালন না করলে বোঝা যায় যে তার পুরোপুরি যোগ লাগে না। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ খুব বিখ্যাত। এই যোগের দ্বারাই তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। পড়া হলো সোর্স অফ ইনকাম। পড়ার দ্বারাই তোমরা ক্রমানুসারে উঁচু পদ পাও। ভাই-বোনের সম্বন্ধেও বুদ্ধি চঞ্চল হতে পারে। তাই বাবা এর থেকেও উঁচুতে নিয়ে যান। নিজেকে আত্মা অনুভব করো এবং অন্যকেও আত্মা অর্থাৎ ভাই রূপে দেখ। সবাইকে ভাই রূপে দেখলে অন্য কোনো দৃষ্টি যাবে না। শরীরকে দেখলে ক্রিমিনাল চিন্তা ভাবনা আসে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা অশরীরী হও, দেহী-অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করো। আত্মা হলো অবিনাশী। শরীরের দ্বারা অভিনয় করা হয়ে গেলে, শরীরটা থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে। দুনিয়ার অভিনেতারোও অভিনয় হয়ে গেলে ড্রেস চেঞ্জ করে ফেলে। তোমাদেরকেও এখন এই পুরাতন কাপড় (শরীর) পরিবর্তন করে নতুন কাপড় পড়তে হবে। এখন তো আত্মা এবং শরীর দুটোই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। তমোপ্রধান আত্মারা মুক্তিতে যেতে পারবে না। পবিত্র হলেই যেতে পারবে। অপবিত্র আত্মারা ফিরতে পারবে না। যারা বলে যে অমুক ব্যক্তি ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছেন, তারা সবাই মিথ্যা কথা বলে। একজনও যেতে পারবে না। ওখানে বৃষ্ণের মতো রয়েছে। সবাই ঐভাবেই থাকে। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এইসব জানো। গীতাতে কোথাও ব্রাহ্মণদের নাম লেখা নেই। যেহেতু আমি প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করি, তাই অবশ্যই তাকে দত্তক নিতে হবে। জাগতিক ব্রাহ্মণরা তো বিকারগ্রস্ত, তোমরা হলে নির্বিকারী। নির্বিকারী হওয়ার জন্য অনেক অত্যাচারও সহ্য করতে হবে। নাম-রূপ দেখে অনেকের মনেই বিকারী সংকল্প আসে। ভাই বোনের সম্বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও পতন হয়ে যায়। তখন তারা পত্র লেখে - বাবা, আমার পতন হয়েছে, আমি মুখ

পুড়িয়েছি। বাবা বলেন, আমি তো ভাই-বোন হয়ে থাকতে বলেছিলাম, আর তুমি এইরকম খারাপ কাজ করলে! এরজন্য খুব কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হয়। এমনিতেও, যদি কেউ কারোর ক্ষতি করে, তবে তাকে জেলে ঢোকানো হয়। যেটা আমি স্থাপন করেছিলাম, সেই ভারত কতই না পবিত্র ছিল। তার নামটাই হল শিবালয়। এই জ্ঞানটাও কারোর মধ্যে নেই। যেসব শাস্ত্রগুলো রয়েছে, সেগুলো কেবল ভক্তিমার্গের সামগ্রী। সত্যযুগে সবাই সদগতিতে থাকবে, তাই ওখানে কোনো পুরুষার্থ করতে হয় না। এখানে সবাই দুর্গতিতে রয়েছে। তাই গতি এবং সদগতি প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করে। গঙ্গাপ্লাবন করতে যায়। কিন্তু গঙ্গার জল কি সদগতি দিতে পারবে? সে কি পবিত্র বানাতে পারবে? কিছুই জানে না। তোমাদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। কেউ তো নিজেই কিছু বোঝে না। তাই সে অন্যকে কিভাবে বোঝাবে? তাই বাবা তাদেরকে পাঠায় না। মানুষ গীত গায় - বাবা, তুমি যখন আসবে, আমি তোমার শ্রীমং অনুসারে চলে দেবতা হব। দেবতার সত্য এবং ত্রেতাযুগে থাকে। এখানে তো অধিকাংশই কাম বিকারে ফেঁসে আছে। কাম বিকার ছাড়া থাকতেই পারে না। এই বিকার অনেকটা মাতা-পিতার উত্তরাধিকারের মতো। এখানে তোমরা রামের উত্তরাধিকার লাভ করছ। পবিত্রতার উত্তরাধিকার পাচ্ছ। ওখানে অপবিত্রতার কোনো ব্যাপারই নেই।

ভক্তরা বলে কৃষ্ণ ভগবান। তোমরা দেখাও যে তিনি ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ করেন। আরে, ভগবান তো নিরাকার। ওনার নাম হল শিব। বাবা কতই না ভালো ভাবে বোঝান। করুণাও হয়। তিনি তো দয়াময়, তাই না? ইনি খুবই ভালো এবং বুদ্ধিমান বাচ্চা। এনার মধ্যে একটা আকর্ষক ব্যাপার রয়েছে। যার মধ্যে জ্ঞান এবং যোগের শক্তি বেশি থাকবে, সে অন্যদেরকে আকৃষ্ট করবে। যে অনেক লেখা-পড়া জানা, তার জন্য ভালো বন্দোবস্ত হয়। যে লেখা পড়া জানে না, তার জন্য অত ভালো বন্দোবস্ত হয় না। এটা তো জানো যে এখন সকলেই অসুরি সম্প্রদায়। কিছুই বুঝতে পারে না। শিব আর শঙ্করের পার্থক্য তো একেবারে ক্লিয়ার। ওটা হল মূলবতন, আর এটা হল সূক্ষ্মবতন। সবকিছু একই হবে কিভাবে? এটা হল তমোপ্রধান দুনিয়া। এই আসুরিক সম্প্রদায়ে সবথেকে বড়ো শত্রু হল রাবণ। সে সবাইকে নিজের মতো বানিয়ে দেয়। বাবা এখন তোমাদেরকে নিজের সমান অর্থাৎ দৈবী সম্প্রদায় বানাচ্ছেন। ওখানে রাবণ থাকবে না। অর্ধেক কল্প ধরে তাকে পোড়ানো হয়। রামরাজ্য সত্যযুগেই হয়। গান্ধীজিও রামরাজ্য চাইতেন। কিন্তু এখানে কিভাবে সেই রামরাজ্য স্থাপন করা সম্ভব? ওরা তো কেউ আত্ম-অভিমानी হওয়ার শিক্ষা দিতেন না। কেবল সঙ্গমযুগেই বাবা এসে বলেন - আত্ম-অভিমानी হও। এটা হল উত্তম হওয়ার যুগ। বাবা কতই না ভালোবাসা সহকারে বোঝান। প্রত্যেক মুহূর্তে অনেক ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে - বাবা, তুমি তো কামাল করে দিয়েছ। আমরা কত পাথর বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলাম, আর তুমি সেই আমাদেরকেই কত উঁচু বানিয়ে দাও। তোমার শ্রীমং ছাড়া আর কারোর মত অনুসরণ করব না। অস্তিমে সবাই বলবে যে ব্রহ্মাকুমারীরা দৈবী মত অনুসারেই চলে। কত ভালো ভালো কথা শোনায়, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দেয়, চরিত্র শুদ্ধি করা হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দৃষ্টিকে শুদ্ধ করার জন্য কারোর নাম-রূপকে না দেখে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। নিজেকে আত্মা অনুভব করে, আত্মারূপী ভাইয়ের সাথে কথা বলতে হবে।

২) সকলের কাছে খাতির পাওয়ার জন্য জ্ঞান-যোগের শক্তি ধারণ করতে হবে। দিব্যগুণে সম্পন্ন হতে হবে। চরিত্র শুদ্ধির সেবা করতে হবে।

বরদান :- উৎসাহ-উদ্দীপনার দ্বারা বিশ্ব-কল্যাণের দায়িত্ব পালন করে অলসতা এবং অবহেলা থেকে মুক্ত হও

নুতন হও, কিংবা পুরাতন। ব্রাহ্মণ হওয়ার অর্থ হল বিশ্ব কল্যাণের দায়িত্ব নেওয়া। যখন কোনো দায়িত্বের ব্যাপার থাকে, তখন দ্রুতগতিতে সেটা সম্পূর্ণ করা হয়। দায়িত্ব না থাকলে অবহেলা করে। তাই দায়িত্ববোধ অবহেলা-অলসতাকে সমাপ্ত করে দেয়। যাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে, তারা কখনো ক্লান্ত হয় না। তারা নিজেদের চেহারা এবং চালচলন দ্বারা অন্যদের উৎসাহ-উদ্দীপনাও বাড়িয়ে দেয়।

স্লোগান :- যে সময় অনুসারে শক্তিগুলোকে ব্যবহার করে, সে-ই হল জ্ঞানী এবং যোগী আত্মা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা স্মরণে রাখো যে তুমি ব্রাহ্মণ, শীর্ষস্থানীয়, পুরুষোত্তম হতে থাকলে উৎফুল্ল থাকবে, নিজের সাথে নিজে কথা বলা শিখলে অপার খুশী থাকবে"

প্রশ্ন :- বাবার শরণে কারা আসতে পারে ? বাবা কাদের শরণ দেন?

উত্তর :- বাবার শরণে তারাই আসতে পারে যারা সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হয়। যাদের বুদ্ধি যোগ সব দিক থেকে ছিন্ন হয়ে যায়। মিত্র-পরিজন ইত্যাদির সাথে বুদ্ধির যোগ না থাকবে। বুদ্ধিতে থাকে আমার তো এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই। এরকম বাচ্চারাই সার্ভিস করতে পারে। বাবাও এরকম বাচ্চাদেরই শরণ দেন।

ওম্ শান্তি। ইনি হলেন আত্মাদের পিতা, টিচার, গুরু। এটা তো বাচ্চারা ভালো ভাবে বুঝে গেছে, দুনিয়া এই বিষয়টি জানে না। যদিও সন্ন্যাসীরা বলে শিবোহম্। তাহলেও এরকম বলবে না যে আমি হলাম বাপ, টিচার, সঙ্কর। তারা শুধু বলে শিবোহম্ (আমিই শিব) তত্বম্। পরমাত্মা সর্বব্যাপী হলে তো প্রত্যেকে বাবা টিচার সঙ্কর হয়ে যাবে। এরকম তো কেউ বুঝবেও না। মানুষ নিজেকে যে ভগবান, পরমাত্মা বলে সেটা তো একদমই ভুল। বাচ্চাদের বাবা যা বোঝান সেটা বুদ্ধিতে তো ধারণ করতে হয়। ওই পড়াতে কতো বিষয় থাকে, এরকম নয় সব সাবজেক্ট স্টুডেন্টের বুদ্ধিতে থাকে। এখানে বাবা যা পড়ান সেটা এক সেকেন্ডে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এসে যায়। তোমরা রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনাও। তোমরাই ত্রিকালদর্শী বা চক্রধারী হও। ওই শারীরিক পড়ার সাবজেক্ট সম্পূর্ণ আলাদা। তোমরা প্রমাণ করে ব্যাখ্যা দাও, সকলের সঙ্গতি দাতা এই এক বাবাই হন। সকল আত্মারা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। বলে ও গড ফাদার ! তো অবশ্যই বাবার থেকে উত্তরাধীকার প্রাপ্ত হয়। সেই উত্তরাধীকার হারিয়ে দুঃখের মধ্যে এসে পড়ে। এটা হল সুখ দুঃখের খেলা। এই সময় সবাই হল পতিত, দুঃখী। পবিত্র হলে অবশ্যই সুখ প্রাপ্ত হয়। সুখের দুনিয়া বাবা স্থাপন করেন। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা রাখতে হবে যে আমাদের বাবা বোঝাচ্ছেন, জ্ঞান-সম্পন্ন (নলেজফুল) এক বাবা-ই আছেন। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বাবা-ই দেন। আরও যে সব ধর্ম যা স্থাপনা হয়ে আছে তারা নিজেদের সময় মতো আসবে। এই কথা আর কারোর বুদ্ধিতে নেই। তোমাদের বাচ্চাদের জন্য বাবা এই অধ্যয়ন একদমই সহজ করেছেন। শুধু একটু বিস্তৃত ভাবে বোঝান। আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো তো তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। যোগের মহিমা অনেক। প্রাচীন যোগ ভারতের প্রখ্যাত আছে। কিন্তু যোগের মাধ্যমে লাভ কি হয়েছে, এটা কারোর জানা নেই। এটা হল গীতার সেই যোগ যা নিরাকার ভগবান শিখিয়ে চলেছেন। এছাড়া যে যোগ শেখানো হয় সেটা মানুষের, দেবতাদের কাছে তো যোগের ব্যাপারই নেই। এই হঠযোগ ইত্যাদি সব মানুষ শেখায়। দেবতারা না শেখে, আর না শেখায়। দৈবী দুনিয়াতে যোগের ব্যাপার নেই। যোগের দ্বারা সবাই পবিত্র হয়ে যায়। সেটা অবশ্যই এখানেই হবে। বাবা আসেনই সঙ্গমে নতুন দুনিয়া তৈরী করতে। এখন তোমরা পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়াতে বদলী হচ্ছে। এটা কাউকে বোঝানোটাই হল আশ্চর্যের(ওয়ান্ডার)। আমরা ব্রাহ্মণরা শীর্ষস্থানীয়, সত্যযুগ আর কলিযুগের মধ্যবর্তীতে হল ব্রাহ্মণের শিখর। একেই সঙ্গম যুগ বলা হয়, যেখানে তোমরা পুরুষোত্তম হয়ে উঠছে। এটা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে যে আমরা পুরুষোত্তম হতে থাকলে সর্বদা উৎফুল্ল থাকব। যত সার্ভিস করবে ততই উৎফুল্ল থাকবে। উপার্জন করতে আর করাতে হবে। যত প্রদর্শনীতে সার্ভিস করবে তো

যে শুনবে তার সুখ প্রাপ্ত হবে। নিজের আর অপরের কল্যাণ হবে। ছোট সেন্টারেও মুখ্য ৫-৬ চিত্র অবশ্যই দরকার। ওর উপর বোঝানো সহজ হয়। সারা দিন সেবা আর সেবা(সার্ভিস)। মিত্র পরিজনের কাছে কোন মোহের বন্ধনে আবদ্ধ হতে নেই। যা এই চোখের দ্বারা দেখছ সেই সবার বিনাশ হবে। আর যে সব দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখছ সেই সমস্ত স্বপনা হয়ে চলেছে। ঐরকম নিজের সাথে কথা বললে তোমরা পরিপক্ব হয়ে যাবে। অসীমের (বেহদের) বাবার সাথে মিলিত হওয়ার খুশী থাকা চাই। কেউ রাজার কাছে জন্ম নিলে কত গর্বিত হয়। তোমরা বাচ্চারা স্বর্গের মালিক হচ্ছ। প্রত্যেকেই নিজের জন্য পরিশ্রম করছ। বাবা শুধু বলেন কাম চিতার উপর বসে তোমরা কালো হয়ে গেছ। এখন জ্ঞান চিতার উপর বসলে সাদা(সুন্দর) হয়ে যাবে। বুদ্ধিতে এই চিন্তা চলতে থাকে, যদি অফিসেও কর্ম করতে থাক, তখনও স্মরণ করতে থাক। ঐরকম নয় যে সময় নেই। যেরকম সময় পাওয়া যায় আত্মীয় উপার্জন করো। কতো বড় এই উপার্জন! স্বাস্থ্য- সম্পদ (হেল্থ ওয়েল্থ) দুটো এক সাথে পাওয়া যায়। একটি কাহিনী আছে অর্জুন আর ভিলের(একলব্য)। ঐরকম গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে জ্ঞান-যোগের ভিতরে থাকে যারা তাদের থেকেও তীর গতিতে যেতে পারো। সমস্ত কিছু নির্ভর করে স্মরণের উপর। এখানে সবাই বসে পড়লে তবে সার্ভিস কি ভাবে করবে। রিফ্রেশ হয়ে সার্ভিসে যুক্ত হতে হবে। সার্ভিসের খেয়াল রাখতে হবে। বাবা তো প্রদর্শনীতে যেতে পারবেন না কারণ বাপদাদা দুজন একত্রিত ভাবে আছেন। বাবার(শিববাবার) আত্মা আর এনার (ব্রহ্মা বাবার) আত্মা একত্রিত আছে। এ হল বিস্ময়কর (ওয়ান্ডারফুল) যুগল। এই যুগলকে তোমরা বাচ্চারা ছাড়া কেউ জানতে পারে না। নিজেকে যুগল রূপে ভাবলেও আবার বলে আমি একাই হলাম বাবার হারানিধি বাচ্চা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখে খুব খুশী জাগে। আমার দ্বিতীয় জন্ম হল এটা, আমি গদিতে অবশ্যই বসব। তোমরাও রাজযোগ শিখছ, মূল লক্ষ্য বস্তু (এইম অবজেক্ট) সামনে উপস্থিত রয়েছে। ইনি তো খুব খুশী যে, আমি বাবার হারানিধি বাচ্চা! তবুও সদাকাল স্মরণ স্থির হয় না। অন্য দিকে মন চলে যায়। ড্রামার এরকম নিয়ম ('ল') নেই যে একদম স্মরণ স্থির হয়ে যাবে আর কোনো চিন্তা আসবে না। মায়ার তুফান স্মরণ করতে দেয় না। আমার জন্য খুব সহজ জানি, কারণ বাবা আমার মধ্যে প্রবেশ করেন। বাবার নম্বরওয়ান হারানিধি বাচ্চা আমি। প্রথম রাজকুমার হব, আবার স্মৃতি বিস্মৃত হবে। নানান কথা মাথায় আসতে থাকে। এ হল মায়ী। বাবার নিজের অনুভব আছে বলেই তো বাচ্চাদের বোঝাতে পারি। মনে এই নানান কথার আনাগোনা তখন বন্ধ হবে যখন কর্মজীবিত অবস্থা হবে। আত্মা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আবার এই শরীর থাকতে পারে না। শিববাবা তো সর্বদা পিওর আর পিওর। পতিত দুনিয়া আর পতিত শরীরে এসে পবিত্র করার ভূমিকাও এঁনারই (শিববাবার)। ড্রামাতে তিনিও বাঁধা রয়েছেন যে। তোমরা পবিত্র হয়ে গেলে আবার নতুন শরীর চাই। শিববাবার তো নিজস্ব শরীরই নেই। এই শরীরের আত্মার গুরুত্ব অনেক। ওঁনার এখানে কি আছে! উনি তো মুরলী চালিয়ে চলে যান। উনি(শিববাবা) হলেন ফ্রী। কখনো এখানে, কখনো ওখানে চলে যান। বাচ্চাদেরও ফিল হয় যে এই শিববাবা মুরলী চালাচ্ছেন। তোমরা বাচ্চারা বোঝো আমরা বাবাকে সাহায্য করার জন্য এই গডলী সার্ভিসের উপর দাঁড়িয়ে আছি। বাবা বলেন আমিও নিজের সুইট হোম ছেড়ে এসেছি। পরমধাম অর্থাৎ উর্ধ্ব থেকেও উর্ধ্ব হল মূলবতন। যদিও খেলা সমস্ত সৃষ্টির উপর চলে। তোমরা জানো এটা হল ওয়ান্ডারফুল খেলা। বাকী দুনিয়া তো হল এই একটাই।

এই দুনিয়ায় লোকেরা চাঁদে যাওয়ার প্রচেষ্টা করে, এটা তো সায়েন্সের বল হল। সাইন্সের বলের দ্বারা আমরা যখন সায়েন্সের উপর বিজয় প্রাপ্ত করি তখন সাইন্সও সুখদায়ী হয়ে যায়। এখানে

সাইন্স সুখও দেয় তো দুঃখও দেয়। ওখানে তো হলো সুখ আর সুখ। দুঃখের নামও নেই। ঐরকম কথা সারাদিন বুদ্ধিতে থাকতে হবে। বাবার কতো ভাবনা থাকে। বন্ধনযুক্তরা (বান্ধেলীরা) বিশ্বের জন্য কত মার খায়। কেউ আবার মোহের বশে আটকে পড়ে। দৃঢ় বুদ্ধি সম্পন্ন লোক তাড়াতাড়ি বলবে আমার অমৃত পান করতে হবে, এর জন্য নষ্টমোহ হতে হবে। পুরানো দুনিয়ার থেকে মন সরিয়ে নেওয়া চাই। এইরকম সার্ভিসেবল যারা, তারাই বাবার হৃদয়ে স্থান পেতে পারে। বাবা তাদের শরণ দেন। কন্যা পতির আশ্রয়ে যায়, তারা বিষ ছাড়া রাখে না। আবার বাবার আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু একদম নির্মোহী (নষ্টমোহা) হওয়া চাই। পতিরও পতিকে পেয়েছি আমরা, এখন তাঁর সাথে আমরা বুদ্ধি যোগ দ্বারাই যুক্ত হই। ব্যাস, আমার তো এক দ্বিতীয় কেউ নয়। যেমন কন্যার তার স্বামীর সাথে প্রীতি এসে যায়, এটা হল আত্মার প্রীতি পরমাত্মার সাথে। লৌকিক পতির থেকে দুঃখ মেলে, ঐনার (শিববাবার) থেকে সুখ মেলে। এটা হল সঙ্গম, একে কেউ জানে না। তোমাদের কত খুশী হওয়া উচিত। আমরা পাটনী বা বাগানের মালিককে পেয়েছি, যিনি আমাদের ফুলের বাগানে নিয়ে যান। এই সময় সব মানুষ কাঁটার মতো হয়ে পড়ে আছে। সব থেকে বড় কাঁটা হল কামনার। প্রথমে তোমরা নির্বিকারী ফুল ছিলে, ধীরে-ধীরে কলা কম হয়ে গেছে এখন তো বড় কাঁটা হয়ে গেছে। বাবাকে বাবুলনাথও বলা হয়। তোমরা জানো আসল নাম হল শিব। কাঁটাকে ফুল বানায় বলে বাবুলনাথ নাম রাখা হয়েছে। ভক্তি মার্গে অনেক নাম রেখেছে। বাস্তবে একটিই নাম হল শিব। রুদ্র জ্ঞান যন্ত বা শিব জ্ঞান যন্ত একই কথা হল। রুদ্র জ্ঞান যন্ত দ্বারা বিনাশ জ্বালা নির্গত হয় আর গ্রীকৃষ্ণপূরী অথবা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। তোমরা এই যন্ত দ্বারা মানুষ থেকে দেবতা হও। তারা সব অদ্ভুত অদ্ভুত চিত্রও তৈরী করে। বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মার নির্গমন। এই সব বিষয়ে তোমরা জানো যে, ব্রহ্মা সরস্বতীই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। তোমাদের এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণই ৮৪ জন্ম পরে ব্রহ্মা সরস্বতী হন। মানুষ তো এরকম কথা শুনে বিস্মিত হতে থাকে। জানার পরে আবার খুশীও হয়। কিন্তু মায়া কিছু কম নয়। কাম হল মহাশত্রু। মায়া নাম রূপে ফাঁসিয়ে নীচে ফেলে দেয়। বাবাকে স্মরণ করতে দেয় না। আবার সেই খুশী কম হয়ে যায়। এতে খুশী হতে নেই যে আমি অনেককে বোঝাচ্ছি, প্রথমে দেখতে হবে বাবাকে কতোটা স্মরণ করছি। রাত্রে বাবাকে স্মরণ করে ঘুমাই না ভুলে যাই। কোনো কোনো বাচ্চা তো নিয়মে বেশ পাকা।

তোমরা বাচ্চারা খুবই সৌভাগ্যশালী(লাকী)। বাবার উপর তো অনেক দায়িত্বের বোঝা। কিন্তু তবুও রথ বলে কিছুটা রেয়াৎ পান। জ্ঞান আর যোগও আছে। এর ব্যতীত লক্ষ্মী-নারায়ণ পদ কি ভাবে পাবে। খুশী তো থাকে, আমি একাই বাবার বাচ্চা এরপর আবার আমার প্রচুর বাচ্চা, এই নেশাও থাকে, তখন মায়া বিঘ্নও নিয়ে আসে। বাচ্চাদেরও মায়ার বিঘ্ন আসতে থাকে। অনেক দূর এগোলেই তবেই কর্মাতীত অবস্থা আসে। এখানে বাপদাদা দুজনে একত্রিত ভাবে আছেন। বলেন মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা...বাবা তো প্রেমের সাগর। এনার আত্মা একসাথে আছে। ইনিও (ব্রহ্মা বাবা) ভালোবাসেন। বোঝান যে রকম কর্ম আমি করব, আমাকে দেখে আরো সবাই করবে। ভীষণ মধুর থাকতে হবে। বাচ্চাদের অনেক বিচক্ষণ হতে হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মধ্যে দেখ কতো বিচক্ষণতা রয়েছে। বিচক্ষণতার দ্বারা বিশ্বের রাজ্য নিয়েছে। প্রদর্শনীর দ্বারা প্রজা তো অনেক হয়। ভারত অনেক বড়, এতো সার্ভিস করতে হবে। দ্বিতীয়ত, স্মরণে থেকে বিকর্মও বিনাশ করতে হবে। এটাই প্রধান চিন্তা হতে হবে যে, কীভাবে আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হব? এতে পরিশ্রম আছে। সেবার (সার্ভিসের) সুযোগ (চান্স) অনেক। ট্রেনে ব্যাজ পড়ে সার্ভিস করতে পারো। এই হলেন

বাবা আর এই হল অবিনাশী উত্তরাধিকার। বরাবর ৫ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। অবশ্যই এদের রাজ্যত্ব আবার আসা চাই। আমরা বাবার স্মরণে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হচ্ছি। টেনে অনেক সার্ভিস হতে পারে। এক কামরাতে সার্ভিস করে আবার দ্বিতীয়টায় যেতে হবে। এরকম সার্ভিস করে যারা, তারাই আসীন হয় হৃদয় সিংহাসনে। তাদের বলা, আমরা তোমাদের খুশীর খবর শোনাচ্ছি। তোমরা পূজ্য দেবতা ছিলে, আবার ৮৪ জন্ম নিয়ে পূজারী হয়েছ। এখন আবার পূজ্য হও। সিঁড়ির চিত্র বেশ ভালো, এর দ্বারাই সতো রজো তমো স্টেজ প্রমাণ করতে হবে। স্কুলে পরীক্ষা নিকটে এলে দ্রুত এগোনের প্রচেষ্টা থাকে। এখন এখানেও বোঝানো হয় যে, যারা সময় নষ্ট করেছে, তাদের দ্রুত গতিতে চলে সার্ভিসে যুক্ত হয়ে যাওয়া উচিত। সার্ভিসের নশ্বর তোলার সুযোগ অনেক। সার্ভিসেবল কন্যা অনেক উদ্ধৃত হওয়া চাই, যাদের কে বাবা যে কোন জায়গায় পাঠাবেন। মন্দিরে সার্ভিস ভালো হবে। দেবতা ধর্মের যারা শীঘ্রই বুঝে যাবে। গঙ্গা স্নানের উপরও তোমরা বোঝাতে পারো, এতে অবশ্যই মনে ধরবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর দুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঔনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) সদা উৎফুল্ল থাকার জন্য রুহানী সার্ভিস করতে হবে। নিজের আর অপরের কল্যাণ করতে হবে। টেনেও ব্যাজ পড়ে সার্ভিস করতে হবে।

২) পুরানো দুনিয়ার থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে। নষ্টমোহ হতে হবে, এক বাবার সাথে সত্যিকারের ভালোবাসা রাখতে হবে।

বরদান :- কর্ম আর যোগের ব্যালেন্স দ্বারা রেসিং এর অনুভবকারী কর্মযোগী ভব

কর্মযোগী অর্থাৎ প্রতিটি কর্ম যোগযুক্ত থেকে হবে । কর্মযোগী আত্মা সর্বদা কর্ম আর যোগের ব্যালেন্স রাখবে। কর্ম আর যোগের ব্যালেন্স হওয়ার জন্য প্রতিটি কর্মে বাবার দ্বারা রেসিংস প্রাপ্ত তো হবেই, এর সাথে সাথে যার সাথেই সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসবে, তার থেকেও আশীর্বাদ লাভ করবে। কেউ ভালো কাজ করলে অন্তর থেকে তার প্রতি আশীর্বাদ নির্গত হবে যে, খুব ভালো। খুব ভালো মানেই হল আশীর্বাদ।

শ্লোগান :- সেকেন্ডে সংকল্পকে স্টপ করার অভ্যাসই কর্মাতীত অবস্থাকে নিকটবর্তী করবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শিব-জয়ন্তীতে তোমরা সকলকে অত্যন্ত আড়ম্বর(ধুমধাম করে) সহকারে নিরাকার বাবার বায়োগ্রাফী (জীবনী) শোনাও, এই শিব-জয়ন্তীই হল হীরে তুল্য"

প্রশ্ন :- তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সত্যিকারের দীপাবলী কখন এবং কিভাবে হয়?

উত্তর :- বাস্তবে শিব-জয়ন্তীই হল তোমাদের সত্যিকারের দীপাবলী, কারণ শিববাবা এসে তোমাদের আত্মা-রূপী প্রদীপদের জাগ্রত করেন । প্রত্যেকের ঘরের প্রদীপ জ্বলে ওঠে অর্থাৎ আত্মার জ্যোতি জাগ্রিত হয়। ওরা স্থূল প্রদীপ জ্বালায় কিন্তু তোমাদের সত্যিকারের প্রদীপ শিববাবা এলেই জাগ্রত হয় তাই তোমরা অত্যন্ত ধুমধাম করে শিব-জয়ন্তী পালন কর।

ওম শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা শিবের জয়ন্তী) পালন করে আর ভারতেই শিব-জয়ন্তী পালিত হয়। জয়ন্তী তো একজনেরই পালন করা হয়। আবার তাঁকে সর্বব্যাপীও বলে দেয়। এখন সকলের তো জয়ন্তী পালন হতে পারে না। জয়ন্তী কখন পালন করা হয় ? যখন গর্ভ থেকে জন্ম নিয়ে বাইরে আসে। শিব-জয়ন্তী তো অবশ্যই পালন করা হয়। আর্য সমাজের অনুগামীরাও পালন করে। এখন তোমরা ৮৩-তম জয়ন্তী পালন কর, অর্থাৎ ৮৩-তম বর্ষ হয়েছে এই জয়ন্তীর। জন্মদিন তো সকলেরই স্মরণে থাকে, অমুক দিন এ গর্ভ থেকে বেরিয়েছে (জন্ম নিয়েছে)। এখন তোমরা শিববাবার ৮৩-তম জয়ন্তী পালন কর। তিনি হলেন নিরাকার, তাঁর জয়ন্তী কিভাবে হতে পারে? এত বড় বড়(গণ্যমান্য) মানুষের কাছে নিমন্ত্রণ পত্র যায়। কারও তো জিজ্ঞাসা করা উচিত -- তাঁর জন্মদিন কিভাবে পালন কর ? তিনি কবে আর কিভাবে জন্ম নিয়েছেন ? তাঁর শরীরের নাম কি ? কিন্তু এমন

প্রস্তুতবুদ্ধি সম্পন্ন যে কখনও কেউ জিজ্ঞাসাই করে না। তোমরা তাদের বলতে পার যে -- তিনি হলেন নিরাকার, ঐনার নাম শিব। বাচ্চারা, তোমরা হলে সালিগ্রাম। তোমরা জানো যে এই শরীরে সালিগ্রাম(আত্মা) রয়েছে। নাম তো শরীরের রাখা হয়। তিনি হলেন পরমাত্মা শিব। এখন তোমরা কত ধুমধাম করে প্রোগ্রাম কর। দিন-প্রতিদিন তোমরা ধুমধাম করে বোঝাও যে যখন ব্রহ্মার শরীরে শিববাবা প্রবেশ করেন, তখনই স্মরণ করা হয় তাঁর জয়ন্তীকে। তাঁর জয়ন্তীর কোনো তিথি, তারিখ নেই। তিনি বলেন, আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। কিন্তু কবে, কোন্ সময়ে তা বলি না। তিথি-তারিখ, দিন ইত্যাদি যদি বলি তবে বলতে হবে যে অমুক তারিখ। তাঁর জন্মপত্রিকা তো হয় না। বাস্তবে জন্মপত্রিকা তো সর্বাপেক্ষা উচ্চ একমাত্র তাঁরই। ঐনার কর্তব্যই সর্বাপেক্ষা উচ্চ। বলাও হয় যে, প্রভু তোমার মহিমা অপরম অপার। তাহলে অবশ্যই কিছু করে থাকেন। মহিমা তো অনেকেরই গায়ন করা হয়। নেহেরু, গান্ধী ইত্যাদি সকলেরই মহিমা কীর্তিত হয়। কিন্তু ঐনার মহিমা কেউ-ই বলতে পারে না। তোমরা বোঝাও যে তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর। তিনি হলেন অদ্বিতীয়(এক), তাই না। তবে তাঁকে আবার সর্বব্যাপী কিভাবে বলা যেতে পারে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না। আর তোমরা পালন কর কিন্তু কেউ জিজ্ঞাসা করার সাহসও করতে পারে না। তা নাহলে তো জিজ্ঞাসা করা উচিত যে শিব-জয়ন্তী পালন করা হয়, মহিমা কীর্তন করা হয় তাহলে তো অবশ্যই কেউ এসে আবার চলে গেছে। ভক্ত তো অনেক। যদি গভর্নমেন্ট না মানত(বিশ্বাস করা) তবে তো ভক্তদের, সাধুদের, গুরুদের স্ট্যাম্প বানাত না। যেমন সরকার তেমনই প্রজা। বাচ্চারা, তোমরা তো এখন বাবার বায়োগ্রাফিও ভালভাবে জেনে গেছ। তোমরা যতটা

গর্ববোধ(ফকুর) কর ততটা আর কারও হতে পারে না। তোমরাই বল যে শিব-জয়ন্তী হল হীরে-তুল্য। বাকী আর সব জয়ন্তী হল কড়ি-তুল্য। বাবা-ই এসে কড়ি থেকে হীরে-তুল্য বানান। গ্রীকৃষ্ণও বাবার দ্বারাই এতো উচ্চাসনে বসেছেন, তাই তাঁর হীরে-তুল্য জন্মের গায়ন করা হয়। প্রথমে কড়ি-তুল্য ছিল পরে বাবা এসে হীরে-তুল্য বানান। মানুষ একথা জানে না। কৃষ্ণকে এমন পৃথিবীর(সত্যযুগী দুনিয়া) প্রিন্স কে বানিয়েছেন ? তাহলে এ কথাও বোঝান উচিত যে -- কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন করা হয়। শিশু তো মাতৃ-গর্ভ থেকে জন্মলাভ করেছে। তাঁকে আবার ঝুড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন কথা হল, কৃষ্ণ তো বিশ্বের প্রিন্স, তাঁর আবার ভয় কিসের ? ওখানে কংস ইত্যাদি কোথা থেকে আসবে ? এই সমস্ত কথা শান্ত্রে লেখা রয়েছে। এখন তোমাদের ভাল করে বোঝাতে হবে। অত্যন্ত ভালভাবে বোঝানোর মতো যুক্তি চাই। সবাই একই রকমভাবে পড়াতে পারে না। যুক্তিযুক্তভাবে বোঝাতে না পারলে আরও ডিস-সার্ভিস(অহিতকর) হয়ে যায়।

এখন শিব-জয়ন্তী যখন পালন করা হয় তখন শিবের মহিমাই করা হবে। গান্ধী-জয়ন্তীতে গান্ধীর মহিমা করা হবে। এছাড়া আর কিছু বুদ্ধিতে আসবে না। এখন শিব-জয়ন্তী যখন তোমরা পালন কর তাহলে অবশ্যই তাঁর মহিমা, তাঁর বায়োগ্রাফি বা জীবন-চরিতও থাকবে। তোমরা সেইদিন ঔনার জীবন-চরিতই বসে শোনাও। যেমন বাবা বলেন, লোকে তো জিজ্ঞাসাও করে না যে শিবরাত্রি কিভাবে শুরু হয়েছে। এর কোনো বর্ণনাও নেই। ঔনার মহিমা তো অসীম, এর গায়নও রয়েছে। শিববাবাকে ভোলানাথ বলে, তাঁর অনেক মহিমা করে। তিনি হলেন ভোলা ভান্ডারী। ওরা(অজ্ঞানী) তো শিব আর শঙ্করকে এক বলে দেয়। আর তাই শঙ্করকে ভোলানাথ মনে করে। বাস্তবে ভোলানাথকে শঙ্কর তো মনে হয় না। ঔনার উদ্দেশ্যেই একথা বলা হয় যে তিনি চোখ খুললেই বিনাশ শুরু হয়, ধূতরা ফল খায়, তবে তাঁকে ভোলানাথ কী করে বলা যেতে পারে। মহিমা তো একজনেরই হয়। তোমাদের শিবের মন্দিরে গিয়ে বোঝানো উচিত । সেখানে অনেক লোক আসে তাই সেখানে শিবের জীবন চরিত্র শোনাতে হবে। বলাও হয় যে, ভোলা-ভান্ডারী শিববাবা। এখন শিব ও শঙ্করের প্রভেদও তোমরাই সকলকে জানিয়েছ। শিবের আরাধনা হয় শিব মন্দিরে, তাই সেখানে গিয়ে তোমাদের শিবের জীবন কাহিনীর বর্ণনা করতে হবে। জীবন-কাহিনী -- এই শব্দটি শুনে কারোর তো মাথাও ঘুরে যাবে যে শিবের জীবন কাহিনী কিভাবে শোনাতে হবে ? তাই আশ্চর্যজনক কথা মনে করে অনেক মানুষই আসবে। তাদের বল, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যারা আসবে তাদের আমরা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার জীবন-কাহিনী শোনাব। গান্ধী প্রমুখদের বায়োগ্রাফীও তো শোনো, তাই না। তোমরা এখন যখন শিবের মহিমা করবে তখন মানুষের বুদ্ধি থেকে সর্বব্যাপীর বিষয়টি চলে(উড়ে) যাবে। একের মহিমা অন্যের সাথে মিলতে পারে না। এই যে মন্ডপ বানানো হয় বা প্রদর্শনী করা হয়, সেগুলি তো কোনো শিবের মন্দির নয়। তোমরা জানো যে, বাস্তবে শিবের মন্দির হল এখানেই, যেখানে রচয়িতা স্বয়ং বসে রচয়িতা এবং রচনার আদি, মধ্য, অন্তের রহস্য বোঝান। তোমরা লিখতে পার যে রচয়িতার জীবন-কাহিনী আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য অথবা হিস্ট্রি শোনাব। হিন্দী-ইংরেজি দুই-এই লেখো। বড়-বড়দের(গন্যমান্য) কাছে গেলে তারা আশ্চর্য হয়ে যাবে যে এরা কারা, যারা পরমপিতা পরমাত্মার বায়োগ্রাফি বলে দেয়। শুধু যদি রচনার কথা তোমরা বল তাহলে তারা এটাই বুঝবে যে প্রলয় হয়েছিল তারপর আবার নতুন দুনিয়া রচিত হয়েছে। কিন্তু না, তোমাদের তো বোঝাতে হবে যে বাবা পতিতদের এসে পবিত্র বানান তবেই তো মানুষ অবাক হয়ে যাবে। শিবের মন্দিরেও অনেকে আসবে। হল বা মন্ডপ বড় হওয়া চাই। তোমরা যদি প্রভাত ফেরী বের কর, তারমধ্যেও কিন্তু এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য কে স্থাপন করেছে,

তা বোঝাতে হবে। নিরাকার শিববাবা যিনি সকল আত্মাদের পিতা, তিনিই এসে রাজযোগ শেখান। এই সমস্ত বিষয়েই বিচার সাগর মন্থন করা উচিত যে কিভাবে শিবের মন্দিরে গিয়ে আমাদের সার্ভিস করা উচিত । শিবের মন্দিরে ভোর বেলায় পূজা হয়, ঘন্টা ইত্যাদিও প্রভাতেই বাজে। শিববাবাও প্রভাতেই আসেন। তিনি মধ্যরাতে আসেন না। সেইসময় তোমরা জ্ঞান শোনাতেও পারবে না কারণ মানুষ তখন ঘুমিয়ে থাকে। রাতে তাও মানুষের অবসর থাকে, লাইটও জ্বলে। আলোকসজ্জাও ভালভাবে করা উচিত । শিববাবা এসে তোমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের জাগান। সত্যিকারের দীপাবলী তো এটাই, প্রত্যেকের ঘরে দীপ জ্বলে অর্থাৎ আত্ম-জ্যোতি জাগান। ওরা(অজ্ঞানী) তো ঘরে স্থূল প্রদীপ জ্বালায়। কিন্তু বাস্তবে দীপাবলীর অর্থ হল এটাই । কারো-কারো দীপ তো একদমই জাগরিত হয় না। একমাত্র তোমরাই জানো যে আমাদের প্রদীপ কিভাবে প্রজ্জ্বলিত হয় ? যখন কেউ মারা যায় তখন প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে যাতে অন্ধকার না হয়। কিন্তু সর্বাগ্রে আত্ম-দীপ তো জাগ্রত হোক, তবেই তো আর অন্ধকার হবে না। তা নাহলে মানুষ তো এখন ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। আত্মা তো সেকেন্ডে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। এতে অন্ধকার ইত্যাদির তো কোনো ব্যাপার নেই। এ হল ভক্তিমার্গের নিয়ম। মৃত নিঃশেষ হলেই প্রদীপ নিভে যায়। অন্ধকারের অর্থও কিছু বুঝতে পারে না। পূর্বপুরুষ ইত্যাদিদের খাওয়ানোরও অর্থ কি, তা বোঝে না। পূর্বে আত্মাদের আহ্বান করা হত, কিছু প্রশ্ন করা হত। এখন এসব করা হয়না। এখানেও আসে, কোনো-কোনো সময় কিছু বলেও দেয়। যদি তাকে বলে যে, তুমি সুখী তো ? তাহলে বলে যে, আশ্চর্য্য হ্যাঁ। এখান থেকে যারা যাবে তারা তো অবশ্যই ভাল ঘরে জন্ম নেবে। জন্ম অবশ্যই অজ্ঞানীর ঘরেই নেবে। জ্ঞানীর ঘরে তো জন্ম নেবে না, কারণ জ্ঞানী ব্রাহ্মণ তো বিকারে যেতে পারে না। সে তো পবিত্র। বাকী হ্যাঁ, ভাল সুখী পরিবারে গিয়ে জন্ম নেবে। যুক্তি হল এই যে -- যেমন অবস্থা তেমন জন্ম। সেখানে গিয়েও আবার নিজের স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়। যদিও শরীর ছোট তাই বলতে পারে না। একটু বড় হওয়ার পর অবশ্যই জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ ছড়াবে। যেমন কেউ-কেউ শাস্ত্রের সংস্কার নিয়ে যায় আর ছোট থেকে তাতেই ব্যস্ত হয়ে যায়, এখান থেকেও নলেজ নিয়ে গেলে তাদের মহিমা প্রচারিত হবেই।

তোমরা শিব-জয়ন্তী পালন কর। ওরা(অজ্ঞানী ব্যক্তি) এর অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। জিজ্ঞাসা করা উচিত -- যদি তিনি সর্বব্যাপী হন তবে তাঁর জয়ন্তী কিভাবে পালন করবে ? বাচ্চারা, এখন তোমরা পড়াশোনা করছ। তোমরা জানো যে, তিনি পিতাও, শিক্ষকও আবার সতগুরুও। বাবা বুঝিয়েছেন যে শিখ ধর্মাবলম্বীরাও বলে যে, সত্য শ্রী হলেন অকালমূর্ত(সত্য শ্রী অকাল)। বাস্তবে অকালমূর্তি তো সর্ব আত্মাই। কিন্তু এক শরীর ছেড়ে অন্য ধারণ করে তাই একেই জন্ম-মৃত্যু বলে। আত্মা তো সেই একই থাকে, আত্মা ৮৪ জন্ম নেয়। কল্প যখন সম্পূর্ণ হয় তখন পরমাত্মা স্বয়ং এসে বলেন যে, আমি কে ? আমি কিভাবে এঁনার মধ্যে প্রবেশ করি ? যা তোমরা নিজে-নিজেই বুঝে যাও। প্রথমে বুঝতে না। হ্যাঁ, পরমাত্মা প্রবেশ করেছেন, কিন্তু কিভাবে, কখন, কিছু কি বুঝতে পারতে ? না পারতে না। প্রতিদিন শুনতে শুনতে তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা আসতে থাকে। নতুন-নতুন কথা তোমরা শুনতে থাকো। পূর্বে দুই পিতার রহস্যকে কি তোমরা বোঝাতে ? না বোঝাতে না। পূর্বে তো তোমরা যেন বেবী ছিলে। এখনও অনেকে বলে -- বাবা, আমি তো তোমার দুই দিনের বাচ্চা। আমরা এত দিনের বাচ্চা। মনে করে যে, যা কিছুই হয় তা কল্প-পূর্বের মতোই। এ হল অনেক বড় জ্ঞান। বুঝতেও সময় লাগে। জন্ম(অলৌকিক) নিয়ে আবার মৃত্যুও হয়ে যায়। দুই মাস, ৮ মাসের হয়ে মরেও যায়(ছেড়ে চলে যায়) । তোমাদের নিকটে এসে বলেও যে এটাই

সঠিক। উনি হলেন আমাদের পিতা আর আমরা হলাম ওঁনার সন্তান। তারা হ্যাঁ-হ্যাঁ(ঠিক-ঠিক) বলে। বাচ্চারা বলেও যে -- তারা অনেক প্রভাবিত হয়ে যায়। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে সব শেষ, মৃত্যু। আর আসেই না। তাহলে কি হবে? হয় পরে এসে রিফ্রেশ হবে অথবা প্রজাকুলে আসবে। এইসব কথা বোঝাতে হবে। আমরা শিব-জয়ন্তী কিভাবে পালন করি? শিববাবা কিভাবে সঙ্গতি করেন? শিববাবা স্বর্গের উপহার নিয়ে আসেন। স্বয়ং বলেন যে, আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। বিশ্বের মালিক বানাই। বাবাই হলেন হেভেনের রচয়িতা, তাহলে তিনি অবশ্যই আমাদের হেভেনের মালিক বানাবেন। আমরা ওঁনার বায়োগ্রাফি বলি। কিভাবে স্বর্গের স্থাপনা করেন, কিভাবে রাজযোগ শেখান, তোমরা এসে শেখো। যেভাবে বাবা বোঝান, সেভাবে কি বাচ্চারা বোঝাতে পারে না? এরজন্য অত্যন্ত সুদক্ষ বাচ্চা চাই। শিবমন্দিরে খুব ভালভাবে উৎসব পালিত হয়, তোমাদের সেখানে গিয়ে বোঝান উচিত। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে যদি শিবের জীবন কাহিনী শোনাও তবে কারও তা যুক্তি-যুক্ত মনে হবে না। কেউ মনোযোগ সহকারে শুনবেও না। তখন আবার তাদের বুদ্ধিতে ভাল করে তা বসাতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে অনেকে আসে। তাদেরকে লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণের রহস্য বোঝাতে পারো। ওঁনাদের আলাদা-আলাদা মন্দির হওয়া উচিত নয়। কৃষ্ণ-জয়ন্তীতে তোমরা কৃষ্ণের মন্দিরে গিয়ে বোঝাবে --- কৃষ্ণ-কেই গৌর বর্ণের আবার কৃষ্ণ-কেই শ্যাম বলা হয় কিন্তু কেন? ওরা বলে গ্রামের ছেলে। গ্রাম্য যখন, তখন নিশ্চয়ই গরু-ছাগল চড়াবে, তাই না। বাবা(ব্রহ্মা) অনুভব করেন যে আমিও গ্রামেরই ছিলাম। না ছিল টুপি, না জুতো। এখন স্মৃতিতে আসে যে আমি কি ছিলাম, পরে কিভাবে বাবা এসে প্রবেশ করেন। তাই, সকলেই বাবার থেকে এই লক্ষ্য (এইম) পেয়েছে যে বাবাকে স্মরণ কর, তিনিই সকলের সঙ্গতি দাতা। তোমরা রামচন্দ্রের জীবন কাহিনীও বলতে পারো। কখন থেকে ওঁনার রাজত্ব শুরু হয়েছে, কত বর্ষ হয়েছে। এমন-এমন বিচার(খেয়াল) আসা উচিত। শিব-মন্দিরে শিবের বায়োগ্রাফী শোনাতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমা করতে হবে। রামের মন্দিরে গেলে রামের জীবন কাহিনী শোনাতে হবে। এখন তোমরা দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করার পুরুষার্থ করছ। হিন্দু ধর্ম তো কেউ স্থাপন করে নি। এছাড়া হিন্দু কোনো ধর্মও নয় -- একথা সরাসরি বললে রুষ্ট হবে। মনে করবে এ কোনো খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী। তোমরা বল আমরা হলাম আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের, যাকে আজকাল সকলেই হিন্দুধর্ম বলে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ধুমধাম করে শিব-জয়ন্তী পালন কর। শিববাবার মন্দিরে গিয়ে শিবের আর লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণের বা রাধা-কৃষ্ণের বায়োগ্রাফী(জীবনী) শোনাও, সবাইকে যুক্তিযুক্তভাবে বোঝাও।

২) অস্ত্রান্তর অন্ধকার থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য জ্ঞান ঘৃত দ্বারা আত্মা-রূপী প্রদীপকে সদা প্রজ্বলিত রাখতে হবে। অন্যদেরও অস্ত্রান্তর অন্ধকার থেকে বের করে আনতে হবে।

বরদান :- শ্রেষ্ঠ স্মৃতি দ্বারা শ্রেষ্ঠ স্থিতি (অবস্থা) এবং শ্রেষ্ঠ বায়ুমন্ডল তৈরী করে সকলের সহযোগী ভব

বিস্তার:- যোগের অর্থ হল শ্রেষ্ঠ স্মৃতিতে থাকা। আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা শ্রেষ্ঠ পিতার সন্তান, যখন এমন স্মৃতি থাকে তখন স্থিতিও শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। শ্রেষ্ঠ স্থিতি দ্বারা শ্রেষ্ঠ বায়ুমন্ডল স্বততঃই তৈরী হয়ে যায়, যা অনেক আত্মাদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। যেখানেই তোমরা অর্থাৎ আত্মারা যোগযুক্ত হয়ে কর্ম করো সেখানকার বাতাবরণ, বায়ুমন্ডল অন্যদেরও সহযোগিতা করে। এমন সহযোগী আত্মারা বাবার কাছে এবং বিশ্বের কাছে অতি প্রিয় হয়ে যায়।

স্লোগান :- অচল স্থিতির আসনে আসীন(বসা) হলেই রাজ্য-সিংহাসন প্রাপ্ত হবে।

রুহানী বিচিত্র মেলায় সর্ব খাজানার প্রাপ্তি

আজ বাপদাদা বাচ্চাদের মিলনের আকর্ষণ লক্ষ্য করছেন। দূর-দূরান্ত থেকে সবাই কেন এসেছে ? মিলন উদযাপনের জন্য অর্থাৎ মেলাতে এসেছে। রুহানী এই মেলা বিচিত্র মেলা। এই মেলার মিলনও বিচিত্র, বিচিত্র আত্মারা বিচিত্র বাবার সাথে মিলিত হয়। এই মেলা সাগর আর নদীর। এই মেলা ঈশ্বরীয় পরিবারের মিলন মেলা। এক বারের এই মেলা অনেকবারের সর্বপ্রাপ্তি লাভ করায় তোমাদের। এই মেলায় খোলা ভান্ডার আর খোলা ধন ভান্ডার (খাজানা) আছে। যার যেমন ধনসম্পদ প্রয়োজন, যতটা প্রয়োজন ততটা বিনামূল্যে, অধিকারের সাথে নিতে পারো। লটারীও আছে। তোমরা যত চাও ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ লটারী নিতে

পারো। এটা সেইরকম নয় যে এখন লটারীর টিকিট কিনলে আর পরে নম্বর বার হবে ! তুমি এখন যা চাও, যত লম্বা করে তোমার ভাগ্যের রেখা টানতে চাও, দৃঢ় সঙ্কল্পের সাথে তা টানতে পারো। সেকেন্ডে লটারী নিতে পারো। এই মেলায় অনেক জন্মের জন্য রাজ্য পদের অধিকার নিতে পারো অর্থাৎ এই মেলায় তুমি রাজযোগী তথা জন্ম-জন্মের বিশ্ব-রাজ হতে পারো। তোমার যতটা প্রাপ্তির সীট চাই, সেই হিসেবে তুমি সীট বুক করতে পারো। এই মেলায় সকলেরই এক বিশেষ গোল্ডেন চান্সও লাভ হয়। সেই গোল্ডেন চান্স হলো - "অন্তর্মন থেকে বলো, আমার বাবা আর বাবার হৃদয় সিংহাসনাসীন হও"। এই মেলায় এক বিশেষ গিস্টও পাওয়া যায়, সেই গিস্ট হলো - "ছোট, সুখী আর সম্পন্ন সংসার"। যে সংসারে তুমি যা চাও সবসময় তা প্রাপ্ত করতে পারো। সেই ছোট সংসার বাবাতাই। এই সংসারে যারা থাকে সদাই প্রাপ্তির, খুশির অলৌকিক দোলায় দোলে। যারা এই সংসারে সদাসর্বদা থাকে, দেহ-মাটির পঙ্কিল ভাবের উর্ধ্বে তারা ফরিস্তা হয়ে উড়তি কলায় প্রতিনিয়ত উড়তে থাকে। তারা সদা রত্নরাজির সাথে খেলে, সদা পরমাত্ম-সাহচর্য অনুভব করে - আমি তোমার সাথে খাই, তোমার থেকেই শুনি, তোমাকেই বলি, তোমার সাথে সর্ব সম্বন্ধের দায়িত্ব পালন করি, তোমারই শ্রীমং অনুসারে, তোমারই আশ্রায় পদক্ষেপ করি . . . তারা নিরন্তর উৎসাহ-উদ্দীপনার, খুশির এই গীত গাইতে থাকে। এই মিলন মেলায় এমনই এক সংসার প্রাপ্ত হয়। এটা এমনই এক শ্রেষ্ঠ মেলা যেখানে তোমরা বাবাকে পাও, তোমাদের সংসার খুঁজে পাও। তাহলে, তোমরা এইরকম মেলাতে এসেছ, তাই না ! এমন না হয় যে মেলা দেখতে দেখতে শুধু একটা প্রাপ্তিতে এমন মগ্ন হয়ে গেলে যাতে সর্বপ্রাপ্তি ব্রষ্ট হয় ! এই রুহানী মেলায় সর্বপ্রাপ্তি ক'রে যেও। অনেক কিছুর প্রাপ্তি হয়েছে, এমন খুশিতে আবেগময় হয়ে চলে যাবে, এমনটা যেন ক'রনা ! সবকিছু প্রাপ্ত ক'রে যেও। এখনই চেক করো, মেলার সর্বপ্রাপ্তি হয়েছে কিনা ! ভান্ডার যখন খোলা তখন সম্পন্ন হয়েই যাও। পরে ওখানে ফিরে গিয়ে এমন ব'লনা যে এটাও আমার করার ছিল ; আমি যতটা করতে পারতাম তা করিনি। এইরকম তো তোমরা বলবে না, তাই না ? সুতরাং বুঝেছ তোমরা, এই মেলার মহত্ব ? মিলনোৎসব পালন করা অর্থাৎ মহান হওয়া। শুধুই আসা আর যাওয়া নয়, বরং সম্পন্ন প্রাপ্তির প্রতিরূপ হতে হবে। এইরকম মেলা উদযাপন করেছ ? নিমিত্ত সেবাধারী কি ভাবছ ? বৃদ্ধি, বিধিকেও চেষ্টা করে। বৃদ্ধিও যেমন অপরিহার্য, তেমনই সকল বিধির সাথে সম্পন্ন আর সন্তুষ্ট থাকাও অতি আবশ্যিক। এখন তো তবুও বাবা আর বাচ্চার সম্বন্ধে মিলিত হচ্ছ, তোমরা কাছে আস। পরে শুধু পলকমাত্র দর্শন থেকে যাবে। আচ্ছা -

যারা রুহানী মেলা উদযাপন করে, সর্বপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করে, সদা সুখময় সংসার আপন করে নেয়, সদা প্রাপ্তির, খুশির গীত গায়, এইরকম সদা শ্রেষ্ঠ মতে চলে, সেই আশুকারী সুযোগ্য বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

টিচারদের সাথে :- তোমরা সদা স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স বজায় রাখ এবং বাবার থেকে সর্বদা ব্লেসিংস লাভ কর । যেখানে ব্যালেন্স আছে, সেখানে বাবা দ্বারা শুধু স্বতঃই শুভ কামনাই লাভ করনা, বরং বরদান প্রাপ্ত কর । যেখানে ব্যালেন্স নেই, সেখানে বরদানও নেই আর যেখানে বরদান নেই সেখানে পরিশ্রম তো তোমাকে করতেই হবে । বরদান লাভ হওয়া অর্থাৎ সর্বপ্রাপ্তি সহজে প্রাপ্ত হচ্ছে । এইরকম বরদান প্রাপ্তকারী সেবাদারী তোমরা, তাই না ! সদা এক বাবা, একরস স্থিতি অর্থাৎ একের গভীরে নিমজ্জিত থেকে, একমত হয়ে চলো তোমরা । তোমরা এমনই গ্রুপ, তাই না ! যখন তোমরা একের মত অনুসরণ করে চল, তখন সেখানে সদা সাফল্য বিদ্যমান । সুতরাং প্রতি পদে বাবার থেকে তোমরা সদা ব্লেসিং প্রাপ্ত কর । তোমরা এইরকমই প্রকৃত সেবাদারী । সবসময় নিজেদের তোমরা ডবল লাইট মনে করে সেবা করতে থাক । যত হালকা থাকবে, সেবাতে ততই হালকাভাবে বজায় থাকবে । আর সেবাতে যত হালকাভাবে আসবে, ততই তোমরা সকলে সহজভাবে উড়বে এবং উড়াবে । ডবল লাইট হয়ে সেবা করা, স্মরণে থেকে সেবা করা - এটাই সাফল্যের আধার । সেই সেবার প্রত্যক্ষ ফল অবশ্যই লাভ হয় ।

গ্রুপের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ

সঙ্গমযুগ সদা সর্বপ্রাপ্তি লাভ করার যুগ । সঙ্গমযুগ শ্রেষ্ঠ হওয়ার আর শ্রেষ্ঠ বানানোর যুগ । এইরকম যুগে পার্ট অভিনয় করে আত্মারা কত শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছে ! সুতরাং তোমাদের এই স্মৃতি সদা থাকে যে তোমরা সঙ্গমযুগী শ্রেষ্ঠ আত্মা ? সর্বপ্রাপ্তির অনুভব হয় তোমাদের ? বাবার থেকে যা প্রাপ্তি হয়, সেই প্রাপ্তির আধারে সবসময় নিজেকে সম্পন্ন, পরিপূর্ণ আত্মা মনে হয় ? এত পরিপূর্ণ হও যা দিয়ে নিজেকে প্রতিপালন কর আর অন্যকেও বিতরণ কর । বাবার জন্য যেমন বলা হয় যে তাঁর ভান্ডার পরিপূর্ণ, সেইরকম তোমরা সব বাচ্চারও ভান্ডার সদা পরিপূর্ণ । কখনও শূন্য হতে পারে না । তুমি অন্যকে যত দেবে, সেই অনুযায়ী ততই বেড়ে যাবে । যা সঙ্গমযুগের বিশেষত্ব তা তোমাদেরও বিশেষত্ব । তোমরা সঙ্গমযুগী সর্বপ্রাপ্তিস্বরূপ আত্মা, এই স্মৃতি বজায় রাখ । সঙ্গমযুগ পুরুষোত্তম যুগ, এই যুগে যারা পার্ট অভিনয় করে তারাও তো তবে পুরুষোত্তমই হ'ল, তাই না ! দুনিয়ার সকল আত্মা তোমাদের তুলনায় সাধারণ, তোমরা অলৌকিক এবং অনুপম আত্মা । তারা অশুভাচারী অর্থাৎ গুণান পায়নি, তোমরা গুণানী । তারা শূদ্র, তোমরা ব্রাহ্মণ । তারা দুঃখধামের অন্তর্গত, তোমরা সঙ্গমযুগের । সঙ্গমযুগও সুখধাম । কতরকম দুঃখ থেকে তোমরা বেঁচে গেছ । এখন তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখতে পাচ্ছ, দুনিয়া কতরকমভাবে দুঃখী আর তাদের তুলনায় তোমরা কত সুখী । বৈসাদৃশ্য তোমরা বুঝতে পার, নয় কি ? সদা পুরুষোত্তম যুগের পুরুষোত্তম আত্মা তোমরা, সুতরাং এই স্মৃতি বজায় রাখ । যদি তোমাদের সুখ না থাকে, মহত্ব না থাকে, তবে জীবনও নেই !

সদা স্মরণের খুশিতে থাক, তাই না ? খুশিই সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ আর রোগের প্রতিকারক । এই খুশির ঔষধি আর আশীর্বাদ নিরন্তর নিতে থাক, পরে, সদা খুশি থাকার কারণে শরীরের হিসেব-নিকেশও তোমাকে নিজের দিকে টানবে না । তোমরা স্বতন্ত্র এবং ঘনিষ্ঠ হয়ে শরীরের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দেবে । যতবড় কর্মভোগ হোক না কেন, সেটাও শূল থেকে কাঁটায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে,

কোনও বড় বিষয় বলে মনে হবে না। তোমাদের এই প্রত্যয় জন্মেছে যে এই সবই হিসেবনিকেশ, সুতরাং যারা খুশির সাথে তাদের হিসেবনিকেশ চুকিয়ে দেয়, তাদের জন্য সবকিছু সহজ হয়ে যায়। অঞ্জানী আত্মারা সঙ্কটাবস্থায় হাহাকার করবে আর জ্ঞানী আত্মা সবসময় এই স্মৃতিতে থাকবে, বাহ্ মিষ্টি বাবা ! বাহ্ ড্রামা ! নিরন্তর খুশির গীত গাও। শুধু স্মরণে রেখ, জীবনে তোমরা যা প্রাপ্ত করতে চেয়েছিলে তা তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে। যা চেয়েছিলে সেই সব প্রাপ্তি তোমরা এখন লাভ করেছে। তোমাদের সর্বপ্রাপ্তির পরিপূর্ণ ভান্ডার আছে। যেখানে ধনভান্ডার সদাসর্বদা পরিপূর্ণ সেখানে সব দুঃখ-কষ্ট সমাপ্ত হয়ে যায়। সদা নিজের ভাগ্য দেখে উৎফুল্ল হতে থাক - বাহ্ আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ! নিরন্তর এই গীত মনে গাইতে থাক। কত বড় ভাগ্য তোমাদের ! দুনিয়ার লোক তাদের ভাগ্যে সন্তান পায়, ধন পায়, সম্পত্তি পায় কিন্তু এখানে তোমরা কি লাভ কর ? ভাগ্য হিসেবে স্বয়ং ভাগ্যবিধাতাকেই পেয়ে যাও। যখন ভাগ্যবিধাতা তোমার হয়ে গেছেন, তখন বাকি কি থাকল ? এই অনুভব আছে তোমাদের, তাই না ? শুধুমাত্র অন্যের থেকে শুনেই চলতে শুরু করনি তো ! বড়রা তোমাকে বলল ভাগ্য লাভ হয় আর তুমি চলতে থাকলে, একে বলে, সাদাসিধেভাবে শুনে চলা। তাহলে কি তুমি এই ব্যাপারে শুনে বুঝেছ নাকি অনুভবের মাধ্যমে বুঝেছ ? সবাই তোমরা অনুভাবী ? সঙ্গমযুগই অনুভব করার যুগ, এই যুগেই তোমরা সর্বপ্রাপ্তির অনুভব করতে পারো। এখন যা অনুভব করছ, সত্যযুগে তা থাকবে না। তোমাদের এখনকার স্মৃতি সত্যযুগে মার্জ হয়ে যাবে। এখানে অনুভব কর যে তোমরা বাবাকে খুঁজে পেয়েছ, ওখানে বাবার তো কোনো প্রশ্নই নেই ! একমাত্র সঙ্গমযুগেই এটা অনুভব করা যায়। সুতরাং তোমরা সকলেই এই যুগে অনুভাবী হয়ে গেছ। অনুভাবী আত্মারা কখনও মায়ার কৌশলে ভুল পথে চালিত হয় না। শুধু প্রবঞ্চিত হলেই তোমাদের দুঃখের অনুভব হয়। যারা অনুভবের অথরিটি তারা কখনো প্রবঞ্চনার শিকার হয় না। সবসময়ই তারা সাফল্য প্রাপ্ত করতে থাকবে, সদা খুশি থাকবে। অতএব, বর্তমান সিজনের বরদান স্মরণে রাখ, তোমরা সকল সন্তুষ্ট আত্মা সর্বপ্রাপ্তির প্রতিমূর্তি, যারা অন্যদের সন্তুষ্ট বানায়। আচ্ছা !

বাপদাদার সমুখে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার বসে আছেন, তাঁর প্রতি উচ্চারিত মধুর মহাবাক্যঃ

আপনি এটা বুঝেছেন যে নিজের ঘরে এসেছেন ? এই ঘর কার ? পরমাত্মার ঘর, সুতরাং সকলেরই তো ঘর, তাই না ! অতএব, আপনারও ঘর, নয় কি ? আপনি ঘরে এসেছেন এ তো খুব ভালো করেছেন, এর থেকেও ভালো কি করবেন ? সবচেয়ে ভালোটা করতে হবে এবং সর্বোচ্চ হতে হবে। যতই হোক, এটাই তো জীবনের লক্ষ্য। এখন সর্বোত্তম কি করা উচিত ? যে পাঠ সম্বন্ধে বাবা এখন বলেছেন, শুধু এই একই পাঠ (জ্ঞান) উপলব্ধ হলে, সেই পাঠেই সমগ্র পঠনপাঠন মিশে আছে। এটা ওয়ান্ডারফুল বিশ্ব বিদ্যালয়। দেখতে এটাও ঘর, কিন্তু বাবাই সত্য শিক্ষক। এটা ঘরও আবার বিদ্যালয়ও। এই কারণে কেউ কেউ বুঝতে পারে না যে এটা ঘর নাকি বিশ্ব বিদ্যালয় ! যাই হোক, এটা ঘরও এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ও, কারণ যা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পাঠ, সেটাই এখানে পড়ানো হয়। কলেজে বা স্কুলে পড়ানোর লক্ষ্য কি ? বাচ্চাদের চারিত্রিক বিকাশ, রোজগারের উপযুক্ত এবং পরিবারের প্রতিপালক হওয়া, এটাই তো লক্ষ্য, তাই না ! সুতরাং এই সব লক্ষ্যই এখানে পূর্ণ হয়েই যায়। প্রত্যেকে চরিত্রবান হয়ে ওঠে।

ভারত ভূমির নেতারা কি চায় ? ভারতের বাপুজী কি চাইতেন ? এটাই তো চাইতেন যে ভারত লাইট হাউস হয়ে যাক ! ভারত দুনিয়ার আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্র হয়ে উঠুক। সেই কার্যই এখানে

গুপ্তরূপে হয়ে চলেছে। যদি একটি যুগলও রাম-সীতা সমান হয়ে ওঠে, তবে এক রাম-সীতার কারণে রামরাজ্য হয়ে যাবে আর যদি এত সকলে রাম-সীতার সমান হয়ে যায় তবে কি হবে? সুতরাং এই পাঠাভ্যাস কঠিন নয়, অনেক সহজ। এই পঠন-পাঠন বোধপ্রাপ্ত হলে তবে আপনিও সত্য টিচারের থেকে রুহানী সার্টিফিকেটও নেবেন আর গ্যারান্টিও নেবেন - সোর্স অফ ইনকামের। যাই হোক, প্রকৃতপক্ষেই এটা ওয়ান্ডারফুল (বিস্ময়কর) ! পিতামহ এবং প্রপিতামহ এখানে পাঠাভ্যাস করে, সেইসাথে পৌত্র প্রপৌত্রও এখানেই পড়ে। পঠন-পাঠন সকলের একই ক্লাসে, কারণ এখানে আত্মাদের পড়ানো হয়ে থাকে, শরীরকে দেখা যায় না। আত্মাদেরই শেখানো হয়। এমনকি, পাঁচ বছর বয়সের বাচ্চাও এই পাঠের অনুশীলন করতে পারে, তাই না ! আর বাচ্চা বেশি কাজ করতে পারে। যারা বৃদ্ধ হয়ে গেছে তাদের জন্যেও এই পঠন-পাঠন আবশ্যিক, নয়তো জীবন নিয়ে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শিক্ষাহীন মায়েদেরও শ্রেষ্ঠ জীবন প্রয়োজন। তাইতো সত্য শিক্ষক সবাইকে পড়াচ্ছেন। যতই ভি. ভি. ভি. আই. পি . হোক, সত্য শিক্ষকের কাছে তো সবাই স্টুডেন্ট! এই একই পাঠ সবাইকে পড়ান। সুতরাং, আপনি কি করবেন? এই পাঠাভ্যাস আপনি করবেন, নয় কি? লাভ আপনারই হবে। যে করবে সে-ই ফেরত পাবে। আপনি যতটা করবেন সেই অনুযায়ী আপনি লাভবান হবেন। কারণ, এখানে আপনি একের লক্ষ-কোটি গুণ ফেরত পাবেন। ওখানে বিনাশী ব্যাপারে এমন হয় না। এই অবিনাশী পঠন-পাঠনে একের লক্ষ-কোটি গুণ আপনার লাভ হবে, কারণ তিনি দাতা। আচ্ছা !

রাজস্থান জোনের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার: -

রাজস্থান জোনের বিশেষত্ব কি? মুখ্য কেন্দ্র রাজস্থানেই। সুতরাং জোনের যেমন বিশেষত্ব আছে, সেইরকম রাজস্থান নিবাসীদেরও বিশেষত্ব থাকবে, তাই না? রাজস্থানে বিশেষ হীরে বার করতে যাচ্ছে নাকি নিজেরাই তোমরা বিশেষ হীরে? যতই হোক, সর্বাপেক্ষা বিশেষ তোমরাই, কিন্তু সেবার ক্ষেত্রে দুনিয়ার নজরে যারা বিশেষ, তাদেরও সেবার নিমিত্ত বানাতে হবে তোমাদের। এইরকম সেবা করেছে তোমরা? সবকিছুতে রাজস্থানের নান্দার ওয়ান হওয়া উচিত। সংখ্যাতে, কোয়ালিটিতে, সেবার বিশেষত্বে সবকিছুতে নান্দার ওয়ান। যাই হোক, মুখ্যকেন্দ্র নান্দার ওয়ান সুতরাং, এর প্রভাব সমগ্র রাজস্থানে বিস্তৃত হতে হবে। বর্তমানে, সংখ্যায় নান্দার ওয়ান হিসেবে মহারাষ্ট্র, গুজরাট বিবেচিত হয়েছে। এখন এই গণনা করতে হবে যে সর্বাপেক্ষা নান্দার ওয়ান রাজস্থান। এখন এই বছর উদ্যোগ নাও। পরের বছর মহারাষ্ট্র আর গুজরাট থেকেও এগিয়ে যেতে হবে। যাদের নিশ্চয় বুদ্ধি আছে তারা বিজয়ী। কত ভালো ভালো রত্ন আছে এখানে! সেবার অগ্রগতি হলে তা অবশ্যই বর্ধিত হবে।

বরদান:- ভগবান আর ভাগ্যের স্মৃতি দ্বারা অন্যেরও ভাগ্য বানিয়ে রমণীয় এবং সৌভাগ্যবান ভব অমৃতবেলা থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত নিজের বিভিন্ন রকমের ভাগ্যকে তোমাদের স্মৃতিতে নিয়ে এসো এবং নিরন্তর এই গীত গাইতে থাক, বাহু আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ! যারা ভগবান আর ভাগ্যের স্মৃতিতে থাকে, তারাই অন্যদের ভাগ্যবান বানাতে পারে। ব্রাহ্মণ মানেই সদা ভাগ্যবান, সদা সুপ্রসন্ন। কারও সাহস নেই যে ব্রাহ্মণ আত্মার খুশি হ্রাস করতে পারে। প্রত্যেকে মনোহরণ এবং সৌভাগ্যবান। ব্রাহ্মণ জীবনে খুশি চলে যাবে তা অসম্ভব; এমনকি তুমি যদি তোমার শরীর ছেড়েও দাও, তোমার খুশি কখনও অন্তর্হিত হতে পারে না।

স্নোগান:- মায়ার দোলা পরিত্যাগ ক'রে অতীন্দ্রিয় সুখের দোলায় নিরন্তর দুলতে থাক।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- আত্ম - অভিমাত্রী হওয়ার অভ্যাস করো, তাহলে দৈবীগুণ সক্রিয় হতে থাকবে, ক্রিমিনাল চিন্তন শেষ হয়ে যাবে, অপার খুশী থাকবে"

প্রশ্ন:- নিজের চলন ঠিক করতে বা অপার খুশীতে থাকার জন্যে কোন্ কথাটি সদা স্মৃতিতে রাখতে হবে ?

উত্তর :- সদা স্মৃতি যেন থাকে যে আমরা দৈব স্বরাজ্য স্থাপন করছি, আমরা মৃত্যু লোক ত্যাগ করে অমরলোকে যাচ্ছি - যার ফলে অনেক খুশী থাকবে, চলনও ঠিক হতে থাকবে, কারণ অমরলোক নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্যে দৈবী গুণ অবশ্যই চাই। স্বরাজ্যের জন্যে অনেকের কল্যাণও করতে হবে, সবাইকে পথ বলে দিতে হবে ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের নিজেকে এখানকার বাসিন্দা ভাবা উচিত নয়। তোমরা জানতে পেরেছ আমাদের যে রাজ্য ছিল যাকে রামরাজ্য বা সূর্যবংশী রাজ্য বলা হত তাতে কতখানি সুখ-শান্তি ছিল। এখন আমরা আবার দেবতায় পরিণত হচ্ছি। আগেও দেবতা হয়েছিলাম। আমরা-ই সর্ব গুণ সম্পন্ন দৈব গুণ যুক্ত ছিলাম। আমরা নিজেদের রাজ্যে ছিলাম। এখন রাবণ রাজ্যে আছি। আমরা নিজেদের রাজ্যে খুব সুখে ছিলাম। অতএব মনে অনেক খুশী ও নিশ্চয় থাকা উচিত কারণ তোমরা পুনরায় নিজেদের রাজধানীতে যাচ্ছ। রাবণ তোমাদের রাজত্ব কেড়ে নিয়েছে। তোমরা জান আমাদের নিজস্ব সূর্যবংশী রাজ্য ছিল। আমরা রামরাজ্যের বাসিন্দা ছিলাম, আমরা-ই দৈবী গুণ যুক্ত ছিলাম, আমরা-ই অনেক সুখী ছিলাম তারপরে রাবণ এসে আমাদের রাজ্য-ভাগ্য কেড়ে নিয়েছে। এখন বাবা এসে নিজের ও অপরের রাজ্যের রহস্য বোঝাচ্ছেন। অর্ধকল্প আমরা রামরাজ্যে ছিলাম এবং অর্ধকল্প আমরা রাবণ রাজ্যে থেকেছি। বাচ্চাদের সব কথায় যদি নিশ্চয় থাকে তাহলে খুশীতে থাকতে পারে এবং চলনও শোধরাবে। এখন অপরের রাজ্যে আমরা অনেক দুঃখে আছি। হিন্দু ভারতবাসীরা বোঝে আমরা অন্যের বা বিদেশী রাজ্যে দুঃখে ছিলাম, এখন সুখে আছি নিজের রাজ্যে। কিন্তু এ হল অল্পকাল কাক বিষ্ঠা সম সুখ। তোমরা বাচ্চারা এখন সদাকালের সুখের দুনিয়ায় যাচ্ছ। তাই বাচ্চারা তোমাদের মনে অনেক খুশী থাকা উচিত। জ্ঞান নেই অর্থাৎ পাথরবুদ্ধি । তোমরা বাচ্চারা জান আমরা অবশ্যই নিজের রাজ্য নেব, এতে কষ্টের কথা নেই। রাজ্য নিয়ে অর্ধকল্প রাজত্ব করি তারপরে রাবণ আমাদের কাঞ্চন কায়া (সুচরিত্রকে) নষ্ট করে দেয়। কোনো সু-সন্তানের চালচলন খারাপ হলে বলা হয় তোমার কলা কায়া (সৎ চরিত্র) নষ্ট হয়ে গেছে নাকি ? এ হল অসীমের (বেহদের) কথা। বোঝা উচিত মায়া আমাদের চরিত্র নষ্ট করেছে। আমাদের পতন হয়েছে। এখন অসীমের (বেহদের) পিতা দৈবী গুণ ধারণ করার শিক্ষা দেন। তোমাদের খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকা উচিত। টিচার নলেজ দিলে স্টুডেন্ট খুশী হয়। এ হল অসীমের নলেজ। নিজেকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে - আমার মধ্যে কোনও অসুরী গুণ নেই তো ? সম্পূর্ণ না হলে সাজা ভোগ করতে হবে। কিন্তু আমরা সাজা কেনই বা ভোগ করব ? তাই বাবা, যাঁর কাছ থেকে রাজ্য প্রাপ্ত হয়, তাঁকে স্মরণ করতে হবে। দৈবী গুণ যা আমাদের ছিল সেসব এখন ধারণ করতে হবে। সেখানে যথা রাজা-রানী তথা প্রজা সবাই দৈবীগুণধারী ছিলেন। দৈবী গুণের অর্থ তো বোঝো তোমরা, তাইনা। যদি কেউ না বোঝে তবে ধারণ করবে কিভাবে ? গীতও গায় - সর্বগুণ সম্পন্ন তো পুরুষার্থ করে এমন হতে হবে। এমন স্বরূপ ধারণ করাতেই পরিশ্রম লাগে। ক্রিমিনাল দৃষ্টি

হয়ে যায়। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা ভাবো তাহলে ক্রিমিনাল চিন্তন সমাপ্ত হবে। অনেক যুক্তি দিয়ে বাবা বোঝান, যার মধ্যে দৈবী গুণ আছে, তাকে দেবতা বলা হয়, যার নেই তাকে মানুষ বলা হয়। যদিও দুই-ই হল মানুষ। কিন্তু দেবতাদের পূজা করা হয় কেন ? কারণ তাঁদের দৈবগুণ আছে এবং মানুষের কাজকর্ম হল বানর সম। নিজের মধ্যে কত ঝগড়া লড়াই করে। সত্যযুগে এমনটা থাকেই না। এখানে তো আছে। নিশ্চয়ই নিজের ভুল হয় তবেই তো সহ্য করতে হয়। আত্ম-অভিমানী নয় তাই সহ্য করতে হয়। তোমরা যত আত্ম-অভিমানী হতে থাকবে তত দৈবী গুণ ধারণ হবে। নিজের পরীক্ষা করতে হবে আমাদের মধ্যে কতখানি দৈবী গুণ আছে ? বাবা হলেন সুখদাতা, তাই বাচ্চাদের কাজ হল সবাইকে সুখ দেওয়া। নিজের মনে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমরা কাউকে দুঃখ দিই না তো ? কিন্তু অনেকের স্বভাব থাকে তারা দুঃখ না দিয়ে থাকতে পারে না। একেবারে শোধরায় না, এমন যেন জেল বার্ড। তারা জেলের মধ্যে থেকেই নিজেকে সুখী ভাবে। বাবা বলেন সেখানে তো জেল ইত্যাদি হয়ই না, পাপ কর্ম বলে কিছু হয় না যে জেল যেতে হবে। এখানে জেলে সাজা ভোগ করতে হয়। এখন তোমরা বুঝতে পার যখন নিজের রাজ্যে ছিলাম তখন বিত্তবান ছিলাম, যখন ব্রাহ্মণ কুলে আসব, তখন এমন বুঝবে যে আমরা নিজের রাজ্য স্থাপন করছি। সেই একটি রাজ্য আমাদের ছিল, যাকে দেবতাদের রাজ্য বলা হয়। আত্মা যখন জ্ঞান প্রাপ্ত করে তখন খুশী অনুভব করে। জীব আত্মা অবশ্যই বলতে হবে। আমরা জীব-আত্মারা যখন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম, তখন সম্পূর্ণ বিশ্বে আমাদের রাজত্ব ছিল। এই নলেজ হল তোমাদের জন্যে। ভারতবাসীরা কি বোঝে নাকি যে আমাদের রাজত্ব ছিল, আমরাও সত্বপ্রধান ছিলাম। তোমরাই এই সম্পূর্ণ নলেজ বুঝতে পারো। আমরাই দেবতা ছিলাম এবং আমাদেরই আবার দেবতা হতে হবে। যদিও বিঘ্ন ইত্যাদি আসে কিন্তু দিন দিন উন্নতি হতে থাকবে। তোমাদের নাম বিখ্যাত হতে থাকবে। সবাই বুঝবে এই সংস্থাটি ভালো, ভালো কাজ করছে। সহজ পথও বলে দিচ্ছে। বলে তোমরাই সত্বপ্রধান ছিলে, দেবতা ছিলে, নিজের রাজধানীতে ছিলে। এখন তমোপ্রধান হয়েছে, আর কেউ তো নিজেকে রাবণ রাজ্যে ভাবে না।

তোমরাই জানো আমরা কতখানি স্বচ্ছ ছিলাম, এখন তুচ্ছ হয়েছে। পুনর্জন্ম নিতে নিতে পারসবুদ্ধি থেকে পাথরবুদ্ধি হয়েছে। এখন আমরা নিজের রাজ্য স্থাপন করছি তো তোমাদের কতটা লাফ দিয়ে পুরুষার্থ করা উচিত। যারা কল্প পূর্বে পুরুষার্থ করেছে তারাই এখনও করবে নিশ্চয়ই। ক্রম অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে আমরা নিজের দৈব রাজ্য স্থাপন করছি। এই কথাও তোমরা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাও। তা নাহলে ভিতরে অনেক খুশী থাকা উচিত। একে অপরকে একটি কথা স্মরণ করাও যে "মনমনাভব" । বাবাকে স্মরণ কর, যার দ্বারা তোমরা এখন রাজত্ব প্রাপ্ত করছ। এই কথাটি নতুন কথা নয়। কল্প-কল্প বাবা আমাদের শ্রীমৎ প্রদান করেন, যার ফলে আমরা দৈবী গুণ ধারণ করি। নাহলে সাজা ভোগ করে আমরা কম পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করব। এ হল খুব বিশাল প্রাপ্তির লটারি। এখন পুরুষার্থ করে উঁচু পদের অধিকারী হলে কল্প-কল্পান্তর অধিকার প্রাপ্ত করবে। বাবা কত সহজ করে বোঝান। প্রদর্শনীতেও এই কথা বোঝাও যে তোমরা ভারতবাসীরা দেবতাদের রাজধানীতে ছিলে তারপরে পুনর্জন্ম নিতে-নিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এমন হয়েছে। কত সহজ করে বোঝান। তিনি হলেন সুপ্রিম পিতা, সুপ্রিম টিচার, সুপ্রিম গুরু, তাইনা। তোমরা হলে অসংখ্য স্টুডেন্ট, রেস করছ। বাবাও লিস্ট আনাতে থাকেন বাচ্চারা কতখানি নির্বিকারী পবিত্র হয়েছে ?

বাস্তাদের বোঝানো হয়েছে যে ক্রকুটির মধ্যখানে আত্মা জ্বলজ্বল করে। বাবা বলেন আমিও এখানে এসে বসি। নিজের পাট প্লে করি। আমার পাট হল পতিতদের পবিত্র করা। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। আত্মা রূপী সন্তান জন্ম নেয়, কেউ ভালো কেউ খারাপও হয়। আশ্চর্য হয়ে (জ্ঞান) শোনে, অন্যকেও শোনায়, তারপরে পালিয়ে যায় (আশ্চর্যবৎ শুনন্তি, কথন্তি, ভাগন্তি হয়ে যায়)। আরে মায়া, তুমি কতই না প্রবল। তবুও বাবা বলেন পালিয়ে কোথায় যাবে? এই একজন বাবা-ই আছেন উদ্ধারকারী। একমাত্র বাবা-ই হলেন সদগতি দাতা, বাকি এই জ্ঞান তো আর কেউ জানে না। যারা কল্প পূর্বে মেনেছে, তারাই মানবে। এই জ্ঞানে নিজের চালচলন শোধরাতে হয়, সার্ভিস করতে হয়। অনেকের কল্যাণ করতে হয়। অনেককে পথ বলে দিতে হয়। খুব মিষ্টি মধুর ভাবে বোঝাতে হয় যে তোমরা ভারতবাসীরা বিশ্বের মালিক ছিলে। এখন আবার তোমরা এইভাবে নিজের রাজ্য প্রাপ্ত করতে পারো। এই কথা তো তোমরা বোঝো বাবা যেরকম বোঝান, সেরকম আর কেউ বোঝাতে পারেনা, তারপরেও চলতে চলতে মায়ার কাছে পরাজিত হয়। বাবা নিজে বলেন বিকার গুলি জয় করলে তোমরা জগৎজিত হবে। এই দেবতারা জগৎজিত হয়েছেন। তাঁরা অবশ্যই এমন কর্ম করেছেন। বাবা কর্মের গতি বলে দিয়েছেন। রাবণের রাজ্যে কর্ম বিকর্ম-ই হয়, রাম রাজ্যে কর্ম অকর্ম হয়। মুখ্য কথা হল কাম বিকারকে জয় করে জগৎজিত হওয়ার। বাবাকে স্মরণ করো, এখন ফিরে যেতে হবে। আমাদের ১০০ শতাংশ নিশ্চয় আছে যে আমরা নিজের রাজ্য প্রাপ্ত করবই। কিন্তু এখানে রাজত্ব করব না। এখানে রাজ্য প্রাপ্ত করব। রাজত্ব করব অমরলোকে গিয়ে। এখন আমরা মৃত্যুলোক এবং অমরলোকের মধ্য-স্থলে আছি, এই কথাও বিস্মৃত হয় তাই ক্ষণে ক্ষণে বাবা মনে করিয়ে দেন। এখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, আমরা রাজধানীতে যাব। এই পুরানো রাজধানী অবশ্যই শেষ হবে। এখন নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্যে দৈবী গুণ অবশ্যই ধারণ করতে হবে। নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে, কারণ এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। অতএব এখনই নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে অন্য কোনো সময়ে ফিরে যেতে হবেনা যে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। সেখানে ৫ বিকার থাকবে না যে আমাদের যোগ করতে হবে। এই সময় যোগযুক্ত হতে হয় পবিত্র হওয়ার জন্য। সেখানে তো সবাই উত্তম। তারপরে ধীরে ধীরে কলা বা কোয়ালিটি কম হতে থাকে। এই কথা তো খুবই সহজ, ক্রোধ কাউকে তো দুঃখ দেয় তাইনা। মুখ্য হল দেহ-অভিমান। সেখানে তো দেহ-অভিমান হয়ই না। আত্ম-অভিমান হয়ে থাকলে ক্রিমিনাল দৃষ্টি থাকে না। সিভিল আই (দৃষ্টি স্বচ্ছ) হয়। রাবণ রাজ্যে ক্রিমিনাল আই হয়ে যায়। তোমরা জানো আমরা নিজেদের রাজ্যে খুব সুখে থাকি। কাম নেই ক্রোধ নেই, এই বিষয়ে শুরুতে গীতও তৈরি হয়েছে। সেখানে এইসব বিকার থাকে না। অনেক বার আমাদের এই হার ও জিত হয়েছে। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে সেসব পুনরায় রিপিট হবে। পিতা বা শিক্ষকের কাছে যে জ্ঞান আছে সেসব তোমাদের প্রদান করেন। এই আধ্যাত্মিক টিচার হলেন ওয়ান্ডারফুল। সর্বোচ্চ হলেন ভগবান, তিনি হলেন সর্বোচ্চ শিক্ষক এবং আমাদেরও উঁচু থেকে উঁচু দেবতায় পরিণত করেন। তোমরা নিজেরাই দেখছ - বাবা কিভাবে দৈবী রাজ্য স্থাপন করেছেন। তোমরা নিজেরা দেবতায় পরিণত হচ্ছ। এখন তো সবাই নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। তাদেরও বোঝানো হয় যে বাস্তবে হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম, অন্য সব ধর্ম এগিয়ে চলতে থাকে। এই একমাত্র দেবী-দেবতা ধর্ম যা প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। এই ধর্ম হল খুব পবিত্র ধর্ম। এর মতন পবিত্র ধর্ম হয় না। পবিত্র না হওয়ার কারণে কেউ নিজেকে দেবতা বলতে পারে না। তোমরা বোঝাতে পারো যে আমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম, তাই তো দেবতাদের পূজা করি। ক্রাইস্টকে যারা পূজা করে, তারা হল খ্রিস্টান, বুদ্ধকে যারা পূজা করে তারা হল বৌদ্ধ, দেবতাদের যারা পূজা করে তারা হল

দেবতা। তাহলে নিজেদের হিন্দু বলে কেন ? যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে। কিন্তু যদি বলা হিন্দু ধর্ম কোনও ধর্ম নয়, তাহলে তারা রুষ্ট হবে। বলা, হিন্দু আদি সনাতন ধর্মের ছিল তখন অন্তত এটুকু বুঝবে যে, আদি সনাতন ধর্ম তো কোনো হিন্দু ধর্ম নয়। আদি সনাতন শব্দটি ঠিক। দেবতারা পবিত্র ছিলেন, এরা অপবিত্র, তাই নিজেকে দেবতা বলতে পারে না। কল্প-কল্প এমন হয়েছে, এদের রাজ্যে অনেক বিত্তবান ছিল। এখন তো কাঙাল হয়েছে। তারা পদ্মপতি ছিল। বাবা খুব ভালো যুক্তি দেন। প্রশ্ন করা হয় সত্যযুগে বাস কর নাকি কলিযুগে ? কলিযুগের নিবাসী হলে নিশ্চয়ই নরকে বাস করত। সত্যযুগের নিবাসী তো স্বর্গবাসী দেবতা হবে। এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে বুঝবে যে প্রশ্নকর্তা নিজে নিশ্চয়ই ট্রান্সফার করে দেবতায় পরিণত করতে পারেন। আর কেউ তো এমন প্রশ্ন করে না। ভক্তিমার্গ হল একেবারেই আলাদা। ভক্তির ফল কি ? ফল হল জ্ঞান। সত্যযুগ - ত্রেতায় ভক্তি হয় না। জ্ঞানের দ্বারা অর্ধকল্প দিন, ভক্তির দ্বারা অর্ধকল্প রাত। যে মানতে রাজি হবে সে মানবে। যে রাজি হবেনা সে জ্ঞান ও ভক্তি দুই-ই মানবে না। শুধু ধন উপার্জন করতে জানবে।

তোমরা বাচ্চারা তো যোগবলের দ্বারা এখন রাজস্ব স্থাপন করছ শ্রীমৎ অনুসারে। তারপরে অর্ধকল্প পার করে রাজ্য হারাও। এই চক্র চলতেই থাকে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঔনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অনেকের কল্যাণ করার জন্যে নিজের ভাষা খুব মধুর করতে হবে। মধুর ভাষায় সার্ভিস করতে হবে। সহ্যশীল হতে হবে।

২) কর্মের গুহ্য গতিকে বুঝে বিকারকে পরাজিত করতে হবে। জগৎজিত দেবতা হতে হবে। আত্ম-অভিমानी হয়ে ক্রিমিনাল দৃষ্টিকে সিভিল করতে হবে।

বরদান :- ব্রাহ্মণ জন্মের জন্মপত্রকে জেনে সদা খুশীতে থাকা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ভব

ব্যখ্যা : ব্রাহ্মণ জীবন হল নতুন জীবন, ব্রাহ্মণ আদি কালে হয় দেবী-দেবতা এবং বর্তমানে হল বি. কে । ব্রাহ্মণদের জন্মপত্রে (কুণ্ডী) তিনটি কাল-ই হল শ্রেষ্ঠতম। যা হয়েছে সেসবও ভালো এবং যা হচ্ছে তা আরও ভালো আর যা হবে তা-ও হল খুবই ভালো। ব্রাহ্মণ জীবনের জন্মপত্র হল সর্বদাই ভালো, এর গ্যারান্টি আছে। তাই সদা খুশীতে থাক যে, স্বয়ং ভাগ্য বিধাতা বাবা এসে ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ রেখা টেনে দিয়েছেন, আপন করে নিয়েছেন।

স্লোগান - একরস স্থিতির অনুভব করতে হলে এক বাবার সঙ্গে সর্ব সস্বন্ধের রস অনুভব করো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই শরীরে জীবন্মুত হওয়ার অভ্যাস করো - 'আমিও আত্মা, তুমিও আত্মা' -- এই অভ্যাসেই মমতা দূর হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :-- সবথেকে উঁচু লক্ষ্য কি ? সেই লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করার নিদর্শন কি হবে ?

উত্তর :-- সমস্ত দেহধারীদের প্রতি মমতা দূর হয়ে যাবে, সদা ভাই - ভাইয়ের স্মৃতি থাকবে - এটাই হল উচ্চ লক্ষ্য । এই লক্ষ্যে তারাই পৌঁছাতে পারবে, যারা নিরন্তর দেহী - অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করে । দেহী - অভিমানী না হলে কোথাও না কোথাও আটকে যাবে, নয় নিজের শরীরে না হলে কোনো না কোনো মিত্র - সম্বন্ধীর শরীরে । তাদের কারোর কথা ভালো লাগবে বা কারোর শরীর সুন্দর মনে হবে । উচ্চ লক্ষ্যে যারা পৌঁছাবে, তারা দেহের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে না । তাদের দেহ - ভাবের বোধ ভঙ্গ হবে ।

ওম শান্তি । আত্মাদের (রুহানী) বাবা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের বলছেন - দেখো বাচ্চারা, আমি তোমাদের আমার তুল্য বানাতে এসেছি । এখন বাবা তাঁর নিজের তুল্য বানাতে কিভাবে আসবেন ? তিনি হলেন নিরাকার, তিনি বলেন, আমি নিরাকার । বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিজের সমান অর্থাৎ নিরাকারী বানাতে, কিভাবে জীবন্মুত হতে হয় তা শেখাতে এসেছি । বাবা তো নিজেকেও আত্মা মনে করেন, তাই না । তাঁর এই দেহ - ভাব নেই । শরীরে থেকেও তাঁর শরীরের বোধ নেই । এই শরীর তো তাঁর নয়, তাই না । বাচ্চারা তোমরাও এই দেহ - ভাব দূর করো । তোমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের আমার সাথেই যেতে হবে । এই শরীর আমি যেমন লোন নিয়েছি, তেমনি আত্মারাও লোন নেয় অভিনয় করার জন্য । তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে শরীর ধারণ করে এসেছ । এখন আমি যেমন বেঁচে থেকেও এই শরীরে আছি কিন্তু পৃথক অর্থাৎ মৃত্যু তুল্য । দেহ ত্যাগ করাকে মৃত্যু বলা হয় । তোমাদেরও এমনই জীবন্মুত হতে হবে । আমিও আত্মা, তোমরাও আত্মা । তোমাদেরও আমার সঙ্গে যেতে হবে, নাকি এখানে বসে থাকবে ? এই শরীরে তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের মোহ আছে । আমি যেমন অশরীরী, তোমরাও তেমনি বেঁচে থেকেও নিজেদের অশরীরী মনে করো । আমাদের এখন বাবার সাথে চলে যেতে হবে । বাবার যেমন এই শরীর পুরানো, তোমাদের আত্মাদেরও এই শরীর পুরানো । এই পুরানো জুতো রূপী শরীরকে ত্যাগ করতে হবে । আমার যেমন এই শরীরের প্রতি কোনো মমত্ব নেই, তোমরাও এই পুরানো দেহ রূপী জুতো থেকে মমতা দূর কর । তোমাদের এই মমতা রাখার অভ্যাস হয়ে গেছে । আমার এই অভ্যাস নেই । আমি জীবন্মুত অবস্থায় আছি । তোমাদেরও এমন জীবন্মুত হতে হবে । আমার সঙ্গে যেতে হলে এখন এই অভ্যাস করো । কত পরিমাণে দেহ - ভাব থাকে, তা আর বোলো না । শরীর রোগী হওয়া সত্ত্বেও আত্মা তাকে ছাড়তে চায় না, তোমাদের এর থেকে মমতা দূর করতে হবে । আমাদের তো অবশ্যই বাবার সঙ্গে চলে যেতে হবে । নিজেকে শরীর থেকে পৃথক মনে করতে হবে । একেই জীবন্মুত বলা হয় । নিজের ঘরের কথাই মনে থাকবে । তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে এই শরীরে থেকে এসেছ, তাই তোমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয় । বেঁচে থেকেও মরে যেতে হয় । আমি তো সাময়িক ভাবে এনার মধ্যে আসি । তাই নিজেকে মৃত মনে করলে অর্থাৎ নিজেকে আত্মা মনে করে চললে কোনো দেহধারীর প্রতিই আর মমতা থাকবে না । বেশীরভাগ সময় কারোর না কারোর প্রতি মোহ হয়ে যায় । ব্যাস, তাকে না দেখে থাকতে পারে না । এই দেহধারীর স্মরণ একদম উড়িয়ে দেওয়া উচিত, কেননা লক্ষ্য খুবই বড়

।খেয়েদেয়েও যেন এই শরীরে নেই ।তোমাদের এমন অবস্থাই পাকা করতে হবে, তাহলেই আট রঞ্জের মালায় আসতে পারবে । পরিশ্রম ছাড়া উঁচু পদ পাওয়া সম্ভবই নয় । জীবন্মৃত হয়েই তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমি তো ওখানেরই অধিবাসী । বাবা যেমন এনার মধ্যে সাময়িক বসে আছে, তেমনই এখন আমাদেরও ঘরে ফিরে যেতে হবে । বাবার যেমন মমতা নেই, তেমনই আমাদেরও এতে কোনো মমতা রাখা চলবে না । বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানোর জন্য বাবাকে তো এই শরীরে এসে বসতে হয় ।

তোমাদের এখন ফিরে যেতে হবে তাই কোনো দেহধারীর প্রতি যেন মমত্ব না থাকে । অমুকে খুব ভালো, খুবই মিষ্টি -- আত্মার বুদ্ধি তো এইভাবেই চলে যায়, তাই না । বাবা বলেন যে, শরীরকে নয়, আত্মাকে দেখতে হবে । শরীরকে দেখলে তোমরা আটকে যাবে । এই লক্ষ্য হলো খুবই বড় । তোমাদেরও জন্ম - জন্মান্তরের পুরানো মমত্ব আছে । বাবার কোনো মমত্ব নেই, তাই তো তিনি তোমাদের শেখাতে এসেছেন । বাবা নিজেই বলেন, আমি তো এই শরীরে আটকে নেই, তোমরা আটকে রয়েছো । আমি তোমাদের মুক্ত করতে এসেছি । তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন তোমরা শরীরের ভাব ত্যাগ করো । দেহী - অভিমানী হয়ে না থাকার কারণে তোমরা কোথাও না কোথাও আটকে যেতে থাকবে । কারোর কথা ভালো লাগবে, কারোর আবার শরীরকে ভালো লাগবে, তাই ঘরেও তাদের কথাই মনে আসবে । শরীরের প্রতি প্রেম থাকলে তোমরা হেরে যাবে । এমনভাবে অনেকেই খুব খারাপ হয়ে যায় । বাবা বলেন যে, স্ত্রী - পুরুষের সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো । এও আত্মা আর আমিও । আত্মা মনে করতে করতে দেহ - ভাব অবলুপ্ত হবে । বাবার স্মরণেই বিকর্মের বিনাশ হবে । এই বিষয়ে তোমরা খুব ভালোভাবে বিচার সাগর মন্বন করতে পারো । বিচার সাগর মন্বন না করলে তোমরা উচ্ছসিত হতে পারবে না । এ কথা পাকা হওয়া উচিত যে, আমাদের বাবার কাছে অবশ্যই যেতে হবে । মূল বিষয় হলো স্মরণের ৮৪ এর চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে, আবার শুরু হতে হবে । এই শরীর থেকে মমত্ব দূর না করলে তোমরা আটকে পড়বে, হয় নিজের শরীরে, আর নয় কোনো মিত্র - সম্বন্ধীর শরীরে । তোমরা অন্য কারোর সঙ্গে মনকে যুক্ত করবে না । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । আমি আত্মাও নিরাকার, বাবাও নিরাকার, ভক্তিমার্গে অর্ধেক কল্প তোমরা বাবাকে স্মরণ করে এসেছ । "হে প্রভু" বললে শিবলিপ্সের স্মৃতিই সামনে আসে । কোনো দেহধারীকে "হে প্রভু" বলা যাবে না । সকলেই শিব মন্দিরে যায়, তাঁকেই পরমাত্মা মনে করে পূজা করে । উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান একজনই । উঁচুর থেকে উঁচু অর্থাৎ পরমধাম নিবাসী । ভক্তিতেও প্রথমে একজনেরই অব্যাভিচারী ভক্তি ছিলো । তারপর ব্যাভিচারী হয়ে যায় । তাই বাবা বারবার বাচ্চাদের বোঝান যে, উঁচু পদ পেতে হলে তোমরা এই অভ্যাস করো । দেহ বোধ ত্যাগ করো । সন্ন্যাসীরাও বিকার ত্যাগ করে, তাই না । আগে তো তাঁরা সতোপ্রধান ছিলো, এখন ওরাও তমোপ্রধান হয়ে গেছে । সতোপ্রধান আত্মারা অপবিত্র আত্মাদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করে কারণ আত্মা পবিত্র । যদিও তারা পুনর্জন্ম নেয় তবুও পবিত্র হওয়ার কারণে আকর্ষণ করে । তাদের কতো অনুসরণকারী তৈরী হয় । পবিত্রতার যতো শক্তি থাকে, ততোই অনুসরণকারী তৈরী হয় । এই বাবা হলেন চির পবিত্র এবং গুপ্ত । ইনি তো ডবল, সম্পূর্ণ শক্তি তাঁর । ব্রহ্মার নয় । শুরুতেও তিনিই তোমাদের জন্য চেষ্টা করেছেন, এই ব্রহ্মা নন কারণ তিনি তো চির পবিত্র । তোমরা কেউই এনার (ব্রহ্মার) পিছনে দৌড়াবে না । ইনি বলেন, আমি তো সবথেকে বেশী, সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম প্রবৃত্তি মার্গে ছিলাম । ইনি তো তোমাদের আকর্ষণ করতে পারবেন না । বাবা বলেন, আমি তোমাদের আকর্ষণ করেছি । যদিও সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকে তবুও আমার মতো পবিত্র তো কেউই হবে না ।

তাঁরা তো সব ভক্তিমার্গের শাস্ত্র ইত্যাদি শোনান। আমি এসে তোমাদের সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার শোনাই। চিত্তেও দেখানো হয়েছে, বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বের হয়েছেন, আর ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয়। এখন বিষ্ণু তো ব্রহ্মার দ্বারা শাস্ত্রের সার শোনান না। ওরা তো বিষ্ণুকেও ভগবান মনে করে নেয়। বাবা বোঝান, আমি এই ব্রহ্মার দ্বারা শোনাই। আমি কখনোই বিষ্ণুর দ্বারা শাস্ত্রের সার শোনাই না। কোথায় ব্রহ্মা আর কোথায় বিষ্ণু। ব্রহ্মাই বিষ্ণু হন এরপর ৮৪ জন্মের পরে আবার সঙ্গম হবে। এ তো নতুন কথা, তাই না। বোঝানোর জন্য এ কতো আশ্চর্যের কথা।

বাবা বলেন যে -- বাচ্চারা, তোমাদের জীবন্মুত হতে হবে। তোমরা তো শরীরে বেঁচে থাকো। তোমরা মনে করো, আমরা তো আত্মা, আমরা বাবার সাথে চলে যাবো। এই শরীর ইত্যাদি কিছুই নিয়ে যেতে পারবো না। বাবা এখন এসেছেন, কিছু তো নতুন দুনিয়ায় ট্রান্সফার করে দেবেন। মানুষ দান - পুণ্য ইত্যাদি করে অন্য জন্মে কিছু পাবার জন্য। তোমরাও নতুন দুনিয়ায় পাবে। তারাই করবে যারা আগের কল্পে করেছিলো। কম চেষ্টিয় কিছুই হবে না। তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকবে। কিছু বলারও দরকার নেই তাও বাবা বুঝিয়ে বলেন তোমরা যা কিছুই করবে তারও অহংকার আসা উচিত নয়। আমরা আত্মারা এই শরীর ত্যাগ করে যাবো। সেখানে নতুন দুনিয়াতে গিয়ে নতুন শরীর ধারণ করবো। এমন বলা হয় যে ----রাম গেলো, রাবণ গেলো ----রাবণের পরিবার কতো বড়। তোমরা তো অল্প কয়েক মুষ্টি। এ সমস্তই রাবণের সম্প্রদায়। তোমাদের রাম সম্প্রদায় কতো অল্প - মাত্র নয় লাখ। তোমরা তো ধরিত্রীর নক্ষত্র। মা - বাবা আর তোমরা বাচ্চারা। বাবা তাই বারবার বাচ্চাদের বোঝান যে, জীবন্মুত হওয়ার প্রচেষ্টা করো। যদি কাউকে দেখে বুদ্ধিতে মনে হয় যে - এ তো খুবই ভালো, খুবই মিষ্টি করে বোঝায়, এও মায়ারই আঘাত, মায়ী লোভ দেখায়। তাদের ভাগ্যে নেই তাই মায়ী সামনে এসে দাঁড়ায়। যতোই বোঝাও রাগ হয়ে যায়। এও বোঝে না যে, এই দেহ অভিমানই এই কাজ করাচ্ছে। আবার বেশী বোঝালে ভেঙ্গে পড়বে তাই ভালোবেসে বোঝাতে হয়। কারোর প্রতি মন লেগে গেলে, পাগল হয়ে যায়। মায়ী একদম অবুঝ করে দেয় তাই বাবা বলেন, কখনোই কারোর নাম রূপে আটকে যেও না। আমি আত্মা, আর এক বাবা যিনি বিদেহী, তাঁর প্রতিই প্রেম রাখতে হবে। এই হলো পরিশ্রম। কোনো দেহের প্রতিই যেন মমতা না থাকে। এমন নয় যে ঘরে বসেও এমন কথা স্মরণে আসবে - খুব মিষ্টি, খুব ভালো বোঝায়। আরে, মিষ্টি তো গুণ। আত্মা হলো মিষ্টি। আত্মাই কথা বলে। কখনোই কোনো শরীরের প্রতি প্রেমিক হবে না।

আজকাল তো ভক্তিমার্গ অনেক। আনন্দময়ী মাকেও মা - মা বলে স্মরণ করতে থাকে। আত্মা, বাবা কোথায়? অবিনাশী উত্তরাধিকার বাবার থেকে পাবে না মায়ের থেকে? কেবল মা - মা বললেই সামান্যতম পাপও কাটবে না। বাবা বলেন, মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো। নাম - রূপে আটকে যেও না, তাহলে আরো পাপ হয়ে যাবে, কেননা তোমরা তখন বাবার অবাধ্য সন্তান হয়ে যাও। অনেক বাচ্চারাই ভুলে গেছে। বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিতে এসেছি, তাই অবশ্যই তোমাদের নিয়ে যাবো, তাই তোমরা আমাকে স্মরণ করো। এক আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের পাপ কাটবে। ভক্তিমার্গে তোমরা অনেককে স্মরণ করে এসেছো কিন্তু বাবা ছাড়া কিভাবে কাজ হবে। বাবা কখনোই বলেন না যে, মাকে স্মরণ করো। বাবা তো বলেন, আমাকে স্মরণ করো। আমিই হলো পতিত - পাবন। তোমরা বাবার নির্দেশে চলো। তোমরাও বাবার নির্দেশে অন্যদের বোঝাতে থাকো। তোমরা কখনোই পতিত - পাবন নয়। স্মরণ তোমাদের একজনকেই করতে হবে। আমাদের

তো এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নেই। বাবা, আমরা তোমার কাছেই বলিহারি যাবো। বলিহারি তো শিববারার কাছেই যেতে হবে, আর সকলকেই ভুলে যেতে হবে। ভক্তিমার্গে তো অনেককেই স্মরণ করে। এখানে তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয়। তবুও যদি কেউ নিজের মত চালাতে থাকে, তাহলে কি গতি - সঙ্গতি হবে! মানুষ দ্বিধাগ্রস্ত হয় -- বিন্দুকে কিভাবে স্মরণ করবো? আরে, তোমাদের নিজের আত্মার কথা স্মরণে নেই কি, যে আমি হলাম আত্মা। সেও তো বিন্দু রূপ। তাই তোমাদের বাবাও বিন্দু। বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায়। মা তো দেহধারী হয়ে যায়। তোমরা বিদেহীর থেকেই আশীর্বাদী বর্ষা পাও তাই আর সব বিষয় ছেড়ে একের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঊঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) দেহ ভাবকে সমাপ্ত করার জন্য চলতে - ফিরতে অভ্যাস করতে হবে -- যেন এই শরীর থেকে আমি মৃত, পৃথক। আমি যেন এই শরীরে নেই। শরীর ছাড়া আত্মাকে দেখো।

২) কখনোই কোনো শরীরের প্রেমিক হবে না। এক বিদেহী বাবার প্রতিই ভালোবাসা রাখতে হবে। একের সঙ্গেই বুদ্ধিযোগ রাখতে হবে।

বরদান :-- ব্রাহ্মণ জীবনের সর্ব সম্পদকে সফল করে সদা প্রাপ্তি সম্পন্ন হয়ে সন্তুষ্টমণি ভব

ব্রাহ্মণ জীবনের সবথেকে বড় সম্পদ হল সন্তুষ্ট থাকা। যেখানে সর্ব প্রাপ্তি, সেখানেই সন্তুষ্টতা, আর যেখানে সন্তুষ্টতা, সেখানেই সবকিছু। যে সন্তুষ্টতার রস, সে সবকিছুরই প্রাপ্তি স্বরূপ, তাদের গীত হল -- যা পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গেছি --- এমন সবকিছুর প্রাপ্তি সম্পন্ন হওয়ার বিধি - প্রাপ্ত সমস্ত সম্পদকে ব্যবহার করা, কেননা যত সফল করবে, ততোই এই সম্পদের বৃদ্ধি হবে।

স্লোগান :-- হোলিহংস তাকেই বলা হয় যে অপগুণ রূপী কাঁকড় নয়, সর্বদা গুণ রূপী মুক্তো চয়ন করে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের রোজকার মান-তালিকা (চার্ট) সামনে রাখলে বুঝতে পারবে, এগোচ্ছ নাকি পিছিয়ে পড়ছো। দেহ-অভিমান পিছিয়ে দেয় আর দেহী-অভিমानी স্থিতি এগোতে সাহায্য করে"

প্রশ্ন :- সত্যযুগের শুরুতে আসা আত্মারা আর দেবীতে আসা আত্মাদের মধ্যে মুখ্য প্রভেদগুলি কি কি ?

উত্তর :- শুরুতে আসা আত্মাদের মধ্যে সুখ প্রাপ্তির আগ্রহ থাকবে, যেহেতু সত্যযুগের শুরুতে আদি সনাতন ধর্মের রাজত্বকালে- কেবলই সুখ আর সুখ। দেবীতে আসা আত্মাদের মধ্যে সেই সুখ পাওয়ার আগ্রহ আসবে না। তারা চাইবে- কেবল শান্তি আর শান্তি। অথচ, চাইলে প্রত্যেক আত্মাই অসীম (বেহদের) এই বাবার কাছ থেকে সেই সুখ ও শান্তির আশীর্বাদী-বর্সা পেতে পারে।

ওঁ শান্তি! 'ভগবানুবাচঃ' অর্থাৎ শিববাবা বলছেন ! যখন ভগবানুবাচ বলা হয়, তখন বাচ্চাদের মন-বুদ্ধিতে কৃষ্ণের কথা আসে না। কেবল শিববাবাই স্মরণে আসে। বাচ্চাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বাবার পরিচয় জানানো। যেহেতু এই বাবার থেকেই ওয়ারিশনের আশীর্বাদী-বর্সা পায় বাচ্চারা। অথচ, তোমরা কিন্তু একথা বলতে পারো না যে, তোমরা শিববাবারই অনুগামী (ফলোয়ার্স)। কিন্তু শিববাবার সন্তান অবশ্যই, অনুগামী নও। সর্বদাই নিজেকে ওঁনার বাচ্চা হিসাবে গণ্য করবে। লোকেরা কিন্তু জানেই না যে উঁনি, একাধারে যেমন বাবা, তেমনি আবার টিচার এবং সদগুরুও বটে। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও অনেকে তা ভুলে যাও। একথা স্মরণে থাকার অর্থ সৌভাগ্যের প্রাপ্তি। অলৌকিক এই বাবাকে ভুলে গেলেই, লৌকিক দেহ-সম্বন্ধের স্মরণে এসে যাও। বাস্তবে তোমাদের বুদ্ধি থেকে অন্য সবকিছুই ঝেড়ে ফেলা উচিত। একমাত্র এই বাবাই যেন স্মরণে থাকে। তোমরাই তো তা বলে থাকো- "হ্রমেব মাতাশ্চ: পিতা হ্রমেব!" সেক্ষেত্রে অন্য কেউ স্মরণে এলে তো আর এমনটা বলা যাবে না যে, সদগতি অভিমুখে এগোচ্ছো। দেহ-অভিমান তো কেবল দুর্গতিই আনে। সদগতির প্রাপ্তি হয় দেহী-অভিমानी হতে পারলে। আর এই কারণেই কখনও উর্ধ্বগতি, আবার কখনও নিম্নগতি হয় তোমাদের। কখনও সামনের দিকে এগিয়ে যাও, তো কখনও পিছনের দিকে। তোমাদের বেশীর ভাগই এই দেহ-অভিমানে চলে আসে। তাই তো বাবা বারবার সতর্ক করে বলেন মান-তালিকা (চার্ট) রাখলে তবেই তা বুঝতে পারবে, তুমি কতটা এগোতে পারলে বা কতটা পিছিয়ে পড়লে। সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই যে স্মরণের-যোগের উপর। এই কারণেই তা উপর-নীচ হয়। ফলে বাচ্চারা তোমরাও জ্ঞানের মার্গে চলতে চলতে হাঁফিয়ে পড়ো, আর ক্রন্দনের স্বরে বলতে থাকো- "বাবা আমাদের যে এই দশা।" বাবাকে স্মরণ করতেই যে ভুলে যাও তোমরা। তাই দেহ-অভিমানে এসেই পিছিয়ে পড়ো তোমরা। ফলে কিছু না কিছু পাপ-কর্মও হয়ে যায়। যা কিছু প্রাপ্তি, তা তো হয় এই যোগ-বলের মাধ্যমেই। স্মরণের যোগে আয়ু বৃদ্ধি হয় বলেই তো "যোগ" শব্দটির এত খ্যাতি। যোগের তুলনায় জ্ঞান তো খুবই সহজ। এমনও অনেকে আছে, যার তেমন জ্ঞানও নাই, যোগের অভ্যাসও নাই, তারা কেবলই লোকসানের খাতায়। অনেকে আবার এমনও আছে যারা একদমই পুরুষার্থ করে না। ক্রমিক অনুসার হয় জ্ঞানের পঠন-পাঠনের উপর। পাঠের ধরণ দেখেই বোঝা যায় কে কতদূর এগোবে, আর অন্যদের প্রতি কতটা সেবা করতে পারবে। সবাইকেই শিববাবার পরিচয় অবশ্যই জানাতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা তো জেনেছো, বেহদের এই আশীর্বাদী-বর্সা একমাত্র এই বেহদের বাবার কাছেই পাওয়া যায়। যার মধ্যে প্রধান হলেন মাতা-পিতা আর তোমরা

বি.কে.-বাচ্চারা। এটা একটা ঈশ্বরীয় পরিবার। অন্যদের বুদ্ধিতে তা আসবেই না, তারাও কিন্তু সেই একই শিববাবারই সন্তান। অথচ, অবিনাশী উত্তরাধিকার তাদেরও নেওয়া উচিত, একমাত্র এই বাবার স্মরণে থেকে। শিববাবা নিরাকার- এই সূত্র ধরে বাবার পরিচয় জানাও। যেহেতু উনি অসীমের বাবা, তাই উনি সর্বত্র, একথা বলা যায় না মোটেই। তা হলে ওঁনার অবিনাশী সম্পদ পাবে কি করে ? পবিত্রই বা হবে কিভাবে ? তাই তো বাবা বারবার সতর্ক করে বলেন - "মন্বনাভব, আর আমাকে স্মরণ করো।" লোকেরা তো এসবের কিছুই বোঝে না। বাস্তবে কৃষ্ণকেও সবাই সঠিকভাবে জানে না। ময়ূরপঙ্খী মুকুটধারী বর্তমানের এই দুনিয়ায় আসবেই বা কোথা থেকে ? এসব অনেক উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানের কথা। এত উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞান যেখানে, তা বঝতে কিছু অসুবিধা তো হবেই। এর নাম হল সহজ রাজযোগ । বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়াও কিন্তু যথেষ্টই সহজ ব্যাপার। তবুও কেন যে বাচ্চারা তা কঠিন ভাবে ? আসলে তারা যে বাবাকে স্মরণই করে না।

বাবা বাচ্চাদেরকে দুর্গতি আর সদগতির রহস্যও বুঝিয়েছেন । বর্তমানে সব কিছুই দুর্গতিতেই যাচ্ছে । মানুষ মতই মানুষকে দুর্গতি তে নিয়ে যাচ্ছে । তোমাদের হল ঈশ্বরীয় মত। সেইজন্য বাবা এই বৈপরীত্য (কনট্রাস্ট) বোঝানোর জন্য চিত্র বানিয়েছেন । প্রত্যেকে নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করো - আমরা নরকবাসী নাকি স্বর্গ বাসী ? সত্যযুগ এখন কোথায়? লোকেরা তো এসবের কিছুই জানে না। সত্যযুগকে তারা অলীক-কল্পনা বলেই ভাবে। এসব নিয়ে অনেক মতও আছে। আর এই অনেক মতের কারণেই এত দুর্গতি। সদগতি হয় এক (ঈশ্বরীয়) মতের দ্বারা। এ নিয়ে আবার স্লোগানও আছে- "মনুষ্যই মানুষকে দুর্গতিতে নিয়ে যায়। একমাত্র ঈশ্বরই সবার সদগতিদাতা।" এর মানে এসে দাঁড়াল, তোমরা যা বলছ, তা সত্য এবং শুভ। আর তাই তো তোমরা বাবার কত মহিমাও করো। উনি সবারই বাবা, সবারই সদগতি একমাত্র উনিই করেন। বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন, প্রভাতফেরী বের করে লোকদের জানাও- এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়কালে হেভেনলী গড-ফাদার এই পদ প্রাপ্ত করাচ্ছেন, এখন নরকেরও অন্তিম কাল আসতে চলেছে । যদিও এভাবে বোঝাতে পরিশ্রমও করতে হয় যথেষ্ট। এরোপ্লেন থেকেও প্রচারপত্র ছড়াতে পারো। আমরা সবাই সেই এক বাবার-ই মহিমা করি, যিনি সবারই সদগতিদাতা। সেই বাবা স্বয়ং এখন বলছেন- বাচ্চারা, আমি তোমাদের কেবল সদগতি-ই করি, কিন্তু তোমাদের এমন দুর্গতি করেন কে ? একথা তো বলাই হয়, কল্পের শুরুর অর্ধেকটা স্বর্গ-রাজ্য আর শেষের অর্ধেকটা নরক-রাজ্য। রাবণ-রাজ্য অর্থাৎ আসুরী-রাজ্য, যার গতিমুখ কেবলই নিম্নে, আর রাবণের এই উল্টো মতেই চলেছে দুনিয়া। পতিত-পাবন তো কেবল একমাত্র এই বাবা, যার থেকে বি.কে.-রা নতুন বিশ্বের অধিকারীর পদ পায়। অতএব এই শরীরের মোহ থেকে নিজেকে বের করে আনো। কিন্তু হংস আর বক একসাথে থাকলে মোহ থেকে বেরোবেই বা কিভাবে ? প্রত্যেকের অবস্থাই বিবেচনা করা হয় । সাহস তখনই আসতে পারে, যখন কেউ নিজের জীবিকা নিজেই নির্বাহ করতে সক্ষম থাকে, তখন অযথা ঝগাটের মধ্যে থাকবে কেন। পেট আর কতটুকু খাদ্য চায় ? মাত্র দুটো রুটি হলেই আর চিন্তা কীসের । কেবল এই পণ-ই করা উচিত, বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। যার দ্বারা সকল বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । তার অর্থ এই নয় যে সকল কাজকর্ম বন্ধ করে দাও। কাজকর্ম না করলে পয়সা আসবে কোথা থেকে ? বি.কে. হয়ে তো আর ভিক্ষা করা যাবে না।

এটা তো তোমাদের নিজের বাবার ঘর, শিববাবার ভাণ্ডার। এখান থেকে তোমরা খেতেই পারো। কিন্তু সেবা-কার্য না করেই যদি খাও, সেটাও তো ভিক্ষারই সামিল। তাছাড়াও যার ফল স্বরূপ

আগামী ২১-জন্ম কর্তিন সেবা করতে হবে। রাজা থেকে শুরু করে নিঃস্ব পর্যন্ত সবাই এখানে আছে। সেখানেও আছে, কিন্তু সেখানে সদা সুখ আর এখানে সদা দুঃখ। কিন্তু পদ-মার্যদা বলেও তো একটা ব্যাপার থাকে। অতএব বাবার সাথে সম্পূর্ণ যোগ রাখতে হবে। সেবাও করতে হবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করো, এই যজ্ঞে কতটা সেবা করছি ? একথা তো জানাই আছে, ঈশ্বরের কাছে সবকিছুরই হিসাব থাকে। তাকে সাক্ষী হয়ে দেখা হয় যে এমন চাল-চলনে কেমন পদের প্রাপ্তি হবে ? একথা তো বুঝতেই পার, বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চললে কত উচ্চ-পদের অধিকারী হওয়া যায়, আর তা না হলে কত নিম্নমানের পদপ্রাপ্তি হয়- এসব যথেষ্ট বোঝার ব্যাপার। প্রদর্শনীতে তোমাদের নিকট যে কোনও ধর্মেরই যে কেউ আসুক না কেন, তাদেরকে জানাবে, অসীমের এই বাবার কাছ থেকে অসীম সুখ-শান্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। অসীম এই বাবা-ই যে একমাত্র শান্তিদাতা। আর তাই তো ওঁনাকেই বলা হয় "শান্তি-দেবা" (শান্তির দেবতা)! কোনও জড় চিত্র তো আর শান্তি দিতে পারে না। বাবা জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমাদের (আম্মার) প্রকৃত স্বধর্ম হলো শান্ত। তাই তো তোমরা শান্তিধামেই যেতে চাও। তোমরা যখন বলতে থাকো- "শিববাবা আমাদের শান্তি দাও", বাবা দেবেন না কেন ? বাবা তাঁর বাচ্চাদেরকে অবিনাশী উত্তরাধিকার দেবেন না কেন । সুখের জন্য আকুতি জানায়। তিনি তো বাচ্চাদের জন্য স্বর্গ স্থাপন করেন, তাহলে সুখ দেবেন না কেন । তাঁকে স্মরণ না করলে, ওঁনার কাছে না চাইতে উনি দেবেনই বা কিভাবে ? শান্তির-সাগর তো একমাত্র বাবা-ই তাই না ! তোমরা সুখ চাও, বাবা বলেন, শান্তির পরেই সুখ আসবে। শুরুর দিকে যারা আসবে, তারাই সেই সুখ পাবে। যারা দেবীতে আসে, তারা তো তা জানেই না সুখ চাইতে হয় কিভাবে। তাই তারা কেবল মুক্তি-ই চাইবে । যদিও সবাই প্রথমে মুক্তিতে যাবে । সেখানে তো দুঃখই থাকবে না।

তোমরা জানো, প্রথমে আমরা মুক্তিধাম গিয়ে তারপর জীবন-মুক্তিতে আসব । অন্যেরা তখন যাবে মুক্তিতে (মুক্তিধামে)। একেই বলা হয় কর্ম-ফলের হিসেব-নিকেশের সময় (কয়ামত) । সবাইকেই হিসেব মিটিয়ে দিতে হয়। এমনকি জন্তু-জানোয়ারদেরও হিসেব-নিকেশ হয়। যেসব জন্তু-জানোয়ার রাজ-রাজাদের কাছে থাকে, তাদের কত সুন্দর ভাবে পালন করা হয়। ঘোড়দৌড়-এর ঘোড়াদের কত যত্ন সহকারে পালন করা হয়, যেহেতু খুব দ্রুততম ঘোড়াদের দ্বারা অনেক অর্থও উপার্জন হয়। এমন ঘোড়ার মালিকেরা তো ঘোড়াকে ভালবাসবেই। এও অবিনাশী নাটকে লিপিবদ্ধ রয়েছে । কিন্তু সেখানে (স্বর্গে) এসব হয় না। রেস (ঘোড়দৌড়) ইত্যাদি শুরু হয় অনেক পরের দিকে। এসবই হল পূর্ব থেকে রচিত খেলা । তোমরা এখন সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকেও জানো। আদিতে মানুষের সংখ্যা থাকবে খুবই কম। তোমরা বি.কে.-রা তখন সমগ্র বিশ্বেই রাজত্ব করতে থাকবে। এখনই প্রত্যেকে তোমরা নিজেরাই নিজের পদ প্রাপ্তির আন্দাজ করতে পারবে। আমরা কি অনেকের কল্যাণ করছি ? এতেই পরিশ্রম তো করতেই হয়, কেননা তোমরা যে বাবাকে পেয়েছ! জগতের লোকেরা তো লড়াই-ঝগড়াতেই ব্যস্ত থাকে। বিনাশের উদ্দেশ্যে কত কি না বানিয়েই চলেছে তারা। এমন এমন সব বোম্ব বানিয়েছে যার দ্বারা সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। শেষ সময়ে যখন সব কিছুতেই আগুন লাগলে কি আর কিছু বাঁচে। আর তা নিভানোর জন্যও কেউ থাকবে না। এমন কত বোম্ব নিয়তই বানিয়ে চলেছে। বোম্ব-এর মধ্যে আবার গ্যাস, বিষ এমন কত কি না দিচ্ছে তারা। হাওয়ায় তা ছড়িয়ে গিয়ে সবাই শেষ হয়ে যাবে। মৃত্যু এখন তোমাদের দোরগোড়ায় ! তাই তো বাবা বলছেন-"অবিনাশী উত্তরাধিকার" নিতে চাইলে, এক্ষুণি তা নিয়ে নাও। এরজন্য অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে। খুব বেশী পয়সা-কড়ি রোজগারের দিকে ব্যস্ত হয়ো না। এমনতেই কত দিকের চিন্তা

করতে হয় তোমাদের। যদিও সেসব থেকে মুক্ত করিয়েছেন বাবা। বর্তমানের এই দুনিয়াটাই হল ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। অতএব বি.কে.-দের উচিত কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে থাকা, যাতে তোমাদের বিকর্মগুলি বিনাশের পর বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে পারো। খুব প্রেমের সাথে স্মরণ করতে হবে বাবাকে। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখলেই মন খুশীতে নেচে ওঠে। এমন হওয়ার আগ্রহ ও লক্ষ্য রাখতে হবে। যদিও এতদিন দেবতা হিসাবে তাদেরকে পূজা করে এসেছ, কিন্তু একথা এতদিন জানা ছিল না যে, তোমরাও তেমনটা হতে পারো। যারা এতদিন ছিল পূজারী, তারাই হতে চলেছে পূজ্য। বাবা এসেই এসব পূজা-অর্চনা করা ছাড়িয়ে দিয়েছেন। বাবা তোমাদের বিনাশের সাক্ষাৎকার করিয়েছেন না ! আগামীতে আমরাই বিশ্বের মালিক হতে চলেছি। বর্তমান দুনিয়ার যা কিছু, সব কিছুই বিনাশ হতেই হবে, তবে কেন না বাবার স্মরণেই থাকি। আর অন্তরে কেবল ওঁনার মহিমাই গাইতে থাকি - বাবা, তুমি কত মিষ্টি বাবা।

তোমরা তো জানো, আমাদের, অর্থাৎ সব আত্মাদের একই বাবা। অবিনাশী উত্তরাধিকার একমাত্র ওঁনার থেকেই পাওয়া যায়। যখন তোমরা ভক্তি-মার্গে ছিলে, তখনও ওঁনাকেই স্মরণ করতে। তিনি হলেন পরমধাম নিবাসী, সেই চিত্রও আছে তোমাদের কাছে। উনি যদি না আসতেন, তবে সেই চিত্র তোমরা পেতে কিভাবে ? ওঁনার জন্মদিনও তো তোমরা পালন করো 'শিব-জয়ন্তী' হিসাবে। ওঁনাকেই বলা হয় 'পরমপিতা-পরমাত্মা'! অন্যদেরকে হয় মনুষ্য বা দেবতা বলা হয়। কল্পের শুরুতে থাকে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম, পরে অন্যান্য ধর্মগুলির বিস্তার হতে থাকে ধীরে ধীরে। অতএব, এমন বাবাকে কত প্রেম-পূর্বক স্মরণ করা উচিত। ভক্তি-মার্গে থাকাকালীন তো কত উচ্চ স্বরে বাবাকে আহ্বান করতে। যদিও সেসব শব্দগুলোর মর্মার্থ কিছুই বুঝতে না তোমরা। যেমন মনে আসত- তেমন মহিমা করতে। কত প্রকারের স্তুতিবাক্য। বাবার আর কি বা স্তুতি করবে ! তুমিই কৃষ্ণ, তুমিই ব্যাসদেব, তুমিই অমুক, তুমিই তমুক - এ তো গ্লানি করাই হল, তাই না ! এভাবেই বাবার কতো অপকার করেছে। বাবা বলেন- ড্রামানুসারেই এরা বাবার এমন অপকার করলেও বাবা এসে কিন্তু তাদের সবারই উপকার করেন, সবারই সদগতি করেন। নতুন দুনিয়া স্থাপনের উদ্দেশ্যই তো বাবার আগমন। সৃষ্টি চক্রের এই খেলাটাই যে এমন হার-জিতের খেলা। ৫-হাজার বছরের এই ড্রামা সেভাবেই রচিত হয়েছে। যেখানে সামান্যতমও হের-ফের হয় না। অবিনাশী এই ড্রামার রহস্যগুলি একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর কেউই বোঝাতে পারে না। মানুষের তো হরেক রকমের মত ক্রমশ বেরোতেই থাকে । যার সাথে দেবতা মত মেলে না। মানুষ যে যার মতন করে মত প্রকাশ করে। এবার তোমাদের আর অন্য কাউকে স্মরণ করতে হবে না। আত্মা যেন তার প্রকৃত বাবা পরমাত্মাকেই স্মরণ করতে থাকে। যদিও এতে পরিশ্রম তো আছে। ভক্তিতে ভক্তরাও তো কত পরিশ্রম করে। কত শ্রদ্ধা সহকারে তারা ভক্তি করে। ভক্তদের যেমন ভক্তিতে পরিশ্রম, জ্ঞানেও ঠিক তেমনই পরিশ্রম। ভক্তিতেও কি তোমাদের কম পরিশ্রম ? যেই গুরুরা বলল, রোজ ১০০-বার মালা জপ করো, অমনি ঘরে মালা জপত করতে বসে যায় । মালা জপতে জপতে ঘন্টাও অতিবাহিত হয়ে যায়। অনেকে আবার রাম-নাম জপতে থাকে। আর এখানে কেবল বাবার স্মরণে থাকতে হয়। অবশ্য খুব প্রেম-পূর্বক স্মরণ করতে হয়। সত্যি, কত মিষ্টি এই বাবা। কেবলমাত্র এটুকুই বলেন, ওঁনাকে স্মরণ করতে আর দৈবী-গুণ ধারণ করতে। নিজে ধারণ করলে তবে তো অন্যদেরকেও দিশা দেখাবে ! বাবার মতন মিষ্টি আর কেউই হতে পারে না। সম্পূর্ণ কল্প অতিবাহিত হবার পর এমন মিষ্টি বাবাকে আবার পাও তোমরা। তবুও কেমন করে যে, এমন মিষ্টি বাবাকেও ভুলে যাও। বাবা স্বয়ং যেখানে স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা, তাই তোমরাও অবশ্যই সেই স্বর্গের মালিক হবে। আত্মার

কালিমা-জংকে ভঙ্গ করার জন্য বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণ না করতে পারার পিছনে কি এমন অসুবিধা রয়েছে বলা ! কি এমন কারণ রয়েছে যে বাবাকে স্মরণ করতে কি কি অসুবিধা হয়? আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সূমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঔনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম তো অবশ্যই করবে, কিন্তু খুব বেশী ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটে নিজেকে জড়াবে না। ব্যবসা-বানিজ্য, চাকরী-বাকরী ইত্যাদি নিয়ে এত বেশী চিন্তাগ্রস্ত হওয়া না, যাতে বাবাকেই স্মরণ করতে ভুলে গেলে।

২) মানুষের অনেক মতকে ঝেড়ে ফেলে একমাত্র বাবার মতানুসারেই চলতে হবে। একমাত্র এই বাবার মহিমার কীর্তন করতে হবে। একমাত্র এই বাবাকেই ভালবাসতে হবে। (মন থেকে) অন্য সবার প্রতি মোহ মুছে ফেলতে হবে।

বরদান:- জ্ঞানের প্রকাশ ও শক্তি দ্বারা ভুলকে সঠিকে পরিবর্তনকারী 'জ্ঞানী আত্মা' ভব

বিস্তার:- কথিত আছে, প্রকৃত জ্ঞানই হলো আলো এবং শক্তি। যেখানে জ্ঞানের আলো বা প্রকাশ থাকে- এটা ভুল বা এটা ঠিক, এটা অন্ধকার আর এটা আলো, এটা ব্যর্থ আর এটা সমর্থ -- ভুলকে যে চিহ্নিত করতে পারবে সে ভুল কাজ বা কোনো ব্যর্থ সংকল্পের বশীভূত হবে না। 'জ্ঞানী আত্মা' অর্থাৎ যে বুঝদার, জ্ঞান স্বরূপ। সে এমনটা কখনোই বলবে না যে, এমনটা হওয়া উচিত বরং তার কাছে ভুলকে সঠিকে পরিবর্তন করার শক্তি থাকে ।

স্লোগান :- যে সদা অন্যের শুভ-চিন্তক হয়ে শুভ-চিন্তায় থাকে, সে হয়ে ওঠে ব্যর্থ-চিন্তন মুক্ত।

"মিষ্টি বাচ্চারা --- তোমরা এখন রাজহংস(হেলীহংস) হওয়ার পুরুষার্থ করছ, এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো তোমাদের রাজহংস অর্থাৎ সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে"

প্রশ্ন :- এই জ্ঞানমার্গে তীরগতিতে এগিয়ে যাওয়ার সহজ উপায়(বিধি) কি?

উত্তর:- এই জ্ঞানে যদি তীরগতিতে এগিয়ে যেতে হয় তবে আর সব চিন্তা ছিন্ন হয়ে কেবল বাবার স্মরণে মন জুড়ে যায়, যাতে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায় এবং অশুদ্ধতা সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত হয়ে যায়। স্মরণের যাত্রাই হল উচ্চপদ লাভের আধার, এর দ্বারাই তোমরা কড়ি থেকে হীরে-তুল্য হতে পার। তোমাদের কড়ি থেকে হীরা, পতিত থেকে পবিত্র বানানোই হল বাবার কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন ব্যতীত বাবাও যে থাকতে পারেন না।

ওম শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, এই দুনিয়ায় কেউ রাজহংস-সদৃশ রয়েছে তো কেউ বক সদৃশও রয়েছে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হল রাজহংস, তোমাদের ঐদের মতো হতে হবে। তোমরা বলবে যে, আমাদের দৈব-সম্প্রদায় তৈরী হচ্ছে, আমি তোমাদের রাজহংসে পরিণত করি, এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ তৈরী হওনি, হতে হবে। হংস মুক্তো বেছে নেয় আর বক নোংরা খায়। এখন আমরা রাজহংসে পরিণত হচ্ছি তাই দেবতাদের ফুল বলা হয় আর ওদের বলা হয় কাঁটা। হংস ছিলে তারপরে আবার নিম্নে অবতরণ করতে করতে বকে পরিণত হয়েছ। অর্ধ-কল্প রাজহংস, অর্ধ-কল্প বক। হংস হওয়ার পথেও মায়ার অনেক বিঘ্ন আসে। কিছু না কিছু কারণে পতন হয়। মুখ্যতঃ দেহ-অভিমানের কারণেই পতন হয়। বাচ্চারা, এই সঙ্গমেই তোমাদের পরিবর্তিত হতে হবে। যখন তোমরা সম্পূর্ণ রাজহংসে পরিণত হও তখন শুধু হংসই হংস(সকলেই হংস) হও। রাজহংস অর্থাৎ দেবী-দেবতা, তাঁরা থাকেন নতুন দুনিয়ায়। পুরানো দুনিয়ায় একজনও হংস হতে পারে না। যদিও সন্ন্যাসীরা রয়েছে কিন্তু তারা হল পার্থিব জগতের(হদের) সন্ন্যাসী। তোমরা হলে অসীমের (বেহদের) সন্ন্যাসী। বাবা বেহদের সন্ন্যাস শিখিয়েছেন। এই দেবতাদের মতো সর্বগুণসম্পন্ন আর কোনো ধর্মাবলম্বীরা হতেই পারে না। এখন বাবাও এসেছেন -- আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে। তোমরাই নতুন দুনিয়ায় সর্বপ্রথমে সুখ-স্বাস্থ্যলব্ধ আসো, আর কেউ কি নতুন দুনিয়ায় আসতে পারে ? না, পারে না। এখন এই দেবতাদের ধর্মই প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। এই কথাও তোমরা এখনই শুনছ আর বুঝতে পারছ। আর কেউ-ই বুঝতে পারে না। ওসব হল মনুষ্য মত, বিকারের দ্বারা জন্মলাভ করেছে, তাই না। সত্যযুগে বিকারের কোনো কথাই নেই। দেবতারা পবিত্র ছিল। সেখানে সবকিছুই যোগবলের দ্বারা হয়। এখানকার পতিত মনুষ্যরা কি করে জানবে যে সেখানে সন্তান কিভাবে জন্মলাভ করে? সেখানকার নামই হল পবিত্র দুনিয়া(ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড)। বিকারের কোনো কথাই নেই। তারা বলবে যে পশু ইত্যাদিরা কিভাবে জন্ম নেয়। তাদের বলা, ওখানে আছে শুধুই যোগবল, বিকারের কোনো কথাই নেই। ১০০ শতাংশ পবিত্র দুনিয়া। আমরা তো শুভ কথা বলি। তোমরা অশুভ কথা কেন বল? এর নামই হল বেশ্যালয় আর ওখানকার নামই হল শিবালয়। সেই শিবালয়ের স্থাপনা শিববাবাই করছেন। শিববাবা হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতম স্তম্ভ (টাওয়ার)। আর শিবালয়ও এমনই লম্বা বানান। শিববাবা তোমাদের-কেও সুখ-সুস্থে পরিণত করেন, আবার সুখের টাওয়ারে(স্তম্ভ) নিয়ে যান, তাই বাবার প্রতি আমাদের অত্যন্ত ভালবাসা থাকে। ভক্তিমার্গেও শিববাবার সাথে অত্যন্ত ভালবাসা থাকে। অত্যন্ত ভালবেসেই শিববাবার মন্দিরে যায় কিন্তু কিছুই

বুঝতে পারে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা সর্বগুণসম্পন্ন হচ্ছ, এখনও হওনি। তোমাদের পরীক্ষা তখনই হবে যখন তোমাদের রাজধানী সম্পূর্ণ স্থাপন হয়ে যাবে। তখন আর সবকিছুই সমাপ্ত হয়ে যাবে, আর পুনরায় নশ্বরের ক্রমানুসারে অল্প- অল্প করে আসতে থাকবে। তোমাদের রাজত্ব তো সর্বপ্রথমেই শুরু হয়। আর অন্য কোনো ধর্মের রাজত্ব প্রথমে শুরু হয় না। তখন শুধু তোমাদেরই রাজত্ব। বাচ্চারা, একমাত্র তোমরাই এই বিষয়টি জানো। বাচ্চারা বেনারসে সেবায় গেছে, তাদের বোঝানোর নেশা রয়েছে। কিন্তু লোকেরা এতটা বুঝতে পারে না। কথিতও আছে - কোটিতে কেউ। হংস কোনো বিরল ব্যক্তিই হয়। যদি না হয়, তবে অনেক শাস্তিভোগ করতে হয়। কেউ কেউ তো ৯৫ শতাংশ শাস্তিভোগ করে, শুধু ৫ শতাংশই চেষ্টা হতে পারে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন নশ্বর তো হয়, তাই না। এখন কেউ-ই নিজেকে রাজহংস বলতে পারে না। পুরুষার্থ করছে। যখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন লড়াই-ও লাগবে। জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ধারণ করতে হবে। সেই লড়াই-ই ফাইনাল হবে। এখনও তো কেউ ১০০ শতাংশ তৈরী হয়নি। এখন তো ঘরে-ঘরে সমাচার পাঠাতে হবে। অনেক বড় অভ্যুত্থান (রিভলিউশন) হবে। যাদের বড়-বড় সংস্থা রয়েছে, সেইসবই নড়বড়ে হয়ে যাবে। ভক্তিমার্গের আসনও নড়বড় করবে। এখন তো ভক্তির রাজ্য, তাই না। এর উপরেই তোমরা বিজয় লাভ কর। এখন হল প্রজার উপর প্রজার রাজ্য, পুনরায় বদল হবে। এই রাজ্য লক্ষ্মী-নারায়ণের হবে। তোমরা সাক্ষাৎকার করতে থাকবে। শুরুতে তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার করানো হয়েছে। কিভাবে রাজধানী পরিচালিত হয়। কিন্তু যাঁরা সাক্ষাৎকার করেছিলেন তাঁরা আজ আর নেই। এও ড্রামা। ড্রামায় যার যা পার্ট রয়েছে তা চলতেই থাকবে। এতে আমরা কি কারও মহিমা করব ? না করব না। বাবাও বলেন, তোমরা আমার মহিমা কিভাবে করবে? আমার কর্তব্যই হল পতিত থেকে পবিত্র বানানো। টিচারের কর্তব্য পড়ানো। নিজের কর্তব্য যারা পালন করছে তাদের কি মহিমা করবে? বাবা বলেন, আমিও ড্রামার অধীনেই রয়েছি, এতে আবার শক্তি কিসের। এ হল আমার কর্তব্য। প্রতি কল্পের সঙ্গমে এসে পতিত থেকে পাবন হওয়ার রাস্তা বলে দিই। আর আমিও পবিত্র করার কর্তব্য ব্যতীত থাকতে পারি না। আমার পার্ট সঠিকভাবে নির্ধারিত (অ্যাকিউরেট)। এক সেকেন্ডও দেরী বা পূর্বে আসতে পারি না। একদম সঠিক সময়ে সেবার পার্ট করি। সেকেন্ড বাই সেকেন্ড যা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, ড্রামা আমাকে দিয়ে তা করিয়ে নেয়। আমিও পরবশ, এতে মহিমার কোনো কথা নেই। আমি প্রতিকল্পে আসি, আমাকে আহ্বান করা হয় যে, হে পতিত-পাবনকারী, এসো। দুনিয়াতে কত কত পতিত । এক একটি অবগুণ ছাড়তে কত পরিশ্রম করতে হয়। অনেক সময় কাল পবিত্র থেকেও চলতে-চলতে মায়ার থাপ্পড় খেয়ে মুখ কালো করে ফেলে।

এ হলই তমোপ্রধান দুনিয়া। শত্রু-রূপী মায়া অনেক বাধার সৃষ্টি করে। সন্ন্যাসীও তো বিকার থেকেই জন্ম নেয়। কোনো জ্যোতি মহাজ্যোতিতে বিলীন হয়ে যেতে পারে না, কেউ-ই ফিরে যেতে পারে না। আল্লা তো অবিনাশী, আর তার পার্টও অবিনাশী, তাহলে জ্যোতি মহাজ্যোতিতে কিভাবে বিলীন হয়ে যেতে পারে। যত বেশী মানুষ তত বেশী কথা। এ সবই হল মনুষ্য মত। ঈশ্বরীয় মত হল একটাই(অদ্বিতীয়)। দেবতা মত তো এখানে হতে পারে না। দেবতা হয় সত্যযুগে। এ হল অত্যন্ত বোঝার মত বিষয়। মানুষ তো কিছুই জানে না, তবেই তো ঈশ্বরকে ডেকে বলে যে, কৃপা কর। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন যোগ্য বানাই, যার ফলে তোমরা পূজন যোগ্য হয়ে যাও। এখন কি তোমরা পূজ্য হয়েছ ? না, হও নি। এখন যোগ্য হচ্ছে। তোমরা জানো যে আমরা এমন হব, পুনরায় ভক্তিমার্গে আমাদেরই মহিমা হবে, আমাদেরই মন্দির তৈরী হবে। তোমরা জানো যে, চন্ডিকা দেবীরও মেলা হয়। চন্ডী, যে বাবার শ্রীমতে চলে না। তথাপি বিশ্বকে পবিত্র বানানোর জন্য কিছু

না কিছু তো সাহায্য করে, তাই না ! তাদের সেনাও রয়েছে, তাই না। তোমরা সাজা ভোগ করেও আবার বিশ্বের মালিক হও, তাই না। এখানে যদি কোনো ভীলও (নিম্নবর্গের লোক) থাকে, সেও বলবে যে আমি ভারতের মালিক। আজকাল দেখো একদিকে গায়, ভারত আমাদের সর্বাপেক্ষা উচ্চ দেশ আর অন্যদিকে আবার বলে, ভারতের দেখো কি হাল হয়েছে ! রক্তের নদী বইতে থাকে। রেকর্ডের এক পিঠে মহিমা তো আর এক পিঠে নিন্দা ! কিছুই বোঝে না। এখন বাবা তোমাদের সঠিক রীতিতে বোঝাচ্ছেন। মানুষ কি জানে যে, এদের ভগবান পড়ায় ? না, জানে না। তারা বলবে যে, ও আচ্ছা ! এরা ভগবানকে টিচার বানিয়ে রেখেছে ! আরে, ভগবানুবাচ রয়েছে না যে, আমি তোমাদের রাজার রাজা বানাই। শুধু গীতায় মানুষের নাম দিয়ে গীতাকে খন্ডন করে দিয়েছে। কৃষ্ণ ভগবানুবাচ, এ তো মনুষ্য মত গেল, তাই না। কৃষ্ণ কিভাবে এখানে আসবে? তিনি তো সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন। ঔনার কিসের চিন্তা রয়েছে যে উনি এই পতিত দুনিয়ায় আসবেন।

বাচ্চারা, বাবাকে তো তোমরাই জানো কিন্তু তোমাদের মধ্যেও কোনো কোনো বিরল ব্যক্তিই যথার্থ রীতিতে বাবাকে জানে। বাচ্চারা, তোমাদের মুখ থেকে সদা রক্ত নির্গত হওয়া উচিত, পাথর নয়। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমরা কি এরকম তৈরী হয়েছি ? যদিও চায় যে, আমরা যেন অশুদ্ধতা(নোংরা) থেকে শীঘ্রই বেরিয়ে আসতে পারি কিন্তু শীঘ্রই তা হতে পারে না। সময় লাগে, তোমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়। যারা বোঝায় তারাও নম্বরের ক্রমানুসারেই হয়। যুক্তিযুক্তভাবে বোঝাতে ধীরে ধীরে পারবে, তখন তোমাদের তীর নিশানায় লাগবে। তোমরা জানো যে, এখন তোমাদের পঠন-পাঠন চলছে। পড়ান যিনি, তিনি তো অদ্বিতীয়। সকলেই তাঁর কাছে পড়ে। ভবিষ্যতে তোমরা এমন লড়াই দেখবে যে সেকথা আর এখন জিজ্ঞাসা কোরো না। লড়াই-য়ে তো অনেক মারা যাবে। তখন এতো আত্মারা কোথায় যাবে। আবার কি একসাথেই জন্ম নেবে? বৃক্ষ(সৃষ্টি ঝাড়) বড় হতেই থাকে, অনেক শাখা-প্রশাখা, পাতা হয়ে যায়। রোজ কত জন্ম নেয় আবার মরেও কত। ফিরে তো কেউ-ই যেতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি হতেই থাকে। এই বিস্তারিত কথায় যাওয়ার পূর্বে বাবাকে স্মরণ কর যাতে বিকর্ম বিনাশ হয় আর অশুদ্ধতা নির্গত হয়ে যায়। তারপর অন্যকথা। তোমরা এসব চিন্তা করতে যেও না। প্রথমে নিজের পুরুষার্থ কর, যেন এরকম হতে পারো। মুখ্য হল স্মরণের যাত্রা আর সকলকে সমাচার দিতে হবে। দূত (পয়গম্বর) হলেন একমাত্র তিনিই। ধর্মস্থাপকদেরও দূত বা ধর্মগুরু (প্রিসেন্টার্স) বলতে পার না। সন্নতি দাতা হলেন এক সত্ত্বগুরুই। এছাড়া ভক্তিমার্গেও তো মানুষ নিজেদেরকে কিছুটা সংশোধন করে। কোনো না কোনো দান করে। তীর্থস্থানে গিয়েও কিছু না কিছু দান করে আসে। তোমরা তো একথা জানো যে এই অন্তিম জন্মে বাবা আমাদের হীরে-তুল্য বানাচ্ছেন। একেই অমূল্য জীবন বলে। কিন্তু পুরুষার্থ তো এতটা করতে হবে। তোমরা বলবে যে আমাদের কোনো দোষ নেই। আরে, আমি এসেছি সুন্দর ফুল(গুল-গুল) বানাতে, তাহলে তোমরা কেন তা হও না ? পবিত্র বানানোই হল আমার কর্তব্য। তাহলে তোমরা কেন পুরুষার্থ কর না ? যিনি পুরুষার্থ করান সেই বাবাকে তো পেয়েছ। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে কে এমন বানিয়েছে? দুনিয়া কি জানে, না জানে না। বাবা আসেনই সঙ্গমে। এখন তোমাদের কথা কেউ বুঝতে পারে না। ভবিষ্যতে যখন সবাই তোমাদের কাছে আসবে তখন গুরুদের ভক্তরা কমে যাবে। বাবা বলেন, এই বেদ শাস্ত্রের সার কথা আমি শোনাই। অনেক অনেক গুরু রয়েছে, সবই ভক্তিমার্গের। সত্যযুগে সকলেই পবিত্র ছিল পরে পতিত হয়ে গেছে। এখন পুনরায় বাবা এসে তোমাদের অসীমের সন্ধ্যাস করান, কারণ এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। তাই বাবা বলেন -- এই কবরখানা থেকে বুদ্ধিযোগ বের করে এনে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ কর, তবেই

বিকর্ম বিনাশ হবে। এখন হল বিনাশের সময়। সকলের হিসেব-নিকেশ ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সমগ্র দুনিয়ায় যত আত্মা রয়েছে, সব আত্মাতেই সম্পূর্ণ পার্ট ভরা রয়েছে। আত্মা শরীর ধারণ করে অভিনয়(পার্ট) করে। তাই আত্মাও অবিনাশী আর পার্টও অবিনাশী। এতে কোনো পার্থক্য হতে পারে না। হুবহু রিপীট হতেই থাকে। এ হল বেহদের অনেক বড় ড্রামা। আর এ নশ্বরের ক্রমানুসারেই হয়। কেউ সূক্ষ্ম সার্ভিস করে তো কেউ স্থূল সার্ভিস করে। কেউ কেউ বলে, বাবা আমরা আপনার ড্রাইভার হব, তাহলে ওখানেও বিমানের মালিক হয়ে যাব। আজকের ধনী ব্যক্তির মনে করে যে এখন এই আমাদের কাছে স্বর্গ। বড়-বড় বাড়ি রয়েছে, বিমান রয়েছে। বাবা বলেন, এইসব হল নকল(আর্টিফিসিয়াল), একে মায়ার আড়ম্বর বলা হয়। কি কি শিখতে থাকে। জাহাজ ইত্যাদি তৈরী করে। এখন এই জাহাজ ইত্যাদি ওখানে কি কোনো কাজে লাগবে ? না, লাগবে না। বোমা তৈরী করে, এসব কি ওখানে কোনো কাজে আসবে, না আসবে না। সুখ প্রদানকারী জিনিসপত্র কার্যে আসবে। বিনাশের কার্যে সাইন্স অনেক সাহায্য করে। আবার সেই সায়েন্সই তোমাদের নতুন দুনিয়া স্থাপনে সাহায্য করবে। বড় আশ্চর্যজনকভাবে এই ড্রামা তৈরী হয়েছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন, স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই বিনাশের সময় পুরানো দুনিয়া থেকে অসীমের (বেহদের) সন্ধ্যাস নিতে হবে। এই কবরখানা থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নিতে হবে। (বাবার) স্মরণে থেকে সব পুরানো হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে নিতে হবে।

২) মুখ দিয়ে যেন সদা জ্ঞান-রত্ন নির্গত হয়, প্রস্তুত নয়। সম্পূর্ণরূপে রাজহংস হতে হবে। কাঁটাকে ফুল বানানোর সেবা করতে হবে।

বরদান :- সদা কেয়ারফুল থেকে মায়ার রয়্যাল-রূপের ছায়া থেকে সুরক্ষিত থাকা মায়াপ্রফু ভব

বিস্তার:- বর্তমান সময়ে মায়া সত্যিকারের(রিয়্যাল) বোধশক্তিকে, অনুভব শক্তিকে সরিয়ে দিয়ে ভুলকেই সঠিক অনুভব করায়। যেমন কেউ যদি জাদুমন্ত্র করে তবে পরের বশ হয়ে যায়। তেমনই রয়্যাল রূপের মায়া রিয়্যালকে(সত্যিকে) বৃদ্ধিতে দেয় না, তাই বাপদাদা অ্যাটেনশনকে ডবল আন্ডারলাইন করাচ্ছেন। এমন সাবধানে থাক, যাতে মায়ার ছায়া(কবল) থেকে সেফ, মায়াপ্রফু হয়ে যাও। বিশেষভাবে মন-বুদ্ধিকে বাবার ছত্রছায়ার নিকটে নিয়ে যাও।

স্লোগান :- যিনি সহজযোগী, তাকে দেখে অন্যরাও সহজেই যোগযুক্ত হয়ে যায়।